বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২৩

Competition for growth

Bangladesh
Competition
Commission

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

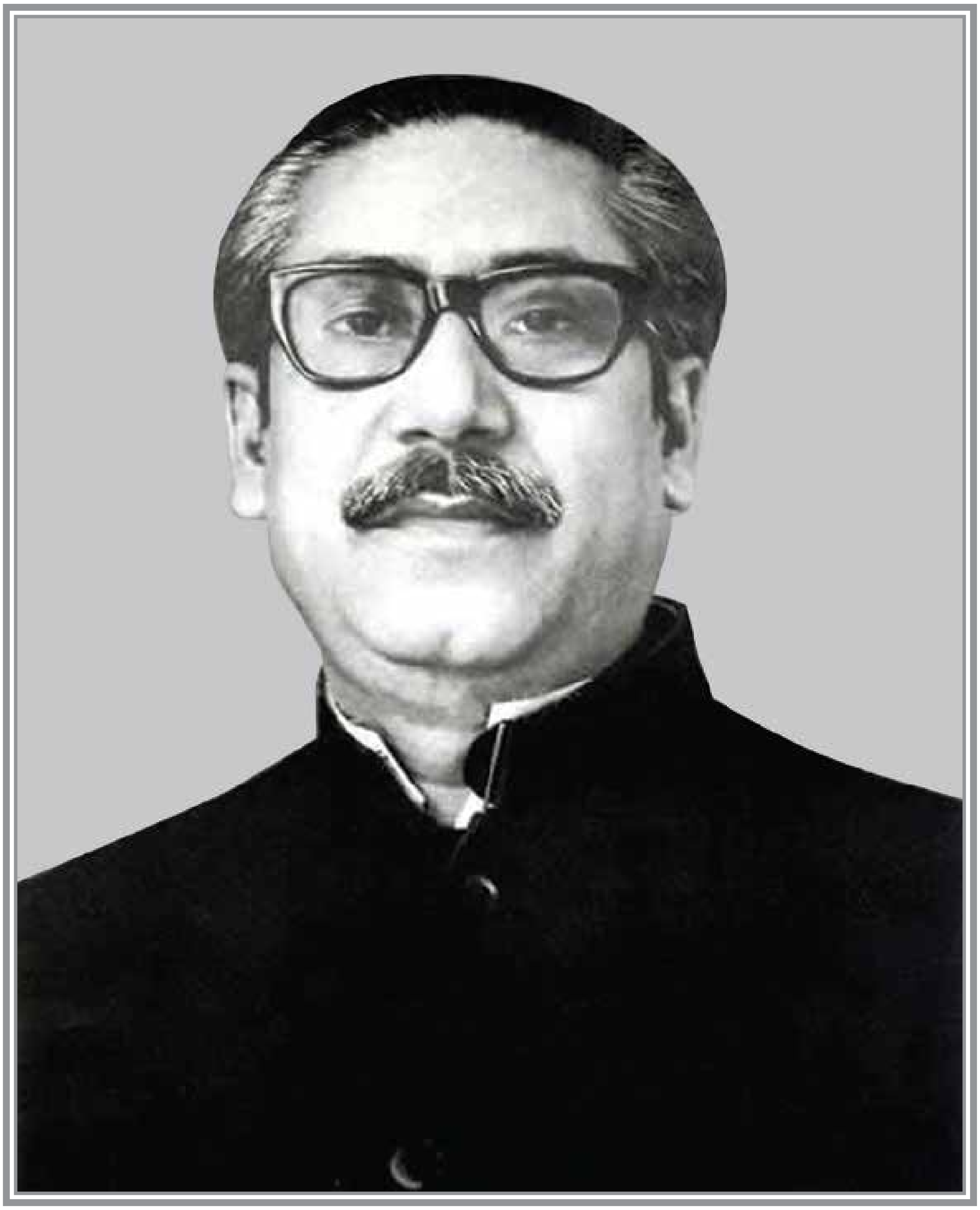

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

টিপু মুনশি, এম পি
বাণিজ্য মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগের প্রশংসা করছি। বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যাবলি ও কার্য সম্পাদন সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায়।

একটি দেশের উন্নয়নের মূল স্তম্ভ সেই দেশের প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি ব্যবস্থা। ২০০৯ সালে দ্বিতীয় দফায় বর্তমান সরকার কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে ২০১২ সালে প্রতিযোগিতা আইন প্রণীত হয়। উক্ত আইনের আওতায় ২০১৬ সালে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ব্যবসা বাণিজ্যে প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যবস্থা বজায় রাখতে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কাজের সুফল সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ পেতে শুরু করেছেন।

২০২৬ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধা দারিদ্র মুক্ত উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের জন্য স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট অর্থনীতি গঠনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। স্মার্ট অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা অন্যতম নিয়ামক। বাজারে অসাধু প্রক্রিয়া দূরীভূত করে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা স্মার্ট সরকার প্রতিষ্ঠার অংশ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, অর্থনৈতিক রূপান্তর, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উন্নয়ন, বাণিজ্য সুবিধাদির উন্নয়ন, বাণিজ্য ও শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রেক্ষিতগুলো বাস্তবায়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক কমিশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। বর্তমানে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহকে সফলভাবে মোকাবেলা করে কমিশন কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

টিপু মুনশি, এম পি

তপন কান্তি ঘোষ

সিনিয়র সচিব

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি অর্থবছর সমাপ্তির নব্বই দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলির ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করা বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। ২০১২ সনের প্রতিযোগিতা আইনেও এ সম্পর্কে বিধান রাখা হয়েছে। প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন যথাসময়ে কমিশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যাবলি সন্নিবেশিত করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমি এ উদ্যোগের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি। এর মাধ্যমে জনসাধারণের প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সম্পর্কে অধিকতর জানার সুযোগ তৈরি হবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে ২০১২ সালে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন করা হয় এবং উক্ত আইনের আওতায় ২০১৬ সালে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যক্রম শুরু করে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে প্রতিযোগিতা আইন এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে স্বীয় দায়িত্ব আরো কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে জাতি আজ সমৃদ্ধি অর্জনের পথের সন্ধান পেয়েছে। সমৃদ্ধি অর্জনের এ অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সৃষ্টির পর থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আরো কর্মতৎপর হওয়ার সুযোগ রয়েছে। বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী অনুশীলনসমূহের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২০৩১ সাল নাগাদ উচ্চ মধ্যম আয় ও ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের সারিতে উন্নীত হওয়ার পথ পরিক্রমায় কার্যকর অবদান রাখতে পারে। সে লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসরমান বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পথচলায় আমার শুভ কামনা রইল।

(তপন কান্তি ঘোষ)

প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

বাণী

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা সৃষ্টি ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সরকার প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ প্রণয়ন এবং ২০১৬ সালে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে। বাজার সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাজার থেকে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড দূরীকরণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলা এবং দেশে ন্যায্য ব্যবসায়িক অনুশীলন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রথমত, একচেটিয়ামূলক বাজার ব্যবস্থা বা কার্টেলের মতো প্রতিযোগিতা-বিরোধী আচরণ প্রতিরোধের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করছে যা উদ্ভাবন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করতে সহযোগিতা করছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিযোগিতা আইন প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে শক্তিশালী করছে ও সুশাসন বজায় রাখার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস করছে। তৃতীয়ত, ভোক্তা অধিকার রক্ষায় ও প্রতারণামূলক বিপণন চর্চা প্রতিরোধে এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে মানসম্পন্ন পণ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উপরন্তু, সরকারি সংস্থা, শিল্প সমিতি এবং সুশীল সমাজ সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন অবদান রাখছে। সামগ্রিকভাবে ন্যায্য প্রতিযোগিতা, বাজার দক্ষতা, ভোক্তা সুরক্ষা এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের প্রচারে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রচেষ্টা বাংলাদেশের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে কমিশন বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করেছে এবং প্রতিযোগিতা বিরোধী কার্যক্রমের জন্য দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছে। এছাড়াও কমিশন নিজস্ব জনবলের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত অনলাইনে ও অফলাইনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

২০২৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের অগ্রযাত্রায় (রূপকল্প ২০৪১) যথাযথ ভূমিকা রাখতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কমিশনকে কার্যকর, যুগোপযোগী ও গতিশীল করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং সিনিয়র সচিব মহোদয়ের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত কমিশনের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

(প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী)

মোঃ হাফিজুর রহমান
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ২০১২ সালে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন করে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন একটি বিচারিক ক্ষমতাসম্পন্ন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

আইনের ৩৯ ধারা অনুযায়ী কমিশন প্রতি অর্থবছরের বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন আকারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করে থাকে। পূর্বের ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে আইন প্রণয়নের প্রেক্ষাপট, আইনের উল্লেখযোগ্য ধারা ও বৈশিষ্ট্য, কমিশনের গঠন/কাঠামো ও কার্যাবলী, বিভাগ ভিত্তিক সম্পাদিত কার্যক্রম, কমিশনের উল্লেখযোগ্য অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়সমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

দেশের সুষম ও টেকসই উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য। বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কতিপয় অসাধু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পণ্য ও সেবা থেকে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ নিয়ে থাকে। বাজারকে ব্যবসা-বান্ধব ও ভোক্তা বান্ধব করার লক্ষ্যে কমিশন সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে বাজারে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এ সময়ে কমিশন নিজস্ব জনবলের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে, রাজধানীসহ বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ১২টি অবহিতকরণ সেমিনার ও মতবিনিময় সভা করেছে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সারাদেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে ১৪ টি সভা করেছে। এছাড়া, প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর আওতায় ২টি বিধিমালা জারিসহ ২ টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া কমিশনের ০৪ টি প্রবিধানমালা সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। জোটবদ্ধতা বিষয়ক প্রবিধানমালার খসড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশন ০৭ টি মামলার চূড়ান্ত রায় প্রদান করেছে, ৪৭টি মামলার শুনানী চলমান রয়েছে, ১৯ টি মামলা তদন্তাধীন রয়েছে। কমিশন বিভিন্ন পণ্য ও সেবার তথ্যভাণ্ডার তৈরির কাজ শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে ৬৩ টি পণ্য ও সেবার বাজার সমীক্ষা (Market Study) শুরু হয়েছে; তন্মধ্যে ১৬ টি পণ্য ও সেবার সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

প্রতিযোগিতা আইনের সুফল লাভের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের সর্বত্র প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে দেশব্যাপী ব্যাপক এ্যাডভোকেসি ও প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। বৈশ্বিক উত্তম চর্চা এবং নতুন নতুন কর্মকৌশলগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। প্রচলিত ব্যবসা বাণিজ্যের পাশাপাশি ক্রমবিকাশমান ই-কমার্স খাতে নতুন নতুন উপায় ও কৌশলের মাধ্যমে সংঘটিত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ডসমূহ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কমিশনের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। UNCTAD কর্তৃক আইনের Voluntary Peer Review Report এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আইনটিকে যুগোপযোগী ও অধিকতর কার্যকর করতে এবং কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য কমিশনের অনেক সহকর্মী নিরলসভাবে কাজ করেছেন। আমি সকল সহকর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোঃ হাফিজুর রহমান)

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২৩

প্রধান পৃষ্ঠপোষক	:	**প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী** চেয়ারপার্সন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
পৃষ্ঠপোষক	:	**সালমা আখতার জাহান** সদস্য বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
		সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান সদস্য বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
সার্বিক তত্ত্বাবধান	:	**মোঃ হাফিজুর রহমান** সদস্য বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
সহযোগিতায়	:	**সারাওয়াত মেহজাবীন** উপপরিচালক
		তায়েব-উর-রহমান আশিক উপপরিচালক
		মোঃ নাজমুল হোসেন সহকারী পরিচালক
		নাঈমুর রহমান সহকারী পরিচালক
		মোঃ আদনান আরিফ সহকারী পরিচালক
		শেখ তানভীর জামান সহকারী পরিচালক
		নূর উদ্দিন যোবায়ের সহকারী পরিচালক
		শেখ রুবেল লাইব্রেরিয়ান
যোগাযোগ	:	**র. হ. ম. আলাওল কবির** সচিব (ভারপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
প্রকাশক	:	**বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন**
ডিজাইন ও মুদ্রণ	:	ক্রিয়েটিভ ক্লাউড

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১	হস্তান্তরপত্র	১৫
	প্রথম অধ্যায়	
	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২	১৭
১.১	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট	১৭
১.২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর সাংবিধানিক ভিত্তি	১৭
১.৩	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য	১৮
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
	কমিশন সংক্রান্ত	
২.১	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা	১৯
২.২	কমিশনের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য (Vision & Mission)	১৯
২.৩	কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৯
২.৪	কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও সচিব নিয়োগ	২০
	তৃতীয় অধ্যায়	
	আইনের প্রভাব	
৩.১	প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির সুফল	২২
৩.১.১	অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ	২২
৩.১.২	নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি	২২
৩.১.৩	বিনিয়োগ বৃদ্ধি	২২
৩.১.৪	দারিদ্র্য নিরসন	২২
৩.১.৫	পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা	২২
৩.১.৬	ভোক্তার জীবনমান উন্নয়ন	২২
৩.১.৭	উদ্ভাবন	২২
৩.১.৮	এসডিজি ২০৩০ ও রূপকল্প ২০৪১ অর্জন	২২
৩.১.৯	স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন	২৩
৩.১.১০	৪র্থ শিল্প বিপ্লব বাস্তবায়ন	২৩
	চতুর্থ অধ্যায়	
	বিভাগ ভিত্তিক কার্যক্রম	
৪.১	প্রশাসনিক কার্যক্রম	২৫
৪.১.১	কমিশনের সভা	২৫
৪.১.২	মাসিক সমন্বয় সভা	২৫
৪.১.৩	বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো	২৫
৪.১.৪	মঞ্জুরীকৃত ও বর্তমানে কর্মরত পদসংখ্যা	২৭
৪.১.৫	প্রেষণে/সংযুক্তিতে কর্মরত কর্মকর্তা	২৮
৪.১.৬	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২৮
৪.১.৬.১	অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	২৯
৪.১.৬.২	এসডিজি বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	৩০
৪.১.৬.৩	বাজার সমীক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কোর্স	৩০

৪.১.৬.৪ ৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ে সেমিনার ৩১
৪.১.৬.৫ পিপিএ, ২০০৬ এবং পিপিআর, ২০০৮ বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ৩২
৪.১.৬.৬ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ৩২
৪.১.৬.৭ ‘পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা’ বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ৩৩
৪.১.৬.৮ ‘টেলিফোন নীতিমালা’ বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ৩৩
৪.১.৬.৯ ‘সরঞ্জামাদি ব্যবহারে নৈতিকতা ও সময়ানুবর্তিতা’ বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ৩৪
৪.১.৬.১০ কম্পিউটারের প্রাথমিক জ্ঞান বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ৩৪
৪.১.৬.১১ e-GP Organization Admin বিষয়ে প্রশিক্ষণ ৩৫
৪.১.৬.১২ ‘তদন্ত ও অনুসন্ধান’ বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ১ম পার্ট ৩৫
৪.১.৬.১৩ ‘তদন্ত ও অনুসন্ধান’ বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ২য় পার্ট ৩৬
৪.১.৬.১৪ আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ৩৬
৪.১.৬.১৫ ‘পত্রজারি, পত্র গ্রহণ, নথি প্রেরণ ও নথি চলাচল সম্পর্কে দায়িত্ব’ বিষয় ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ৩৭
৪.১.৬.১৬ ‘সভা ও সেমিনার ব্যবস্থাপনায় অফিস সহায়কের দায়িত্ব ও অতিথি আপ্যায়ন বিষয়ক দায়িত্ব’ এর ওপর ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ৩৮
৪.১.৬.১৭ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি)-২০২২ বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ৩৮
৪.১.৬.১৮ ‘বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি নির্দেশিকা’ বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ৩৯
৪.২ কমিশনের আর্থিক কার্যক্রম ৪০
৪.২.১ বাজেট বরাদ্দ ৪০
৪.২.২ ক্রয় পরিকল্পনা ৪০
৪.৩ অডিট ৪০
৪.৪ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ৪১
৪.৫ জাতীয় দিবস উদযাপন ৪২
৪.৫.১ ১৫-ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস এবং জাতির পিতার ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন ৪২
৪.৫.২ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৩ উদযাপন ৪২
৪.৫.৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উদযাপন ৪৩
৪.৫.৪ ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন ৪৩

পঞ্চম অধ্যায়

এ্যাডভোকেসি, পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

৫.১ এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম: সেমিনার, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা ৪৪
৫.১.১ ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা শীর্ষক রংপুর বিভাগীয় সেমিনার ৪৪
৫.১.২ ফরিদপুর জেলায় “ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনার ৪৫
৫.১.৩ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অবৈধ মজুদ ও অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার ৪৫
৫.১.৪ রাজশাহী বিভাগে “ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনার ৪৫
৫.১.৫ ‘Need for An Effective Competition Regime in Bangladesh’ শীর্ষক সেমিনার ৪৬
৫.১.৬ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে গোপালগঞ্জ জেলায় সেমিনার ৪৭
৫.১.৭ রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির নেতৃবৃন্দের সাথে বাজার সম্পর্কিত মতবিনিময় সভা ৪৭
৫.১.৮ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা-তে মতবিনিময় সভা ৪৮
৫.১.৯ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর মধ্যে মতবিনিময় সভা ৪৯

৫.১.১০ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ক লার্নিং সেশন ৪৯
৫.১.১১ নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা ৫০
৫.১.১২ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে গোপালগঞ্জ জেলায় সেমিনার ৫০
৫.২ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আন্তর্জাতিক কার্যক্রম ৫১
৫.২.১ "UNCTAD Expert Meetings on Consumer Protection and Competition Law, 2022" সংক্রান্ত সভায় অংশগ্রহণ ৫১
৫.২.২ UNCTAD এর ২০তম IGE অধিবেশনে অংশগ্রহণ ৫১
৫.২.৩ UNCTAD এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সভা ৫২
৫.২.৪ কমনওয়েলথ প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের আলোচনা সভা ৫৩
৫.২.৫ "The Structure, Conduct, and Performance of Competition Agencies." বিষয়ক অনলাইন সমীক্ষায় অংশগ্রহণ ৫৩
৫.২.৬ UNCTAD এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের মধ্যে ভার্চুয়াল সভা ৫৩
৫.২.৭ UNCTAD কর্তৃক আয়োজিত "First Substantive meeting of Working Group on Cross-Border Cartels 2023" শীর্ষক ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ ৫৪
৫.২.৮ এডিবি-এডিবিআই ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অংশগ্রহণ ৫৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ

৬.১. নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে সম্ভাব্য কার্টেল প্রতিরোধের লক্ষ্যে আয়োজিত সভা ৫৫
৬.১.১ দেশের বাজারে অস্বাভাবিক হারে চালের মূল্য বৃদ্ধি ও সরবরাহে কারসাজি প্রতিরোধ বিষয়ক সভা ৫৫
৬.১.২ দেশের বাজারে মুরগি ও ডিমের মূল্য বৃদ্ধি বিষয়ে পোল্ট্রি শিল্পের অংশীজনদের সঙ্গে সভা ৫৬
৬.১.৩ শ্রীলঙ্কান প্রতিষ্ঠান সফটলজিক রিটেইলার কর্তৃক আগোরা সুপার শপ এর শতকরা ১০০ ভাগ মালিকানা অধিগ্রহণ (Acquisition) বিষয়ক সভা ৫৭
৬.১.৪ দেশের বাজারে চিনির মূল্য ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পর্যালোচনা সভা ৫৭
৬.১.৫ ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি এবং কয়লা আমদানিকারকগণের শুনানি ৫৮
৬.১.৬ সরকারি বিভাগের ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টিতে আয়োজিত সভা ৫৮
৬.১.৭ টিএবিএল এবং টিসিপি'র মার্জার এবং Acquisitions বিষয়ে সভা ৫৯
৬.১.৮ দেশীয় এয়ারলাইন্সের বিকাশে বাধাজনিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের শুনানি ৬০
৬.১.৯ কাগজের মূল্য বৃদ্ধি বিষয়ক মতবিনিময় সভা ৬০
৬.১.১০ মালয়েশিয়াতে জনবল প্রেরণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে শুনানি ৬১
৬.১.১১ লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড সংক্রান্ত আবেদনের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভা ৬১
৬.১.১২ চালের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির বিষয়ে মতবিনিময় সভা ৬২
৬.১.১৩ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন Establishment of 160 Upazila ICT Traning and Resource Centre for Education (UITRCE Phase-II) (Construction of Bangabandhu Sheikh Mujib Digital Sikkha Bhaban) শীর্ষক প্রকল্পে অনিয়ম বিষয়ক শুনানি ৬২
৬.১.১৪ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ বিভিন্ন কারাগারে অস্বাভাবিক কম মূল্যে মশুর ডাল সরবরাহ করা সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে শুনানি ৬৩
৬.২ ডাটাবেইজ তৈরি/প্রণয়ন ৬৩

সপ্তম অধ্যায়

আইন ও বাস্তবায়ন বিভাগের কার্যক্রম

৭.১ ২০২২-২৩ অর্থবছরে স্বপ্রণোদিত, দায়েরকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ ৭০
৭.১.১ স্বপ্রণোদিত মামলা ৭০
৭.১.২ অভিযোগের ভিত্তিতে দায়েরকৃত মামলা ৭০

৭.২ নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ৭০
৭.২.১ অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ও বর্তমান অবস্থা ৭১
৭.২.২ অনিষ্পন্ন এবং চলমান মামলাসমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্রসার ৭২
৭.২.৩ নিষ্পত্তিকৃত কতিপয় মামলার অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণী, প্রার্থিত প্রতিকার ও সিদ্ধান্ত ৮১
৭.৩ মহামান্য হাইকোর্টে চলমান রিট পিটিশন এবং কোম্পানি ম্যাটার সংক্রান্ত তথ্য ৮৯
৭.৪ বিধিমালা ও প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন ও উহা চূড়ান্তকরণ ৯৩
৭.৫ বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্র ৯৩
৭.৫.১ প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষেত্র ৯৪
৭.৫.২ কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানমালা ৯৪
৭.৫.৩ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক পরীক্ষাধীন বিধিমালা ও প্রবিধানমালা ৯৪
৭.৬ বিভিন্ন মামলায় প্রাপ্ত আদায়কৃত ফি সংক্রান্ত তথ্য ৯৪
৭.৬.১ বিভিন্ন আদেশ, তদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদির সার্টিফাইড কপি পক্ষ/ পক্ষবৃন্দ বরাবরে সরবরাহ করার লক্ষ্যে আদায়কৃত ফি ৯৪
৭.৭ কোর্ট ফি সংক্রান্ত তথ্য ৯৪

অষ্টম অধ্যায়

অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগ

৮.১ ভূমিকা ৯৫
৮.২ অনুসন্ধান কার্যক্রম ৯৫
৮.২.১ চলমান অনুসন্ধানের তালিকা ৯৫
৮.২.২ দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদনের তালিকা ৯৬
৮.৩ তদন্ত কার্যক্রম ৯৮
৮.৩.১ চলমান তদন্তের তালিকা ৯৯
৮.৩.২ দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের তালিকা ১০২

নবম অধ্যায়

কমিশনের অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

৯.১ কমিশনের অর্জন ১০৭
৯.২ চ্যালেঞ্জ ১০৭
৯.২.১ দেশব্যাপী জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতা সংস্কৃতি গড়ে তোলা ১০৭
৯.২.২ আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ১০৭
৯.২.৩ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি ১০৮
৯.২.৪ ফরেনসিক এনালাইসিস, কার্যকর অনুসন্ধান ও তদন্ত টুলস প্রণয়ন ১০৮
৯.৩ কমিশনের করণীয় ১০৮
৯.৩.১ আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন ১০৮
৯.৩.২ বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রণয়ন ১০৮
৯.৩.৩ জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণ ১০৮
৯.৩.৪ জনবলের উত্তম প্রশিক্ষণ ১০৮
৯.৩.৫ দেশব্যাপী এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম জোরদারকরণ ১০৮
৯.৩.৬ কমিশনের নিজস্ব হটলাইন চালু করা ১০৮
৯.৩.৭ তথ্য ভাণ্ডার স্থাপন ১০৯
৯.৩.৮ বাজার নির্ধারণ (Market Definition) সংক্রান্ত গাইডলাইন তৈরি ১০৯
৯.৩.৯ কর্তৃত্বময় অবস্থান ও মার্জার একুইজিশনের Threshold নির্ধারণ ১০৯
৯.৩.১০ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদন ১০৯
৯.৩.১১ সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের সাথে কার্যক্রম বৃদ্ধি ১০৯

হস্তান্তরপত্র

তারিখঃ ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
জনাব মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন
মহামান্য রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২-এর ৩৯ ধারায় অর্থবছর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবে মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। সে অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আপনার কাছে উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। উল্লিখিত আইনের বিধান অনুসারে প্রতিবেদনটি মহান জাতীয় সংসদে সদয় উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজ, সরকার প্রদত্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত তথ্য এবং কমিশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে কোনো বিভ্রান্তিমূলক কিংবা ভুল তথ্য সন্নিবেশিত হলে এবং পরবর্তীকালে সেটি উদঘাটিত হলে মহোদয়কে তা অবহিত করা হবে।

আমরা মহোদয়কে আশ্বস্ত করতে চাই যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত রাখবে।

গভীর শ্রদ্ধান্তে,

প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

সালমা আক্তার জাহান
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

মোঃ হাফিজুর রহমান
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

প্রথম অধ্যায়

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন)

১.১ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করে উক্ত পরিবেশ বজায় রাখাসহ প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড যেমন: যোগসাজশ, মনোপলি ও ওলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে ২০১২ সালে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ২৩ নং আইন) প্রণয়ন করা হয় এবং তা গত ২১-০৬-২০১২ তারিখে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এসআরও নং-৪০৮ আইন/২০১২ মূলে ১৭-১২-২০১২ তারিখে সরকার বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। উক্ত এসআরও গত ১৭-১২-২০১২ তারিখে সকলের অবগতির জন্য বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৫ নং ধারায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং ৭নং ধারায় কমিশন গঠন সম্পর্কে বিধান রাখা হয়েছে। উক্ত বিধান মোতাবেক ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রতিযোগিতা আইন বাংলাদেশে নতুন হলেও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এটি অত্যন্ত প্রাচীন একটি আইন। সারা বিশ্বে ১৪০ টিরও বেশি দেশে এ আইন কার্যকর রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছে। এ আইন প্রয়োগ/বাস্তবায়নের মাধ্যমে কী ধরণের অর্থনৈতিক সুফল পাওয়া গেছে এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশে গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। দেখা গেছে, প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কার্যক্রম নির্মূল করা গেলে উৎপাদনশীলতা দীর্ঘমেয়াদে ১০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। যে সকল দেশে প্রতিযোগিতা আইন কার্যকর নেই, তাদের তুলনায় যে সকল দেশে কার্যকর আছে, তাদের অভ্যন্তরীণ প্রবৃদ্ধি ২%-৩% বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। উল্লেখ্য, জাতীয় প্রতিযোগিতা নীতি বাস্তবায়নের ফলে অস্ট্রেলিয়ার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.২ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর সাংবিধানিক ভিত্তি

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর মূল ভিত্তি মূলতঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। সংবিধানে অনুসৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং মৌলিক অধিকার বিষয়ক অনুচ্ছেদসমূহে অনুপ্রাণিত হয়েই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। সংবিধানে সরাসরি প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত কোনো অনুচ্ছেদ না থাকলেও কয়েকটি অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক সাম্য, সম্পদের সুষম বণ্টন ও শোষণমুক্ত ন্যায়ানুগ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে। এ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ নিম্নরূপ:

অনুচ্ছেদ ১০: "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।"

অনুচ্ছেদ ১৯ (২): "মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"

অনুচ্ছেদ ৪২ (১): "আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের এ সকল নির্দেশনা প্রতিযোগিতা আইনের সাংবিধানিক ভিত্তি।

১.৩ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

(১) এ আইনের বিধানাবলী অন্যান্য আইনের কোনো বিধানের ব্যত্যয় না হয়ে তার অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে; তবে শর্ত থাকে যে, এ আইনের নির্দিষ্টকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং পূরণের ক্ষেত্রে আইনের বিধানাবলী আপাততঃ বলবৎ অন্যান্য আইনের বিধানাবলীর উপর প্রাধান্য পাবে;

(২) এ আইনের অধীন কমিশন একটি দেওয়ানী আদালত (Civil Court) বলে গণ্য হবে;

(৩) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে Code of Civil Procedure, 1908 (Act. V of 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে কমিশন বা ক্ষেত্রমত চেয়ারপার্সন বা কোনো সদস্যও সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে, যথাঃ

(ক) কোনো ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ জারী করা ও উপস্থিতি নিশ্চিত করা;

(খ) কোনো দলিল উদঘাটন ও উপস্থাপন করা;

(গ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;

(ঘ) কোনো অফিস হতে প্রয়োজনীয় কাগজাদি বা তার অনুলিপি তলব করা;

(ঙ) সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ এবং দলিল পরীক্ষার জন্য নোটিশ জারী করা;

(চ) এ উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোনো বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৪) চেয়ারপার্সন বা কমিশন হতে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রয়োগে কোনো ব্যক্তি বাধা প্রদান করলে বা প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করলে দণ্ডনীয় অপরাধ বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

(৫) কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জনসেবক (Public Servant) বলে গণ্য হবেন;

(৬) এ আইন, বা তদাধীন প্রণীত বিধিমালা ও প্রবিধানমালার অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কাজের ফলে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তজ্জন্য কমিশনের কোনো সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাবে না;

(৭) তদন্তাধীন বিষয়ে কমিশন প্রয়োজনে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিতে পারবে;

(৮) জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত নয় এমন পণ্য এবং সেবা এ আইনের আওতা বহির্ভূত থাকবে;

(৯) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কমিশনের পাওনা সরকারি দাবী হিসেবে Public Demands Recovery Act, 1913 এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হবে;

(১০) এ আইনের অধীনে বাস্তবায়িত কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হবে। পরবর্তীতে বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের সানুগ্রহ নির্দেশনা প্রদান করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কমিশন সংক্রান্ত

২.১ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৫ ও ৬ ধারায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। ধারা ৫ অনুযায়ী কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা; ধারা ৬ অনুযায়ী কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। কমিশন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ৫ ও ৬ ধারা নিম্নরূপ:

ধারা-৫ (১) এই আইন প্রবর্তনের পর, যত শীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার পক্ষে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) কমিশনের একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে, যাহা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকৃতির এবং বিবরণ সম্বলিত হইবে; উহা চেয়ারপার্সনের হেফাজতে থাকিবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে।

ধারা-৬ কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কমিশন প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে। সরকার ১৭-১২-২০১২ সালে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে।

২.২ কমিশনের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য (Vision & Mission)

২.২.১ **রূপকল্প (Vision):** একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাজার সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতনকরণ, সম্পৃক্তকরণ ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলা।

২.২.২ **অভিলক্ষ্য (Mission):**

১। ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি, ওলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করা;

২। উচ্চতর জ্ঞানভিত্তিক গবেষণাধর্মী এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর কমিশন গড়ে তোলা।

২.৩ কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৮ ধারায় কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

২.৩.১ বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী অনুশীলনসমূহকে নির্মূল করা, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা ও বজায় রাখা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা।

২.৩.২ কোন অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা স্ব-প্রণোদিতভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিযোগিতা বিরোধী সকল চুক্তি, কর্তৃত্বময় অবস্থান এবং অনুশীলনের তদন্ত করা।

২.৩.৩ প্রতিযোগিতা আইনে উল্লিখিত অপরাধের তদন্ত পরিচালনা এবং উহার ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করা।

২.৩.৪ জোটবদ্ধতা এবং জোটবদ্ধতা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, জোটবদ্ধতার জন্য তদন্ত সম্পাদনসহ জোটবদ্ধতার শর্তাদি এবং জোটবদ্ধতা অনুমোদন বা নামঞ্জুর সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ করা।

২.৩.৫ প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিধিমালা, নীতিমালা, দিকনির্দেশনামূলক পরিপত্র বা প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা।

২.৩.৬ প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন এবং প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত মানদণ্ড নির্ধারণ করা।

২.৩.৭ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনার মাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা।

২.৩.৮ প্রতিযোগিতা বিরোধী কোন চুক্তি বা কর্মকাণ্ড বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করা এবং উহাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা।

২.৩.৯ সরকার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত যে কোন বিষয় প্রতিপালন, অনুসরণ বা বিবেচনা করা।

২.৩.১০ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে অন্য কোন আইনের অধীন গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা।

২.৩.১১ এই ধারার অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য বা ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিদেশী কোন সংস্থার সহিত কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর ও সম্পাদন করা;

২.৩.১২ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ফিস, চার্জ বা অন্য কোন খরচ ধার্য করা; এবং

২.৩.১৩ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন কার্য করা।

২.৩.১৪ কমিশন কর্তৃক স্ব-প্রণোদিত হয়ে বা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে এ আইনের অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

২.৪ কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও সচিব নিয়োগ

প্রতিযোগিতা আইনের ৭ ধারায় কমিশন গঠন, সদস্যদের যোগ্যতা, মেয়াদ প্রভৃতি বিষয়ে বলা হয়েছে। কমিশন একজন চেয়ারপার্সন এবং অনধিক ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে। অর্থনীতি, প্রশাসন বা আইন বিষয়ে ১৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে ৩ বছরের জন্য নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন। আইনের ধারা-৭ অনুযায়ী কমিশন গঠন নিম্নরূপঃ

ধারা-৭ (১) কমিশন এক (১) জন চেয়ারপার্সন এবং অনধিক চার (৪) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণ, উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) অর্থনীতি, বাজার সম্পর্কিত বিষয় বা জনপ্রশাসন বা অনুরূপ যে কোন বিষয় বা আইন পেশায় কিংবা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আইন বিষয়ক কর্মকাণ্ড অথবা সরকারের বিবেচনায় কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোন বিষয়ে ১৫ (পনের) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারপার্সন বা সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, একই বিষয়ে অভিজ্ঞ একাধিক ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৪) চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণ কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য হইবেন এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কমিশন সরকারের নিকট দায়ী থাকিবে।

(৫) চেয়ারপার্সন কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৬) চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণ তাহাদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন এবং অনুরূপ একটি মাত্র মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির বয়স ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না বা চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে বহাল থাকিবেন না।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন তাহাদের চাকুরীর নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য যে কোন সময় সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র যোগে অন্যূন ৩ (তিন) মাসের অগ্রিম নোটিশ প্রদান করিয়া স্ব স্ব পদত্যাগ করিতে পারিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক পদত্যাগ গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারপার্সন বা ক্ষেত্রমত, সদস্য স্ব স্ব কার্য চালাইয়া যাইবেন।

(৮) চেয়ারপার্সনের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারপার্সন তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারপার্সন তাঁহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারপার্সন পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতম সদস্য চেয়ারপার্সন পদের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৯) চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য মৃত্যুবরণ বা উপ-ধারা (৭) এর বিধান অনুসারে স্বীয় পদত্যাগ করিলে বা অপসারিত হইলে, সরকার উক্ত পদ শূন্য হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে শূন্য পদে নিয়োগদান করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়
আইনের প্রভাব

৩.১ প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির সুফল

বিভিন্ন আইন দ্বারা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ করা হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ কিংবা অবৈধ উদ্দেশ্যে জোটবদ্ধতা ইত্যাদি বিষয় কোনো আইনের আওতাভুক্ত ছিল না। ফলে, বিভিন্ন পণ্য ও সেবার বাজারে অসাধু ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সুযোগ ছিল। প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার এ সকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছে। এ বিবেচনায় সরকার কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়ন ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উক্ত আইনের ৮ ধারায় প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত হবে। ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনীতিতে নিম্নবর্ণিত ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে মর্মে কমিশন প্রত্যাশা করে।

৩.১.১ **অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ:** বাজারে অসাধু ব্যবসায়ীগণ ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ করে ইচ্ছামত বিভিন্ন পণ্য ও সেবার মূল্য নির্ধারণ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে, ভোক্তা প্রতারিত হয় এবং বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা হ্রাস পায়। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়িত হলে অসাধু ব্যবসায়ীগণ ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ করে ভোক্তা-পরিপন্থি মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে না।

৩.১.২ **নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি:** প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ/নির্মূলের ফলে বাজারে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং নতুন নতুন উদ্যোক্তা বাজারে প্রবেশ করবে।

৩.১.৩ **বিনিয়োগ বৃদ্ধি:** পৃথিবীর প্রায় ১৪০ টিরও বেশি দেশে প্রতিযোগিতা আইন রয়েছে। প্রতিযোগিতা আইন সকল সময়ে বিনিয়োগের নিশ্চয়তা প্রদান করে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারিগণ তাঁদের বিনিয়োগের স্বার্থে আইনের রক্ষাকবচগুলো যাচাই করে দেখেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা আইনের প্রয়োগ অর্থাৎ আইনগত সুরক্ষার প্রেক্ষিতে দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ নিরাপত্তার সাথে বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহী হবেন।

৩.১.৪ **দারিদ্র নিরসন:** বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় রেখে ব্যবসার উন্নয়ন, দেশী/বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

৩.১.৫ **পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা:** বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিক্রয় নিশ্চিত হয়, বাজারে পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং পণ্য মূল্য স্থিতিশীল থাকে।

৩.১.৬ **ভোক্তার জীবনমান উন্নয়ন:** বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় থাকলে ভোক্তা স্বল্প মূল্যে ভাল মানের পণ্য ও সেবা ক্রয়ের সুযোগ পায়। এর ফলে ভোক্তার আর্থিক সাশ্রয় হয় এবং উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় বা বিনিয়োগের মাধ্যমে ভোক্তার জীবনমানের উন্নয়ন হয়।

৩.১.৭ **উদ্ভাবন:** বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের কারণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ টিকে থাকার স্বার্থে নতুন নতুন উদ্ভাবনের প্রতি অধিক মনোযোগী হবে। ফলে পণ্য ও সেবায় নতুনত্ব আসবে এবং গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

৩.১.৮ **এসডিজি ২০৩০ ও রূপকল্প ২০৪১ অর্জন:** বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। সরকারের রূপকল্প ২০৪১ ও এসডিজি ২০৩০ এর অভিষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। সরকারের রূপকল্প ২০৪১ হলো ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে রূপান্তর করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা। এ লক্ষ্য অর্জনে চারটি

বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে: জিডিপিসহ মাথাপিছু জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, উচ্চতর আয়ের সুফল সর্বজনীন করা, টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এ চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটিতেই প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।

৩.১.৯ **স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন:** স্মার্ট বাংলাদেশ হলো বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিশ্রুতি ও স্লোগান যা ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের পরিকল্পনা। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' একটি ধারণা যা দেশের আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নে প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন ব্যবহার করার ধারণাকে বোঝায়। জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিকে রূপান্তরের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করা সরকারের লক্ষ্য। এর মধ্যে অবকাঠামো, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করার উদ্যোগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রচার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এটি সরকারের দক্ষতা এবং কার্যকারিতা উন্নত করতে এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের সাথে জড়িত হতে পারে। বাংলাদেশকে আরও প্রতিযোগিতামূলক ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে তোলাই এসব প্রচেষ্টার লক্ষ্য। মূল উদ্দেশ্য হল এর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। দেশকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার চারটি ভিত্তি নির্ধারণ করেছে- স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সোসাইটি। এটি বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জিডিপি অবদান বাড়ানোর জন্য এন্টারপ্রাইজ-ভিত্তিক ব্যবসাগুলিকে বিনিয়োগ-বান্ধব স্টার্টআপ হিসাবে প্রস্তুত করা। স্মার্ট বাংলাদেশে সবকিছুই নির্ভর করবে প্রযুক্তির ওপর। প্রযুক্তি ব্যবহারে নাগরিকরা দক্ষ হবে। সমগ্র অর্থনীতি প্রযুক্তি দ্বারা পরিচালিত হবে। এ ব্যাপারে সরকার ও সমাজকে স্মার্ট করার ব্যাপক প্রচেষ্টা ইতোমধ্যেই হাতে নেওয়া হয়েছে। বাজার প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাণিজ্য ও অর্থনীতি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

৩.১.১০ **৪র্থ শিল্প বিপ্লব বাস্তবায়ন:** ৪র্থ শিল্প বিপ্লব হচ্ছে আধুনিক ও স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থা এবং শিল্প ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয়করণ যা একটি চলমান প্রক্রিয়া। মূলতঃ ডিজিটাল বিপ্লবকে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতির সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি হয়েছে শিল্প বিপ্লবের ফলে। বর্তমান গ্লোবাল ইকোনমিও কার্যত শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। ইন্টারনেটের আবির্ভাবে ৩য় শিল্প বিপ্লবের সময় তথ্য প্রযুক্তি সহজ হয়ে উঠলে বিশ্বের গতি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। যাত্রা শুরু হয় ভার্চুয়াল জগতের। ব্যবসা-বাণিজ্যে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অব থিংস বা যন্ত্রের ইন্টারনেট ইত্যাদির ব্যবহার করে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব বাস্তবায়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অসম প্রতিযোগিতা হ্রাস করে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রয়োজন। প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে সাধারণ মানুষের পণ্য ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং পণ্যে সর্বোচ্চ উপযোগ পাওয়ার পাশাপাশি উৎপাদনে উদ্ভাবন (Innovation) আনয়নের জন্য বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা অপরিহার্য। প্রতিযোগিতা কমিশনের লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনীতিতে টেকসই প্রতিযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে বাজারে সমতা আনয়ন, ভোক্তাদের স্বার্থরক্ষা এবং বাজারে উত্তম চর্চা নিশ্চিতকরণ। অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ রোধ, দারিদ্র নিরসন, এসডিজি-২০৩০ ও রূপকল্প ২০৪১ অর্জন, স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনসহ ৪র্থ শিল্প বিপ্লব বাস্তবায়নে ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিযোগিতা আইনের ভূমিকা ও প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায়
বিভাগ ভিত্তিক কার্যক্রম

কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং ইহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে কমিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় ৫ টি বিভাগ কাজ করছে-

(১) প্রশাসন বিভাগ;

(২) এ্যাডভোকেসি, পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ;

(৩) অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগ;

(৪) ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ এবং

(৫) আইন ও বাস্তবায়ন বিভাগ।

প্রশাসন বিভাগ

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো প্রশাসন বিভাগ। এ বিভাগ মূলত কমিশনের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এবং কমিশনের আর্থিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। এ বিভাগ কমিশনের জনবল নিয়োগ, বার্ষিক আর্থিক বিবরণী তৈরি এবং কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল, কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী ক্রয়পরিকল্পনা প্রস্তুত করে বিভিন্ন পণ্য, কর্ম ও সেবা ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর এবং কমিশনের নির্দেশনায় অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

৪.১ প্রশাসনিক কার্যক্রম

৪.১.১ কমিশনের সভা

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ১১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রতি ৪ মাসে কমিশনের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে কমিশন বিশেষ প্রয়োজনে যে কোন সময় জরুরি সভা আহবান করতে পারবে। উক্ত ধারা মোতাবেক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের ০৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাসমূহে কমিশনের প্রবিধানমালা প্রণয়ন, বিভিন্ন অভিযোগ উপস্থাপন, কমিশনের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট প্রক্ষেপণ অনুমোদন, বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি বিষয়ক আলোচনা এবং শূন্য পদপূরণসহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কমিশন সভার সকল কার্যবিবরণী বাঁধাই করে কমিশনের লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৪.১.২ মাসিক সমন্বয় সভা

কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম ও বিভাগভিত্তিক কার্যাবলি যথাযথভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট থেকে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের চেয়ারপার্সনের সভাপতিত্বে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাসমূহে কমিশনের তথ্যের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা, কমিশনের ওয়েবসাইট হালনাগাদ কার্যক্রম, ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট ব্যয় পর্যালোচনা, শূন্যপদে জনবল নিয়োগ বিষয়ক আলোচনা, প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক কার্যক্রম, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং প্রতিযোগিতা কমিশনকে শক্তিশালীকরণ বিষয়ক প্রস্তাবিত প্রকল্প বিষয়ক আলোচনাসহ প্রভৃতি বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনে মোট ১০টি মাসিক সমন্বয় সভা করা হয়েছে। এ সকল সভার কার্যবিবরণী বাঁধাই করে কমিশনের লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৪.১.৩ বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো

যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো ১৩-০৩-২০১৮ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত সরকারি আদেশ বলে অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য, জনবল নিয়োগের জন্য লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে ৯ম-১০ম গ্রেডে ০৮-০৮-২০২১ তারিখে ০৮ জন, ২০-০৬-২০২২ তারিখে ০১ জন ও ২০-০৭-২০২২ তারিখে ০২ জন প্রার্থী বিভিন্ন পদে যোগদান করেছেন। ৯ম গ্রেডে সহকারী পরিচালক পদে যোগদানকৃত ০১ জন কর্মকর্তা ও সহকারী পরিচালক (গবেষণা) পদে যোগদানকৃত ০১ জন কর্মকর্তা ইতোমধ্যে কমিশনের চাকরি হতে অব্যাহতি নিয়েছেন। এছাড়া ০১-০৩-২০২১ তারিখে সরাসরি

নিয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে কমিশনে ১৩-১৬ গ্রেডের ১৫ জন কর্মচারী যোগদান করেন। তন্মধ্যে ব্যক্তিগত সহকারী পদে ০৩ জন ও অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ০১ জন কর্মচারী কমিশনের চাকরি হতে অব্যাহতি নিয়েছেন। কমিশনে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণযোগ্য ২৪টি পদ রয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে নির্বাচিত মেসার্স বিনিময় সিকিউরিটি সার্ভিসেস লিমিটেড এর সাথে জনবল সরবরাহের জন্য ০১-০৭-২০২২ হতে ৩০-০৬-২০২৩ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর মেয়াদে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়। বর্তমানে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ২২ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে ও ০২টি পদ শূন্য আছে। কমিশনে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ:

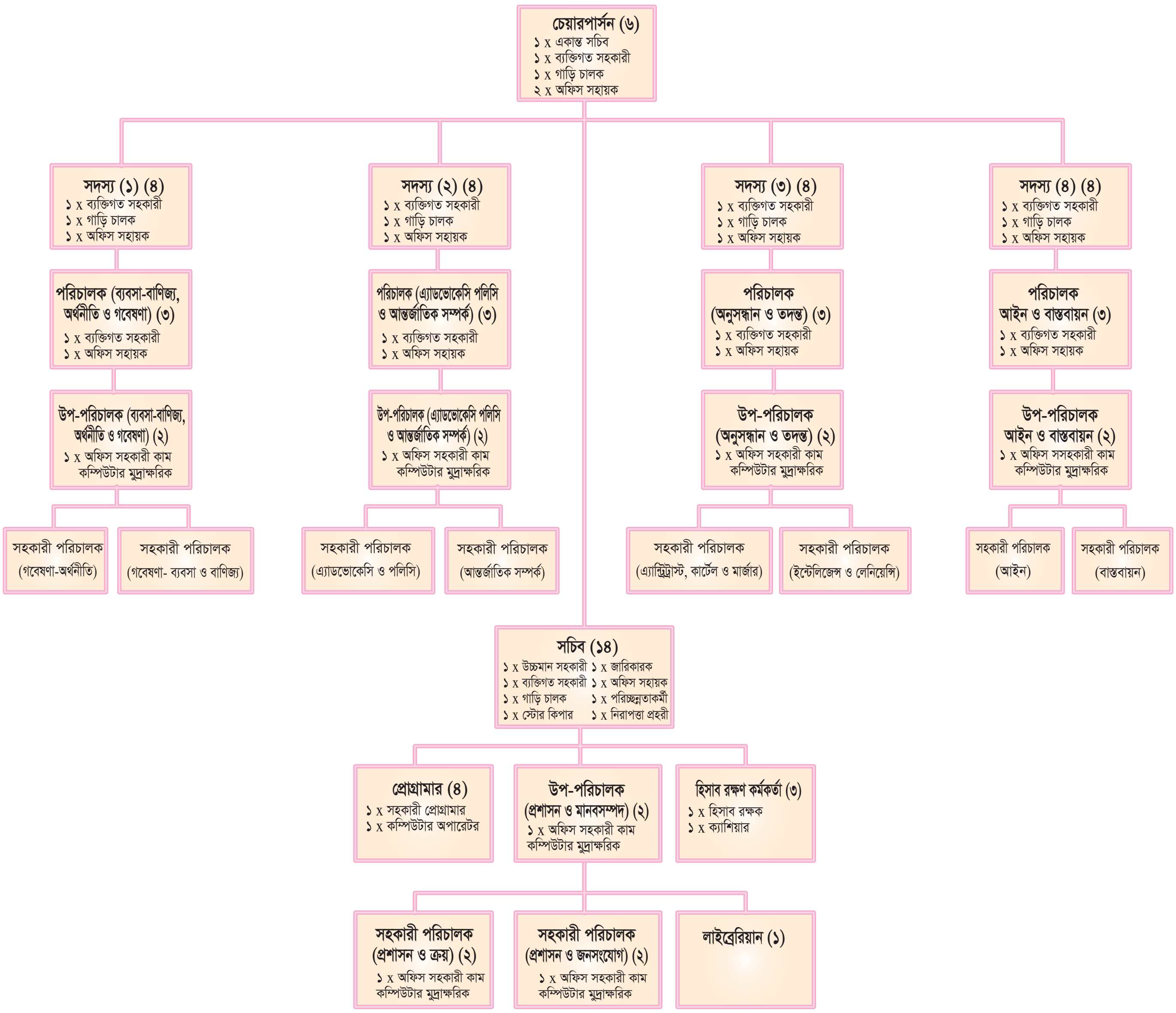

৪.১.৪ মঞ্জুরিকৃত ও বর্তমানে কর্মরত পদসংখ্যা

ছক

ক্রমিক	পদের নাম	গ্রেড/শ্রেণি				মঞ্জুরকৃত	কর্মরত	শূন্য
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	চেয়ারপার্সন	১				১	১	-
২	সদস্য	৪				৪	৩	১
৩	সচিব	১				১	-	-
৪	পরিচালক	৪				৪	-	৪
৫	উপ-পরিচালক	৫				৫	০৫ টি শূন্য পদের বিপরীতে ০১ জন উপসচিব ও ০৪ জন সিনিয়র সহকারী সচিব পেষণ আদেশমূলে কর্মরত আছেন।	৫
৬	প্রোগ্রামার	১				১	-	১
৭	চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব	১				১	-	১
৮	সহকারী পরিচালক	৮				৮	৫	৩
৯	সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	২				২	২	-
১০	সহকারী প্রোগ্রামার	১				১	১	-
১১	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১				১	২ অতিরিক্ত ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সংযুক্তি আদেশমূলে কর্মরত আছেন।	-
১২	লাইব্রেরিয়ান		১			১	১	-
১৩	কম্পিউটার অপারেটর			২		২	২	-
১৪	উচ্চমান সহকারী			২		২	-	২
১৫	ব্যক্তিগত সহকারী			১০		১০	৩	৭
১৬	স্টোর কিপার			১		১	১	-
১৭	হিসাবরক্ষক			১		১	১	-
১৮	ক্যাশিয়ার			১		১	১	-
১৯	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক			৭		৭	৩	৪
২০	গাড়িচালক			৮		৮	৬	২
২১	জারিকারক				১	১	১	-
২২	অফিস সহায়ক				১১	১১	১১	-
২৩	পরিচ্ছন্নতাকর্মী				২	২	২	-
২৪	নিরাপত্তা প্রহরী				২	২	২	-
	মোট:	**২৯**	**১**	**৩২**	**১৬**	**৭৮**	**৪৬**	**৩২**

৪.১.৫ প্রেষণে/সংযুক্তিতে কর্মরত কর্মকর্তা

কমিশনের সুষ্ঠু কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারের ০৫ জন কর্মকর্তা প্রেষণে কর্মরত আছেন। এছাড়া বাংলাদেশ কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়ের ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সংযুক্তিতে কর্মরত আছেন। কমিশনে বর্তমানে মোট ০৬ জন কর্মকর্তা প্রেষণে/সংযুক্তিতে কাজ করছেন। কমিশনে প্রেষণে ও সংযুক্তিতে কর্মরত জনবল বিবরণী নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক্রমিক	পদবি	নিয়োগ/পদায়ন	সংখ্যা
১	উপপরিচালক (উপসচিব)	প্রেষণে	১
২	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	প্রেষণে	৪
৩	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	সংযুক্তিতে	১

৪.১.৬ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম	তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১	কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা iBAS++ এর মাধ্যমে প্রদানের বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১১-০৮-২০২২	১৬ জন
০২	এসডিজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩-০১-২০২৩	৩১ জন
০৩	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালনায় অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২১-১২-২০২২	৫১ জন
০৪	৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০-০১-২০২৩	৩৯ জন
০৫	২০২২-২৩ অর্থবছরে পণ্য ও সেবার ডাটাবেজ প্রণয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	০২-০১-২০২৩	২৩ জন
০৬	পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১৫-০১-২০২৩	৩৪ জন
০৭	সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৩১-০১-২০২৩	২৪ জন
০৮	ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	০১-০২-২০২৩	২৪ জন
০৯	সরঞ্জামাদি ব্যবহারে নৈতিকতা ও সময়ানুবর্তিতা বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১২-০২-২০২৩	২৫ জন
১০	‘কম্পিউটারের প্রাথমিক জ্ঞান বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১৪-০২-২০২৩	২৬ জন
১১	টেলিফোন নীতিমালা বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	০৮-০২-২০২৩	২৬ জন
১২	পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	০৬-০২-২০২৩	২৬ জন
১৩	অনুসন্ধান ও তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৯-০২-২০২৩	৩০ জন
১৪	অনুসন্ধান ও তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০-০২-২০২৩	২৯ জন
১৫	পত্রজারী, পত্র গ্রহণ, নথি প্রেরণ ও নথি চলাচল সম্পর্কে দায়িত বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২৬-০২-২০২৩	২৭ জন
১৬	আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২২-০২-২০২৩	২৭ জন
১৭	ডাক উপস্থাপন, পেন্ডিং লিস্ট ব্যবস্থাপনা, যাতায়াত ভাতা, গাড়ি চালকের লগবই পূরণ ও অধিকরণ ভাতা প্রদান বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২৩-০২-২০২৩	২৬ জন
১৮	‘সভা সেমিনার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা, অতিথি আপ্যায়ন বিষয়ক দায়িত্ব’ বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	০৭-০৩-২০২৩	২২ জন
১৯	‘জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি)-২০২২’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৯-০৩-২০২৩	৫১ জন

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম	তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
২০	'বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি নির্দেশিকা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০-০৩-২০২৩	৫২ জন
২১	'গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৩১-০৫-২০২৩	২৬ জন
২২	১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৫ (অধ্যায়-১ - ৫) ৩. তথ্য অধিকার আইন-২০১৯	০৫-০৬-২০২৩	২৬ জন
২৩	১. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৫ (অধ্যায়-৬ - ১০) ২. অনুসন্ধান প্রতিবেদন লিখন ৩. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৫ (অধ্যায়-১১ - ১৫)	০৭-০৬-২০২৩	২৭ জন
২৪	১. বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০১৯ ২. সরকারি কর্মচারী আইন, ২০১৮ (অধ্যায়-১-৪) ৩. সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯	১১-০৬-২০২৩	২৬ জন
২৫	১. ডেল্টা প্লান-২১০০ ২. তদন্ত প্রতিবেদন লিখন (প্রথম অংশ) ৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (অধ্যায় ১-২)	১২-০৬-২০২৩	২৭ জন
২৬	১. এসডিজি'র স্থানীয়করণ ২. এলডিসি থেকে উত্তরণ পূর্ববর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রতিযোগিতা কমিশনের করণীয় ৩. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১	১৩-০৬-২০২৩	২৭ জন
২৭	১. সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯ ২. সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ (অধ্যায় ১-৪) ৩. সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮	১৪-০৬-২০২৩	২৭ জন
২৮	১. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (অধ্যায় ৩) ২. তদন্ত প্রতিবেদন লিখন (শেষ অংশ) ৩. সরকারি কর্মচারী আইন, ২০১৮ (অধ্যায় ৫-৯)	১৯-০৬-২০২৩	২৫ জন
২৯	১. সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪(অধ্যায় ৫-৮) ২. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (অধ্যায় ৪) ৩. সরকারি কর্মচারী আইন, ২০১৮ (অধ্যায় ১০-১৩)	২১-০৬-২০২৩	২৫ জন

উপরে বর্ণিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণগুলির বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো:

৪.১.৬.১ অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, অগ্নিকাণ্ড সফলভাবে নির্বাপণ, দুর্ঘটনাকালে উদ্ধার তৎপরতা, ইভাকুয়েশন, ফায়ার এক্সটিংগুইসার কার্যকরভাবে ব্যবহারকরণ ইত্যাদি বিষয়ে ২১-১২-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভা কক্ষে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় প্রকার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের স্টেশন অফিসার জনাব ফয়েজ আহম্মেদ এবং মোঃ জাকারিয়া খান। উক্ত প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন, ০৩ জন সদস্যসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে কমিশন অফিসে স্থাপিত ২০ টি ফায়ার এক্সটিংগুইসারের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষান্তে এগুলো সঠিক পাওয়া যায়। প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে অগ্নিকাণ্ড নির্বাপণকালে ফায়ার এক্সটিংগুইসারের সঠিক ব্যবহার বিষয়ে হাতে কলমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে শিখিয়ে দেয়া হয়।

চিত্র: অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ

৪.১.৬.২ এসডিজি বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

০৩-০১-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সমন্বয়ে এসডিজি বিষয়ক এক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে কমিশনের চেয়ারপার্সন রিসোর্সপার্সন হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এসডিজির পূর্ণ মিনিং, এসডিজির ফাইভ পি, এসডিজি'র ম্যাপিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দকে হাতে কলমে শিখিয়ে দেয়া হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এসডিজি'র 2.c,8.2,8.a,10.a,10.10,17.11 ও 17.12 নং বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এছাড়া 8.1.1 I 8.8.2 নং টার্গেটে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এসোসিয়েট মিনিস্ট্রি হিসেবে রয়েছে। প্রশিক্ষণ ক্লাসে প্রসঙ্গক্রমে অষ্টম- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে সকল অংশে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাস রয়েছে সেগুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণটিতে মোট **৩১** জন কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: এসডিজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের উপস্থিতি

৪.১.৬.৩ বাজার সমীক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কোর্স

০২-০১-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে বাজার সমীক্ষা কার্যক্রমের ওপর ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং সদস্যবৃন্দ রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে **২৩** জন কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে বাজার সমীক্ষার কৌশল পদ্ধতি, ডাটা সংগ্রহ, ডাটা বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বক্তব্য প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ রাইচ রিসার্স ইনস্টিটিউট (BRRI) কর্তৃক ধান-চাল বিষয়ের ওপর সম্পন্নকৃত গবেষণা প্রতিবেদনের সারাংশ উপস্থাপন করা হয়।

চিত্র: বাজার সমীক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের উপস্থিতি

৪.১.৬.৪ ৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ে সেমিনার

৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ে ১০-০১-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে অর্ধ দিবসব্যাপী এক সেমিনার আয়োজন করা হয়। কমিশনের সভাকক্ষে আয়োজিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, পিএএ (সাবেক গ্রেড-১ কর্মকর্তা) টিম লিডার, গভর্নমেন্ট এমপ্লোয়িস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (জিইএমএস), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

চিত্র: ৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ে প্রতিযোগিতা কমিশনে প্রশিক্ষণ কোর্সের উপস্থিতি

৪.১.৬.৫ পিপিএ, ২০০৬ এবং পিপিআর, ২০০৮ বিষয়ের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

১৫-০১-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এর ওপর অর্ধ দিবসব্যাপী এক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, সকল সদস্য এবং সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে জনাব মোঃ আজিজ তাহের খান, সদস্য (অর্থ), বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ রিসোর্সপার্সন হিসেবে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট, ২০০৬ এর পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০০৮ এর ওপর বিশদ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান, টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রিপারেশন, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, দর প্রাক্কলন কমিটি, টেন্ডার ওপেনিং কমিটি, টেন্ডার ইভাল্যুয়েশন কমিটি, টেন্ডার ইভাল্যুয়েশন সাব কমিটি, সরকারি ক্রয়ের প্রকারভেদ, সরকারি ক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি, পারফরম্যান্স সিকিউরিটি, নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে আইন ও বিধির আলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

চিত্র: পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ বিষয়ের ওপর ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্সের উপস্থিতি

৪.১.৬.৬ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

৩১-০১-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ওপর অর্ধ দিবসব্যাপী এক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রতিযোগিতা কমিশনের সচিব (উপসচিব) জনাব মোঃ আবু মাসুদ এবং সকল পর্যায়ের আউটসোর্সিং কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে জনাব মোঃ আবু মাসুদ প্রশিক্ষক হিসেবে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ওপর বিশদ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সরকারি চাকুরিতে বিদ্যমান আইন-কানুন, নিয়ম-শৃঙ্খলা, দায়িত্ব ও কর্তব্য, ছুটি সংক্রান্ত বিধি, সুন্দর ব্যবহার ও আচার-আচরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

চিত্র: সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্সের উপস্থিতি

৪.১.৬.৭ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

০৬-০২-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে সরকারি কর্মচারীর 'পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা' বিষয়ে এক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রতিযোগিতা কমিশনের সকল পর্যায়ের আউটসোর্সিং কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে উপপরিচালক (উপসচিব) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক রিসোর্সপার্সন হিসেবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা এর উপর বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন।

৪.১.৬.৮ টেলিফোন নীতিমালা বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

০৮-০২-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে সরকারি কর্মচারীর টেলিফোন নীতিমালা বিষয়ে এক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রতিযোগিতা কমিশনের সকল পর্যায়ের আউটসোর্সিং কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে পরিচালক (উপসচিব) জনাব মোহাম্মদ সাজেদুল ইসলাম রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত থেকে সরকারি টেলিফোন, সেলুলার, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট নীতিমালা, ২০১৮ বিষয়ের উপর বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত শিক্ষা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

চিত্র: সরকারি কর্মচারীর টেলিফোন নীতিমালা বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্সের উপস্থিতি

৪.১.৬.৯ সরঞ্জামাদি ব্যবহারে নৈতিকতা ও সময়ানুবর্তিতা বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

১২-০২-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে কর্মচারীদের **'সরঞ্জামাদি ব্যবহারে নৈতিকতা ও সময়ানুবর্তিতা'** বিষয়ে এক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রতিযোগিতা কমিশনের সকল পর্যায়ের আউটসোর্সিং কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে উপপরিচালক জনাব মোঃ মাহবুব আলম রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত থেকে সরকারি সরঞ্জামাদি ব্যবহারে নৈতিকতা, সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং সময়ানুবর্তিতা বিষয়ের উপর বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত শিক্ষা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

চিত্র: কমিশনের কর্মচারীদের 'সরঞ্জামাদি ব্যবহারে নৈতিকতা ও সময়ানুবর্তিতা' বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্সের উপস্থিতি

৪.১.৬.১০ কম্পিউটারের প্রাথমিক জ্ঞান বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

১৪-০২-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে আউটসোর্সিং কর্মচারীদের 'কম্পিউটারের প্রাথমিক জ্ঞান' এর ওপর অর্ধ-দিবসব্যাপী এক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রতিযোগিতা কমিশনের সকল পর্যায়ের আউটসোর্সিং কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে উপপরিচালক জনাব র.হ.ম. আলাওল কবির রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত থেকে কম্পিউটারের প্রাথমিক জ্ঞান, হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার ইন্সটলেশন, ইনপুট-আউটপুট ডিভাইস, এদের কার্যাবলী এবং ট্রাবলশুটিংসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করেন।

চিত্র: কম্পিউটারের প্রাথমিক জ্ঞান বিষয়ে প্রতিযোগিতা কমিশনে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্সের উপস্থিতি

৪.১.৬.১১ e-GP Organization Admin বিষয়ে প্রশিক্ষণ

০৮-০২-২০২৩ তারিখে বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ (আইএমইডি) এর আওতাধীন সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) e-GP Organization Admin বিষয়ে ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। প্রশিক্ষণে কমিশনের সহকারী পরিচালক জনাব নাঈমুর রহমান, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম এবং সহকারী প্রোগ্রামার মোঃ আরিফুর রহমান অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের রিসোর্সপার্সন প্রশিক্ষণার্থীদের e-GP system এর আওতায় নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের ইউজার আইডি তৈরি পদ্ধতি ও e-GP System এর মাধ্যমে Procurement পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রতিযোগিতা কমিশনের ০৩ জন কর্মকর্তা সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র গ্রহণ করেন।

৪.১.৬.১২ 'তদন্ত ও অনুসন্ধান' বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (১ম পর্ব)

১৯-০২-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে 'তদন্ত ও অনুসন্ধান' বিষয়ের ওপর অর্ধ দিবসব্যাপী এক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে জনাব নাসরিন বেগম, সদস্য (আইন ও বাস্তবায়ন বিভাগ), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এবং জনাব মোঃ আক্তার হোসেন, মহাপরিচালক (প্রতিরোধ), দুর্নীতি দমন কমিশন রিসোর্সপার্সন হিসেবে 'তদন্ত ও অনুসন্ধান' বিষয়ের ওপর বিশদ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিধিবিধান, অনুসন্ধান কার্যক্রম সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা, চেকলিস্ট, তথ্য সংগ্রহ/অধিযাচন, জবানবন্দি গ্রহণ, ঘটনাস্থল পরিদর্শন, বিশারদ/এক্সপার্ট মতামত গ্রহণ, অনুসন্ধান প্রতিবেদন তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে আইন ও বিধির আলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

চিত্র: 'তদন্ত ও অনুসন্ধান' বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্সের উপস্থিতি

৪.১.৬.১৩ 'তদন্ত ও অনুসন্ধান' বিষয়ক অভ্যান্তরীণ প্রশিক্ষণ (২য় পর্ব)

২০-০২-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে 'তদন্ত ও অনুসন্ধান' বিষয়ের ওপর অর্ধ দিবসব্যাপী এক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে জনাব নাসরিন বেগম, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এবং জনাব আব্দুল্লাহ-আল-জাহিদ, পরিচালক (গোয়েন্দা ইউনিট), দুর্নীতি দমন কমিশন রিসোর্সপার্সন হিসেবে 'তদন্ত ও অনুসন্ধান' বিষয়ের ওপর বিশদ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এজহার/অভিযোগ পর্যালোচনা, সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র সংগ্রহ/জব্দ/জিম্মা, ক্রোক/অবরুদ্ধ/বাজেয়াপ্ত, জবানবন্দি গ্রহণ প্রক্রিয়া, কেস ডায়েরি, ঘটনাস্থল পরিদর্শন, প্রতিবেদন তৈরি, শুনানি পদ্ধতি, কমিশন কর্তৃক রায়/সিদ্ধান্ত প্রদান, আপিল পদ্ধতি, রায়/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে আইন ও বিধির আলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

চিত্র : তদন্ত ও অনুসন্ধান বিষয়ক অভ্যান্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্সের উপস্থিতি।

৪.১.৬.১৪ আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

২২-০২-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে আউটসোর্সিং কর্মচারীদের 'আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা' এর ওপর অর্ধ-দিবসব্যাপী এক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে কমিশনের উপপরিচালক (উপসচিব) জনাব এস. এম. তারিকুজ্জামান রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত থেকে আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনায় ওয়েব পোর্টাল, ই-নথি, শুদ্ধাচার কৌশল, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও ইমেইলের বিষয়ে আলোকপাত করে প্রত্যেক কর্মচারীকে স্ব-স্ব দায়িত্বে ফলপ্রসূভাবে কাজ করার প্রতি মনোযোগী হওয়ার আহবান জানান।

চিত্র: আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্সের উপস্থিতি

৪.১.৬.১৫ পত্র জারি, পত্র গ্রহণ, নথি প্রেরণ ও নথি চলাচল সম্পর্কে দায়িত্ব বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

২৬-০২-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে আউটসোর্সিং কর্মচারীদের পত্র জারি, পত্র গ্রহণ, নথি প্রেরণ ও নথি চলাচল সম্পর্কে দায়িত্ব বিষয়ে অর্ধ-দিবসব্যাপী এক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রতিযোগিতা কমিশনের সকল পর্যায়ের আউটসোর্সিং কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে কমিশনের উপপরিচালক জনাব সারাওয়াত মেহজাবীন রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত থেকে পত্র জারি, পত্র গ্রহণ, নথি প্রেরণ ও নথি চলাচল সম্পর্কে দায়িত্ব বিষয়ের উপর আলোচনা করে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হওয়ার আহবান জানান।

চিত্র: পত্র জারি, পত্র গ্রহণ, নথি প্রেরণ ও নথি চলাচল সম্পর্কে দায়িত্ব বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্সের উপস্থিতি

৪.১.৬.১৬ সভা ও সেমিনার ব্যবস্থাপনায় অফিস সহায়কের দায়িত্ব ও অতিথি আপ্যায়ন বিষয়ক দায়িত্ব এর ওপর ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

০৭-০৩-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে আউটসোর্সিং কর্মচারীদের 'সভা ও সেমিনার ব্যবস্থাপনায় অফিস সহায়কের দায়িত্ব ও অতিথি আপ্যায়ন বিষয়ক দায়িত্ব' এর ওপর অর্ধ-দিবসব্যাপী এক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রতিযোগিতা কমিশনের সকল পর্যায়ের আউটসোর্সিং কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে কমিশনের সহকারী পরিচালক জনাব নাঈমুর রহমান রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত থেকে 'সভা ও সেমিনার ব্যবস্থাপনায় অফিস সহায়কের দায়িত্ব ও অতিথি আপ্যায়ন বিষয়ক দায়িত্ব' বিষয়ের উপর আলোচনা করে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হওয়ার আহবান জানান।

চিত্র: সভা ও সেমিনার ব্যবস্থাপনায় অফিস সহায়কের দায়িত্ব ও অতিথি আপ্যায়ন বিষয়ক দায়িত্ব
এর ওপর ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্সের উপস্থিতি

৪.১.৬.১৭ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি)-২০২২ বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

২৯-০৩-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি)-২০২২ বিষয়ের ওপর অর্ধ দিবসব্যাপী এক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, সদস্য জনাব সালমা আখতার জাহান এবং সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী রিসোর্সপার্সন হিসেবে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি)-২০২২ এর ওপর বিশদ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। দক্ষতা উন্নয়ন নীতির অভীষ্ট জনগোষ্ঠী, রূপকল্প, উদ্দেশ্য, বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের চিত্র এবং প্রধান অগ্রাধিকারসমূহ, নীতির মূল আদর্শসমূহ, ৪র্থ শিল্প বিপ্লব এবং ডিজিটাল দক্ষতাসহ বিকাশমান প্রযুক্তির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের গুণমান নিশ্চিতকরণ, যোগ্যতা কাঠামো, দায়িত্ব ডোমেইন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে আইন ও বিধির আলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এনএসডিপি বিষয়ে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সহায়তায় আরো প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হবে বলে চেয়ারপার্সন মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দকে অবহিত করেন।

চিত্র: জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি)-২০২২ বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্সের উপস্থিতি

চিত্রঃ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি)-২০২২ বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্সের উপস্থিতি

৪.১.৬.১৮ বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি নির্দেশিকা বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

৩০-০৩-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে 'বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি নির্দেশিকা' বিষয়ের ওপর অর্ধ দিবসব্যাপী এক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য জনাব সালমা আখতার জাহান এবং সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে কমিশনের সদস্য জনাব সালমা আখতার জাহান রিসোর্সপার্সন হিসেবে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি নির্দেশিকা এর ওপর বিশদ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বিভাগীয় মামলার প্রসিডিং, আইনগত ভিত্তি, অভিযোগ প্রাপ্তি ও করণীয়, অভিযোগনামা ও বিবরণী, অপরাধ, গুরু ও লঘু দণ্ড, নিষ্পত্তি পদ্ধতি, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০১৯ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে আইন ও বিধির আলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

চিত্রঃ বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি নির্দেশিকা বিষয়ে প্রতিযোগিতা কমিশনে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্সের উপস্থিতি

৪.২ কমিশনের আর্থিক কার্যক্রম

৪.২.১ বাজেট বরাদ্দ

কমিশন বার্ষিক যৌক্তিক চাহিদা নিরূপণ করে অর্থ বিভাগের নিকট সরকারি নির্দেশনার আলোকে বাজেট বরাদ্দের জন্য যথানিয়মে প্রস্তাব প্রেরণ করে। এর বিপরীতে আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে (অর্থ বছর) প্রতি বছর কমিশনের অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে। কমিশন ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮,৫৪,০০,০০০/- (আট কোটি চুয়ান্ন লক্ষ) টাকা সাহায্য মঞ্জুরি হিসেবে বরাদ্দ প্রাপ্ত হয় যার প্রধান খাতসমূহ নিম্নরূপ:

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর	বাজেট বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট অর্থ
৩৬৩১১০১ বেতন বাবদ সহায়তা	১,৭৭,১৮	১,৭৭,১৮	১,২৫,২৪.৪০১	৫১,৯৩.৫৯৯
৩৬৩১১০২ ভাতাদি বাবদ সহায়তা	১,৪৮,৪৬	১,৪৮,৪৬	১,০৮,৪৪.০০৪	৪০,০১.৯৯৬
৩৬৩১১০৩ পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	৪,১০,৫৫	৩,৭৫,৫৫	৩,২৯,১৭.২১৩	৪৬,৩৭.৭৮৭
৩৬৩১১০৮ গবেষণা অনুদান	১৩,০০	১৩,০০	১২,৬৯.৩৫৭	৩০.৬৪৩
৩৬৩২১০২ যন্ত্রপাতি অনুদান	৫,০০	৫,০০	৪,৯৯.২০০	০.৮০০
৩৬৩২১০৩ যানবাহন বাবদ অনুদান	৭৯,০০	০	০	০
৩৬৩২১০৫ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১৪,৩০	৮,৩০	৫,৩১.৬৮৩	২,৯৮.৩১৭
৩৬৩২১০৬ অন্যান্য মূলধন	৬,৫১	৩,৩৯	১,৬০.৩৭৫	১,৭৮.৬২৫
মোট=	**৮,৫৪,০০**	**৭,৩০,৮৮**	**৫,৮৭,৪৬.২৩৩**	**১,৪৩,৪১.৭৬৭**

৪.২.২ ক্রয় পরিকল্পনা

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরে আসবাবপত্র, ক্রোকারিজ, কম্পিউটার, স্ক্যানার, প্রিন্টার, টোনার, এসি প্রভৃতি ক্রয়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া প্রতিযোগিতা সাময়িকী প্রকাশ, বই, জার্নাল, পিরিয়ডিক্যাল সংগ্রহ, কতিপয় প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইটের সাবস্ক্রিপশন নেয়া, কর্তৃত্বময় অবস্থান ও মার্জারের সীমা নির্ধারণসহ কমিশন কার্যালয় স্থানান্তর করা, অনুষ্ঠান ও সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বিষয়গুলো বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। একইসাথে পলিসি এনালাইসিস, আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ, পণ্য বা সেবাখাত ভিত্তিক বাজার সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুতের বিষয়গুলো পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৪.৩ অডিট

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৩৪(২) ধারা বলে মহা-হিসাবনিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের প্রতিনিধি হিসেবে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা দল বিগত ১৪-০২-২০২৩ হতে ০৭-০৩-২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০২১-২২ অর্থবছরের নিরীক্ষা সমাপ্ত করেছে।

বর্তমানে কমিশনের ০৩ টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তির অপেক্ষাধীন আছে যা নিম্নরূপঃ-

অর্থবছর	আপত্তির সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	জড়িত অর্থের পরিমান	কমিশন কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপ	মন্তব্য
২০১৬-১৭	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে বাজেট ব্যতীত সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় কোড ৬৮০০ হতে অনিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠানের অফিস ভবনের মেরামত/সাজসজ্জা খাতে ব্যয়	৬০,৫৫,৪৬৩/-	ব্রডশীটে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
২০২০-২১	আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে গাড়ি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে অতিরিক্ত ব্যয়	৯৬,০১৯/-	ব্রডশীটে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
২০২০-২১	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুসারে সরবরাহকারী কর চালান পত্র জারি না করা সত্ত্বেও সরবরাহকারীকে উক্ত সরবরাহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয়	১৯,৮৭,৫৪১/-	ব্রডশীটে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	

৪.৪ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশাসন বিভাগ কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে:

ক্রমিক	কার্যক্রম/কর্মসূচি	পরিমাণ/সংখ্যা	প্রস্তাবিত ব্যয় লক্ষ টাকায় (২০২৩-২৪)
১	কমিশনের শূন্যপদ পূরণ	১৩ টি	৫০.০০
৩	কমিশনের জনবল স্থায়ীকরণের লক্ষে প্রশিক্ষণ কোর্স ও পরীক্ষা আয়োজন	০২ টি	৪.০০
৪	প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নপূর্বক প্রশিক্ষণ আয়োজন	-	১৬.০০
৫	আসবাবপত্র ক্রয় ও সরবরাহ	চাহিদা অনুযায়ী	৮.০০
৬	কম্পিউটার ক্রয় ও সরবরাহ	চাহিদা অনুযায়ী	১৪.০০
৭	পণ্য ও সেবা ক্রয়/সরবরাহ;	চাহিদা অনুযায়ী	২৫.৩০
৮	বিভিন্ন উৎসব/অনুষ্ঠান আয়োজন	০৫ টি	৫.০০
৯	আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ	২৪ জন	৬২.৪০
১০	কমিশনের হট লাইন চালুকরণ	০১ টি	১.৫০
১১	কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	৮০০ কপি	১০.০০
১২	প্রতিযোগিতা সাময়িকী প্রকাশ	৪০০০ কপি	৬.০০
১৩	মাইক্রোবাস ভাড়াকরণ	০১ টি	১২.০০
১৪	লাইব্রেরীর জন্য বই ক্রয়/সংগ্রহ	২০০ কপি	১.০০
১৫	ওয়েবসাইটের সাবস্ক্রিপশন	০৩ টি	১.৫০
১৬	দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ	০২ জন	৭.০০
১৭	কম্পিউটার সফটওয়্যার ক্রয় ও মেরামত	চাহিদা অনুযায়ী	২.০০

৪.৫ জাতীয় দিবস উদযাপন

৪.৫.১ জাতীয় শোক দিবস এবং জাতির পিতার ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন

১৫ আগস্ট ২০২২ জাতীয় শোক দিবস এবং জাতির পিতার ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন মোঃ মফিজুল ইসলাম। এ সময় কমিশনের সদস্য জনাব জি এম সালেহ উদ্দিন, ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, জনাব নাসরিন বেগম এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

৪.৫.২ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২৩ উদযাপন

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী এবং কমিশনের সদস্য জনাব সালমা আখতার জাহান। বেলা ০২.০০ টায় কমিশন কার্যালয়ে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নারে কমিশনের চেয়ারপার্সনের নেতৃত্বে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনপূর্বক পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। বেলা ২.৩০ মিনিটে কমিশনের সভা কক্ষে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার করা হয়। কমিশনের সহকারী পরিচালক জনাব নূর উদ্দিন যোবায়ের আলোচনা অনুষ্ঠানে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ঐতিহাসিক ৭ মার্চের তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

চিত্র: কমিশনে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২৩ উদযাপন অনুষ্ঠানের উপস্থিতি

৪.৫.৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, সদস্য জনাব সালমা আখতার জাহান এবং অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর কমিশনের চেয়ারপার্সনের নেতৃত্বে কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ টিসিবি ভবনের বঙ্গবন্ধু কর্নারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে টিসিবি অডিটোরিয়ামে দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। টিসিবি ভবনের উক্ত অনুষ্ঠানাদির পর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের নেতৃত্বে অন্যান্যদের সাথে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ধানমন্ডি ৩২ এ বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উদযাপন অনুষ্ঠানের উপস্থিতি

৪.৫.৪ ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যালয়ে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় কমিশন কার্যালয়ে আলোকসজ্জা করা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়
এ্যাডভোকেসি, পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম এবং প্রতিযোগিতা আইনের সুফল সম্পর্কে পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী,সরবরাহকারী,ব্যবসায়ী ও ভোক্তাসাধারণসহ সকল অংশীজনকে অবহিত করা ও আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য এ্যাডভোকেসি, পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ দেশব্যাপী মতবিনিময় সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, রচনা প্রতিযোগিতা, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদি আয়োজন করে যাচ্ছে। এ সকল কর্মসূচিতে অংশীজনদের মতামত/পরামর্শ কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনায় ইতিবাচক অবদান রাখছে। বৈশ্বিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা সংস্থার প্রতিযোগিতা আইন ও পলিসি পর্যালোচনাপূর্বক উত্তম অনুশীলনসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোকে কমিশন কর্তৃক অনুসরণ এবং UNCTAD, OECD, ICN সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সংস্থার সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও এ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৫.১ এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমঃ সেমিনার, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা

৫.১.১ 'ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা' শীর্ষক রংপুর বিভাগীয় সেমিনার

১৬-০৮-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক 'ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা' শীর্ষক রংপুর বিভাগীয় সেমিনার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, রংপুরে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব টিপু মুনশি, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এছাড়াও সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সাবিরুল ইসলাম, বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর, জনাব মোঃ আবদুল আলীম মাহমুদ, বিপিএম, ডিআইজি, রংপুর, জনাব নূরে আলম মিনা, বিপিএম (বার) পিপিএম, পুলিশ কমিশনার, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর এবং জনাব মোঃ আসিব আহসান, জেলা প্রশাসক, রংপুর। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য জনাব জি.এম. সালেহ উদ্দিন, ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, জনাব নাসরিন বেগমসহ কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, রংপুর বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ, রংপুর বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, চেম্বার প্রতিনিধি, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র : 'ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা' শীর্ষক রংপুর বিভাগীয় সেমিনার

৫.১.২ ফরিদপুর জেলায় 'ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার

এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিগত ১৮-০৯-২০২২ তারিখে ফরিদপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসন, ফরিদপুরের সার্বিক সহযোগিতায় "ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব অতুল সরকার, জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, জনাব নাসরিন বেগম, মোঃ শাহজাহান, পুলিশ সুপার, ফরিদপুর এবং ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন দপ্তরের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ সহ ফরিদপুর চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি, স্থানীয় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

চিত্র : ফরিদপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে 'ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

৫.১.৩ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অবৈধ মজুত ও অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক ২২-০৯-২০২২ তারিখে দৈনিক বাংলাদেশ সমাচার পত্রিকায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অবৈধ মজুত ও অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়।

৫.১.৪ রাজশাহী বিভাগে 'ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার

১২-১০-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত "ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা" শীর্ষক রাজশাহী বিভাগীয় সেমিনার বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। জনাব জি এস এম জাফরুল্লাহ, এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, জনাব নাসরিন বেগম। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন, বিপিএম, পিপিএম, ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ, জনাব মোঃ আবুল কালাম সিদ্দিক, পুলিশ কমিশনার, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং জনাব

মাসুদুর রহমান রিংকু, সভাপতি, রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ। উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম বিষয়ক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন কমিশনের সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন।

চিত্র : ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনের ভূমিকা শীর্ষক রাজশাহী বিভাগীয় সেমিনার

৫.১.৫ 'Need for An Effective Competition Regime in Bangladesh' শীর্ষক সেমিনার

রাজধানীর সিরডাপ (CIRDAP) মিলনায়তনে ২৩-১০-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে "Need For An Effective Competition Regime In Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এম.পি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব শামসুল আলম, এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন, ডিসিসিআই প্রেসিডেন্ট, কমিশনের সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, ড. এ এফ এম মনজুর কাদির এবং জনাব নাসরিন বেগম। এছাড়া, জাস্টিসিয়া লিগ্যাল মাইন্ডসের প্রতিনিধি, কমিশনের বেসরকারি উপদেষ্টামণ্ডলী, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যম প্রতিনিধিগণ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র : বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে
'Need For An Effective Competition Regime In Bangladesh' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

৫.১.৬ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে গোপালগঞ্জ জেলায় সেমিনার

২৮-১১-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসন, গোপালগঞ্জের সার্বিক সহযোগিতায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে 'প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জনাব শাহিদা সুলতানা, জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সালমা আখতার জাহান, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। সেমিনারে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব আজহারুল ইসলাম, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার; অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব এ. কে. এম. হেদায়েতুল ইসলাম; গোপালগঞ্জ জেলা চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি; স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি; জনপ্রতিনিধি; প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

চিত্র : প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে গোপালগঞ্জ জেলায় আয়োজিত
সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী

৫.১.৭ রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ নেতৃবৃন্দের সাথে বাজার সম্পর্কিত মতবিনিময় সভা

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির নেতৃবৃন্দের সাথে বাজার সম্পর্কিত বিষয়ে ০৫-০২-২০২৩ তারিখে রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি জনাব মাসুদুর রহমান রিংকু এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য জনাব সালমা আখতার জাহান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উক্ত সভায় রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন ব্যবসার উদ্যোক্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর বিভিন্ন ধারা এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়। এছাড়াও কমিশনের সদস্য জনাব সালমা আখতার জাহান রাজশাহীর সাহেব বাজার ও বিনোদপুর বাজার পরিদর্শন করেন।

চিত্র : রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির নেতৃবৃন্দের সাথে বাজার সম্পর্কিত
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন কমিশনের সদস্য জনাব সালমা আখতার জাহান

৫.১.৮ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণায় মতবিনিময় সভা

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ০৯-০২-২০২৩ তারিখে নেত্রকোণা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। নেত্রকোণা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব অঞ্জনা খান মজলিশ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উক্ত সভায় নেত্রকোণা জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপপরিচালক স্থানীয় সরকার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর বিভিন্ন ধারা এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়।

চিত্র : প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নেত্রকোণা
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভা

চিত্র : জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায়
বিশেষ অতিথি হিসেবে কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী এঁর অংশগ্রহণ

৫.১.৯ জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে মতবিনিময় সভা

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি বিষয়ে গত ২৬-০২-২০২৩ তারিখে টিসিবি অডিটরিয়ামে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব তপন কান্তি ঘোষ, সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় রমজান মাস উপলক্ষ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য ও সরবরাহ যেন স্বাভাবিক থাকে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

চিত্র : প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ক লার্নিং সেশন (Learning Session) আয়োজন

৫.১.১০ প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ বিষয়ক লার্নিং সেশন

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ে ২৭-০২-২০২৩ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে একটি লার্নিং সেশন (Learning Session) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত লার্নিং সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব তপন কান্তি ঘোষ, সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। উক্ত সেশনে জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণও উক্ত সেশনে অংশগ্রহণ করেন। লার্নিং সেশনটি পরিচালনা করেন জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের, প্রাক্তন পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। উক্ত সেশনে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এতদসংক্রান্ত আইন/বিধির তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়। কমিশনের চেয়ারপার্সন এ জাতীয় লার্নিং সেশনের আয়োজন করায় সিনিয়র সচিব মহোদয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

৫.১.১১ নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এবং এর আওতায় গঠিত বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নেত্রকোণা জেলা প্রশাসন এবং আটপাড়া উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে ৩০-০৩-২০২৩ তারিখে আটপাড়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ শাকিল আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি অফিসার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, আটপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র : নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে উপজেলা মিলনায়তনে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা আয়োজন

৫.১.১২ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে গোপালগঞ্জ জেলায় সেমিনার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ও জেলা প্রশাসন, গোপালগঞ্জ এর যৌথ উদ্যোগে ২৬-০৫-২০২৩ তারিখে গোপালগঞ্জ সার্কিট হাউসের সম্মেলন কক্ষে ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব শেখ জোবায়ের আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য জনাব সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। সেমিনারে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব শেখ মাসুদুর রহমান, সেক্রেটারি, গোপালগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক, গোপালগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, গোপালগঞ্জ, স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্যে কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান জাতির পিতা এবং ১৫ আগস্টের কালো রাত্রিতে শাহাদাত বরণকারী সকল শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন যে, জাতির পিতা অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা করে আমাদেরকে স্বাধীন সার্বভৌম ভূ-খণ্ড উপহার দিয়ে গেছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে আমরা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছি। ধারাবাহিক উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকারের সময়কালে ২০১২ সালে প্রতিযোগিতা আইন প্রণীত হয় এবং একই বছর সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে। উক্ত আইন ও কমিশন সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে কমিশন জাতীয় পর্যায়সহ বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করছে বলে উল্লেখ করেন।

চিত্র : প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে গোপালগঞ্জ জেলায় আয়োজিত সেমিনারে উপস্থিতির একাংশ

৫.২ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আন্তর্জাতিক কার্যক্রম

৫.২.১ UNCTAD Expert Meetings on Consumer Protection And Competition Law, 2022 শীর্ষক সভায় অংশগ্রহণ

UNCTAD কর্তৃক আয়োজিত Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy এবং Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy সভার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিগত ৫-০৭-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সময় বিকাল ৫.৩০ ঘটিকায় একটি পূর্ব প্রস্তুতিমূলক সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, কমিশনের সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দীন, সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মিনারা নাজমীন এবং সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আদনান আরিফ অংশগ্রহণ করেন।

৫.২.২ UNCTAD এর ২০ তম IGE অধিবেশনে অংশগ্রহণ

জেনেভাস্থ জাতিসংঘের দপ্তরে Voluntary Peer Review of Competition Law & Policy: Bangladesh বিষয়ক অধিবেশনসহ (২০-২২ জুলাই, ২০২২) তিনদিন ব্যাপী ২০তম IGE অধিবেশনে কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এঁর নেতৃত্বে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেনঃ-

(১) জনাব মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, মান্যবর রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি, বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, জেনেভা।
(২) জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।
(৩) ড. মোঃ আল আমিন প্রামাণিক, ইকোনোমিক মিনিস্টার, বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, জেনেভা।
(৪) জনাব দেবব্রত চক্রবর্তী, কমার্শিয়াল কাউন্সিলর, বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, জেনেভা।

চিত্র : UNCTAD এর Voluntary Peer Review of Competition Law & Policy: Bangladesh বিষয়ক অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল

৫.২.৩ UNCTAD এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সভা

২১-০৭-২০২২ তারিখে জেনেভাস্থ UNCTAD সদর দপ্তরে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে UNCTAD কর্মকর্তাগণের একটি দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এঁর নেতৃত্বে জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ড. মোঃ আল আমিন প্রামাণিক, ইকোনোমিক মিনিস্টার, বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, জেনেভা এবং জনাব দেবব্রত চক্রবর্তী, কমার্শিয়াল কাউন্সিলর, বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, জেনেভা অংশগ্রহণ করেন। UNCTAD এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন CCPB এর প্রধান Ms Teresa Moreira, Legal Affairs Officer Dr. Pierre Horna, Independent Consultant Ms Ma Leonila Papa এবং Sophie Hunter. সভায় কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং সদস্য কমিশনের চলমান কার্যক্রম, কমিশনের অর্জন, করণীয় এবং চ্যালেঞ্জসমূহ UNCTAD কর্মকর্তাগণকে অবহিত করেন।

চিত্র : UNCTAD এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সভায় উপস্থিত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল

৫.২.৪ কমনওয়েলথ প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের আলোচনা সভা

২১-০৭-২০২২ এবং ২২-০৭-২০২২ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে Commonwealth এর Trade Competitiveness Section এর উপদেষ্টা এবং প্রধান Ms Opeyemi Abebe পারস্পরিক সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনা করেন। Commonwealth এর উপদেষ্টা বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

চিত্র : বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে Commonwealth এর Trade Competitiveness Section এর উপদেষ্টা এবং প্রধান Ms Opeyemi Abebe

৫.২.৫ The Structure Conduct, and Performance of Competition Agencies বিষয়ক অনলাইন সমীক্ষায় অংশগ্রহণ

Asian Development Bank (ADB)-এর গবেষণা কাজের অংশ হিসেবে The Structure, Conduct and Performance of Competition Agencies. বিষয়ক একটি অনলাইন সমীক্ষায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। উক্ত সমীক্ষার তথ্য উপাত্ত ২৬-০৯-২০২২ তারিখে ADB বরাবর প্রেরণ করা হয়।

৫.২.৬ UNCTAD এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের মধ্যে ভার্চুয়াল সভা

UNCTAD এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের মধ্যে ২৭-০২-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ সময় বেলা ২:০০ টায় এক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। UNCTAD এর পক্ষে উক্ত সভায় Elizabeth Gachuiri, Economic Affairs Officer এবং Mr. Skyoon Sung Kim উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ থেকে কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, সদস্য এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উক্ত সভায় যুক্ত ছিলেন। চেয়ারপার্সন UNCTAD এর প্রতিনিধিবৃন্দকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, ২০২২ সালে জেনেভাতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ থেকে ৩১ দফা সুপারিশ সম্বলিত Voluntary Peer Review Report পেশ করা হয়। উক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Voluntary Peer Review Report সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো দরকার বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়। এ বিষয়ে ১৩-০২-২০২৩ তারিখে UNCTAD এর সাথে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল বৈঠকেও আলোচনা হয়।

চিত্র : UNCTAD এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের মধ্যে ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠান।

৫.২.৭ UNCTAD কর্তৃক আয়োজিত First Substantive Meeting of Working Group on Cross-Border Cartels 2023 শীর্ষক ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ

UNCTAD কর্তৃক আয়োজিত First Substantive Meeting of Working Group on Cross-Border Cartels 2023 শীর্ষক ভার্চুয়াল সভা ২৮-০২-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭:০০ টা থেকে রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ থেকে চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী এবং তিন জন কর্মকর্তা যুক্ত ছিলেন। উক্ত সভায় অস্ট্রিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ০২ টি কেস স্টাডির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। Working Group গুলোকে **২১তম** Intergovernmental Group of Experts (IGE) on Competition Law and Policy and on Consumer Protection Law and Policy এ রিপোর্ট করার অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৫.২.৮ এডিবি-এডিবিআই ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অংশগ্রহণ

ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলাতে ২৩-২৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে দুই দিন ব্যাপী Designing Competition Policy for Economic Development in Asia শীর্ষক ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর আমন্ত্রণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রতিনিধি দল উক্ত ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী। উক্ত ওয়ার্কশপে The Impact of Competition on Poverty and Inequality: The Philippine Case using a Microsimulation Method শীর্ষক পেপার উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সেশনের আলোচক হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

চিত্র : এডিবি-এডিবিআই ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ

কমিশনের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা বিভাগ ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার, আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্যের তথ্য সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ করে থাকে। এছাড়াও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন পণ্য ও সেবার খাত সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, বাজারে পণ্যভিত্তিক ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ (Collusion), মনোপলি (Monopoly), ওলিগপলি (Oligopoly), কার্টেল (Cartel) ও জোটবদ্ধতা বিষয়ে পর্যালোচনা করে থাকে। এ বিভাগ বিভিন্ন পণ্য ও সেবা খাত সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় ও আলোচনা সভাও আয়োজন করে থাকে। সর্বোপরি, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে এ বিভাগের ভূমিকা অপরিহার্য।

৬.১. নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে সম্ভাব্য কার্টেল প্রতিরোধের লক্ষ্যে আয়োজিত সভা

৬.১.১ দেশের বাজারে অস্বাভাবিক হারে চালের মূল্য বৃদ্ধি ও সরবরাহে কারসাজি প্রতিরোধ বিষয়ক সভা

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বাজারে অস্বাভাবিক হারে চালের মূল্য বৃদ্ধি ও সরবরাহে কারসাজি প্রতিরোধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে বিগত ২১-০৮-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ অটো রাইস মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ও সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণসহ দেশের চাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

- মিল মালিকদের নামসহ চাল মজুদ এর পরিমাণ জানার বিষয়ে বাংলাদেশ অটো রাইস মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট থেকে সকল জেলা-উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত গোডাউনের নাম, ঠিকানা, ধারণক্ষমতার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিকট হতে বিভিন্ন প্রকার চালের উৎপাদন খরচের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- অসাধু ব্যবসায়ী ও তাদের দ্বারা চালের মজুদকরণের তথ্য বাংলাদেশ অটো রাইস মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এর নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চালের বাজারে ব্র্যান্ডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে চাল মজুদ করা হচ্ছে কিনা এ ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- চালের বাজারকে প্রতিযোগিতামূলক করা এবং চালের মূল্য সাধারণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণ ভূমিকা পালন করবেন।

চিত্র : দেশের বাজারে অস্বাভাবিক হারে চালের মূল্য বৃদ্ধি ও সরবরাহে কারসাজি বিষয়ক সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

৬.১.২ দেশের বাজারে মুরগি ও ডিমের মূল্য বৃদ্ধি বিষয়ে পোল্ট্রি শিল্পের অংশীজনদের সঙ্গে সভা

দেশের বাজারে মুরগি ও ডিমের মূল্য বৃদ্ধি বিষয়ে পোল্ট্রি শিল্পের অংশীজনদের সঙ্গে বিগত ২১-০৮-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), পিপলস পোল্ট্রি এন্ড হ্যাচারী লিমিটেড, ডিম ব্যবসায়ী সমিতি, ডিম ব্যবসায়ী ও পোল্ট্রি খামারী, বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিল, বাংলাদেশ এগ্রো ফিড ইনগ্রিডিয়েন্টস ইম্পোর্টার্স এন্ড ট্রেডার্স এসোসিয়েশন, ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন, ব্রিডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিকট থেকে শীর্ষ ২০টি পোল্ট্রি ফিড আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের তালিকাসহ বিগত ৩ বছরে পোল্ট্রি ফিড ও এর কাঁচামালের আমদানির মোট পরিমাণ (মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে) এর তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ব্রিডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর নিকট থেকে বিগত ৩ বছরের ব্রয়লার মুরগীর বাচ্চার মোট উৎপাদন এবং শীর্ষ ১০টি মুরগীর বাচ্চা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংগ্রহ করতে হবে।
- ব্রিডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর নিকট থেকে ডিমের উৎপাদন খরচের বিবরণ, বিগত দুই বছরে ডিমের বাজার মূল্য তালিকা (মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে) ও ডিমের মোট উৎপাদনের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন এর নিকট থেকে বিগত দুই বছরের পোল্ট্রি ফিডের বাজার মূল্যের বিবরণ (ফিডের এলসি মূল্য ও মিলগেট মূল্যসহ) এর তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ডিম ও মুরগির বাজার সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে।
- মুরগি ও ডিমের বাজারকে প্রতিযোগিতামূলক করা এবং মুরগি ও ডিমের মূল্য সাধারণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণ ভূমিকা পালন করবেন।

চিত্র : দেশের বাজারে মুরগি ও ডিমের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

৬.১.৩ শ্রীলঙ্কান প্রতিষ্ঠান সফটলজিক রিটেইলার কর্তৃক আগোরা সুপার শপ এর শতকরা ১০০ ভাগ মালিকানা অধিগ্রহণ (Acquisition) বিষয়ক সভা

শ্রীলঙ্কান প্রতিষ্ঠান সফটলজিক রিটেইলার কর্তৃক আগোরা সুপার শপ এর শতকরা ১০০ ভাগ মালিকানা অধিগ্রহণের (Acquisition) বিষয়ে বিগত ০৬-০৯-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় আগোরা লিমিটেড ও ক্রুমার এন্ড পার্টনার্স এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

- শ্রীলঙ্কান প্রতিষ্ঠান সফটলজিক হোল্ডিং পিএলসি এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সফটলজিক রিটেইলার কর্তৃক আগোরা সুপারশপ এর শতকরা ১০০ ভাগ মালিকানা অধিগ্রহণ বিষয়ক চুক্তির কপি ক্রুমার এন্ড পার্টনার্স ও রহিম আফরোজ এর নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- আগোরা সুপারশপ অধিগ্রহণে চুক্তির পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কিত দালিলিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- আগোরা সুপারশপে ক্রুমার এন্ড পার্টনার্স ও রহিম আফরোজ এর বর্তমান মার্কেট শেয়ার এর পূর্ণ বিবরণ সম্পর্কিত তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

৬.১.৪ দেশের বাজারে চিনির মূল্য ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পর্যালোচনা সভা

দেশের বাজারে চিনির মূল্য ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়ে বিগত ২১-১১-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ (টিসিবি), বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), সিটি সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, আব্দুল মোনেম সুগার রিফাইনারি লিঃ, দেশবন্ধু সুগার মিলস্ লিঃ, এস.আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ও প্রাণ গ্রুপের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

- চিনির বাজার স্থিতিশীল রাখার বিষয়ে সরকারি নির্দেশনা মানতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবসায়ীগণ চিনির বাজার প্রতিযোগিতামূলক রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

চিত্র : দেশের বাজারে চিনির মূল্য ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

৬.১.৫ ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি এবং কয়লা আমদানিকারকগণের শুনানি

ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি এবং কয়লা আমদানিকারকগণের সমন্বয়ে বিগত ০৭-১২-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে একটি শুনানি আয়োজন করা হয়। উক্ত শুনানিতে বসুন্ধরা গ্রুপ, মেঘনা গ্রুপ, জে এইচ এম ইন্টারন্যাশনাল, মেসার্স সাহারা এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স সরকার ট্রেডার্স, শেখ ব্রাদার্স, উত্তরা ট্রেডার্স ও ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি এবং অন্যান্য অংশীজন অংশগ্রহণ করেন।

শুনানিতে গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

- ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫৯ নং আইন) সহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন, বিধিমালা, পরিপত্র ইত্যাদির বিধানাবলী যথাযথভাবে বাস্তবায়ন/প্রতিপালন/অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন তদারকি এবং মনিটরিং করবে।

চিত্র : ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি এবং কয়লা আমদানিকারকগণের শুনানিতে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

৬.১.৬ সরকারি বিভাগের ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টিতে আয়োজিত সভা

সরকারি বিভাগের ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিশন সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১২-১২-২০২২ তারিখে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত শুনানিতে কমিশনের চেয়ারপার্সন ও ০৩ জন সদস্য এবং অন্যান্য সহায়ক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। শুনানিতে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড হোম এ্যাপ্লায়েন্স ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (BEEMEA), গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং সিপিটিইউর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শুনানিতে গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

- বিবেচ্য আবেদনে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০১৮ সালের রেট সিডিউল বিষয়ে উল্লেখ ছিল। গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি শুনানিতে জানিয়েছেন জুন ২০২২ সালে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সর্বশেষ রেট সিডিউল যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হয়েছে। ফলে ২০১৮ সালের রেট সিডিউলের আপত্তির বিষয়ে এ পর্যায়ে কিছু করার নেই। উক্তরুপ শুনানির মাধ্যমে আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়।

চিত্র : সরকারি বিভাগের ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টিতে আয়োজিত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

৬.১.৭ টিএবিএল এবং টিসিপি'র মার্জার এবং Acquisitions বিষয়ে সভা

গত ২৭-১১-২০২২ তারিখে 'দৈনিক ডেইলি স্টার'পত্রিকায় প্রকাশিত Tetley ACI Bangladesh Ltd. (TABL) এবং এর জয়েন্ট ভেঞ্চার পার্টনার Tata Consumer Products (TCP) এর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি (Amicable Agreement) সংক্রান্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক ১৫-১২-২০২২ তারিখে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের শুনানি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৭-১২-২০২২ তারিখে উক্ত বিষয়ে পুনরায় শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। উভয় শুনানিতে Tetley ACI (Bangladesh) Limited ও এসিআই লিমিটেড এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

- উপস্থিত পক্ষগণ বিবেচ্য Amicable Agreement এর বিষয়ে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর এর অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে অনুমোদন সংক্রান্ত সার্টিফাইড কপি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে সরবরাহ করবে।

চিত্র : টিএবিএল এবং টিসিপি'র মার্জার এবং Acquisitions বিষয়ে সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

৬.১.৮ দেশীয় এয়ারলাইন্সের বিকাশে বাধাজনিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের শুনানি

দেশীয় এয়ারলাইন্সের বিকাশে বাধাজনিত বিষয়ে বিগত ০৮-০১-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে শুনানি আয়োজন করা হয়। উক্ত শুনানিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড, এভিয়েশন অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এওএবি), ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স, অ্যাস্ট্রা এয়ারওয়েজ লিমিটেড ও নভোএয়ারসহ ০৮ (আট) টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

শুনানিতে গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

- এওএবি কর্তৃক একই বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন পেশ করা হবে।
- বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিবেচ্য বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে কমিশন প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে বিধায় এ পর্যায়ে উক্ত দুটি মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে মতামত চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হবে।

চিত্র : দেশীয় এয়ারলাইন্সের বিকাশে বাধাজনিত বিষয়ে সভার উপস্থিতি

৬.১.৯ কাগজের মূল্য বৃদ্ধি বিষয়ক মতবিনিময় সভা

কাগজের মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়টির প্রকৃত কারণ উদঘাটনের উদ্দেশ্যে বিগত ২৬-১২-২০২২, ০৯-০১-২০২৩ ও ২৬-০১-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন মহোদয় এঁর সভাপতিত্বে কমিশনের সভাকক্ষে পর্যায়ক্রমে ০৩টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ এবং কারিগরি মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রতিনিধিগণ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

শুনানিতে গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

- কাগজের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সমন্বয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পুনরায় মতবিনিময় সভা আয়োজন করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

চিত্র : কাগজের মূল্য বৃদ্ধি বিষয়ক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

৬.১.১০ মালয়েশিয়াতে জনবল প্রেরণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে শুনানি

মালয়েশিয়াতে জনবল প্রেরণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে শুনানি গত ১৫-০১-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন মহোদয় এঁর সভাপতিত্বে কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শুনানিতে ডিগনিটি ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি, মৃধা ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শুনানিতে গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

- মালয়েশিয়াতে জনবল প্রেরণের ক্ষেত্রে ডিগনিটি ইন্টারন্যাশনালের ডিমান্ড লেটার বাতিল করে গ্রিনল্যান্ড ওভারসিজকে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে আবেদনকৃত কপি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের অগ্রগতি জানানোর জন্য কমিশনের পক্ষ হতে ডিগনিটি ইন্টারন্যাশনালকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৬.১.১১ লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড সংক্রান্ত আবেদনের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভা

লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড এর ছাতকস্থ কারখানা কর্তৃক অবৈধভাবে চুনাপাথর ক্রাশিং করে খোলাবাজারে বিক্রির ফলে অসম প্রতিযোগিতার প্রভাব বন্ধকরণের জন্য ব্যবসায়ী-শ্রমিক ঐক্য পরিষদ, ছাতক, সুনামগঞ্জ এর আবেদনের বিষয়ে একটি মতবিনিময় সভা গত ২৫-০১-২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন মহোদয় এঁর সভাপতিত্বে কমিশনের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, শিল্প মন্ত্রণালয়, লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

- লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড চুনাপাথর ক্রাশিং করে এগ্রিগেট উৎপাদনপূর্বক খোলাবাজারে বিক্রির জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হবে।

চিত্র : লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড এর কার্যক্রম সংক্রান্ত অভিযোগের আবেদনের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

৬.১.১২ চালের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির বিষয়ে মতবিনিময় সভা

চালের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত খবরের বিষয়ে একটি মতবিনিময় সভা বিগত ০৬-০২-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন মহোদয় এঁর সভাপতিত্বে কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্যমন্ডলী ও কর্মকর্তাগণসহ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

- খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর ও জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিতভাবে চালের বাজার পরিস্থিতি নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

৬.১.১৩ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন Establishment of 160 Upazila ICT Traning and Resource Centre for Education (UITRCE Phase-II) (Construction of Bangabandhu Sheikh Mujib Digital Sikkha Bhaban) শীর্ষক প্রকল্পে অনিয়ম বিষয়ে শুনানি

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন প্রকল্পে সিন্ডিকেট তৈরির মাধ্যমে অনভিজ্ঞ এবং নতুন প্রতিষ্ঠান দ্বারা কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে শুনানি গত ১২-০৩-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন মহোদয় এঁর সভাপতিত্বে কমিশনের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শুনানিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা বিভাগ, সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ), পরিকল্পনা বিভাগের প্রতিনিধিগণসহ মহাপরিচালক 'ব্যানবেইস' ও প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক (UITRCE) (Phase-II) ও প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

- আলোচ্য অভিযোগের বিষয়ে ব্যানবেইস এর প্রতিবেদনের ওপর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নিকট হতে সুস্পষ্ট মতামত সংগ্রহ করতে হবে।

৬.১.১৪ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ বিভিন্ন কারাগারে অস্বাভাবিক কম মূল্যে মশুর ডাল সরবরাহ করা সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে শুনানি

রিয়ান ইন্টান্যাশনাল নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ বিভিন্ন কারাগারে অস্বাভাবিক কম মূল্যে মশুর ডাল সরবরাহ করা সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে শুনানি গত ১৪-০৬-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন মহোদয় এঁর সভাপতিত্বে কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শুনানিতে কারা অধিদপ্তর, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রতিনিধিগণসহ অভিযোগকারী উপস্থিত ছিলেন।

শুনানিতে গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

- দেশের কারাগারসমূহে গত ০৩ (তিন) বছরের বিভিন্ন সময়ে মশুর ডাল সরবরাহ সংক্রান্ত প্রাক্কলিত দর, তার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বিডার কর্তৃক অফারকৃত দর, বিডারের নাম ইত্যাদি সংবলিত তথ্য (কারাগার ভিত্তিক) কারা অধিদপ্তরের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

৬.২ ডাটাবেইজ তৈরি/প্রণয়ন

২০২২-২৩ অর্থবছরে ০৬ টি পণ্যের বাজার সমীক্ষা সম্পাদনের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং এ জন্য ০৬ টি সমীক্ষা দল গঠন করা হয়। সমীক্ষা দলসমূহ পৃথকভাবে মোট ১২ টি কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে নিজেদের সমীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। এ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলোঃ

(১) হৃদরোগে ব্যবহৃত ৩টি ঔষধ (ক্লোপিডোগ্রেল, রসুভাস্টাটিন ও বিসোপ্রোলল) এর বাজার বিষয়ক সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর চূড়ান্ত ভ্যালিডেশন সেমিনার আয়োজন

০৩ সদস্য বিশিষ্ট সমীক্ষা দল হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ৩টি ঔষধ (ক্লোপিডোগ্রেল, রসুভাস্টাটিন ও বিসোপ্রোলল) এর প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি ডাটা সংগ্রহের মাধ্যমে কমিশনে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে এবং এর উপর গত ১১-০৬-২০২৩ তারিখে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী এঁর সভাপতিত্বে উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডা. আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধান, কার্ডিওলজি বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা। এছাড়াও কমিশনের সদস্য জনাব সালমা আখতার জাহান, জনাব সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান, জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সমীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জনাব তায়েব-উর-রহমান আশিক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। প্রধান অতিথি, কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং সদস্যবৃন্দ উক্ত সেমিনারে উপস্থিত থেকে চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর তাঁদের মূল্যবান মতামত ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

ফলাফলঃ

১. বাজারটি ওলিগোপলি ধরণের।

২. আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীলতা বেশি।

৩. একই গ্রুপের ঔষধের মধ্যে মূল্যের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

৪. এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) এ তিনটি ঔষধের কোনটিই উৎপাদন করে না।

সুপারিশঃ

১. এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) জনস্বার্থে এই তিনটি ঔষধ উৎপাদন করতে পারে।

২. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর গুণগত মান নিয়মিত (Periodic) পরীক্ষা করতে পারে।

৩. বহির্বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশের কম্বাইন্ড ড্রাগ (দুই বা ততোধিক ঔষধের যৌগিক ঔষধ) তৈরি করা যেতে পারে।

চিত্র : সেমিনারে উপস্থিত কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী এবং প্রধান আলোচক অধ্যাপক ডা. আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধান, কার্ডিওলজি বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

(২) 'সিমেন্টের বাজার' বিষয়ে সম্পাদিত সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর চূড়ান্ত ভ্যালিডেশন সেমিনার আয়োজন

নির্মাণ সামগ্রী বিশেষ করে সিমেন্ট শিল্পের প্রসার, সহজলভ্যতা, বাজার পরিস্থিতি, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ এবং অগ্রসর জাতীয় অর্থনীতিতে সিমেন্টে শিল্পের অবদান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সিমেন্টের বাজার বিষয়ে সমীক্ষা কাজ সম্পাদন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে কমিশন কর্তৃক ০৩ সদস্য বিশিষ্ট সমীক্ষা দল গঠন করা হয়। উক্ত বিষয়ে সমীক্ষা দল কর্তৃক প্রণীত সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর গত ১৫-০৬-২০২৩ তারিখে ভ্যালিডেশন সভা আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী এঁর সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত ভ্যালিডেশন সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন। এছাড়া কমিশনের সদস্য জনাব সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান, জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জনাব নাঈমুর রহমান, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। প্রধান অতিথি, কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং সদস্যবৃন্দ উক্ত সেমিনারে উপস্থিত থেকে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর তাঁদের মূল্যবান মতামত ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন এবং মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি সংশোধন ও পরিমার্জন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

ফলাফল:

১. বাংলাদেশের বাজারে মোট মার্কেট শেয়ারের প্রায় ৫৭.২৮% শীর্ষ ১০টি সিমেন্ট উৎপাদনকারীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

২. Concentration Ratio 4 পদ্ধতি অনুসারে উৎপাদন সক্ষমতার ভিত্তিতে সিমেন্টের বাজারে Low Concentration বিদ্যমান রয়েছে অর্থাৎ সিমেন্টের বাজারে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে।

সুপারিশ:

১. যেহেতু সিমেন্ট উৎপাদন সক্ষমতার প্রায় অর্ধেক অব্যবহৃত থাকছে সেহেতু রপ্তানির নতুন বৈদেশিক বাজার চিহ্নিত করে উৎপাদন সক্ষমতাকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

২. সিমেন্টের বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, কোম্পানিগুলোর বাজার মূল্য কাছাকাছি। তাই সিমেন্ট উৎপাদনকারীদের মধ্যে Price Parallelism এর প্রবণতা রয়েছে কিনা সে ব্যাপারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

চিত্র : সিমেন্টের বাজার বিষয়ে সম্পাদিত সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর ভ্যালিডেশন সেমিনারে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

(৩) 'ইলেকট্রিক ক্যাবলের বাজার' বিষয়ে সম্পাদিত সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর চূড়ান্ত ভ্যালিডেশন সেমিনার আয়োজন

বাংলাদেশের ইলেকট্রিক ক্যাবল শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যা দেশের দ্রুত নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং বিদ্যুৎ খাতে সরকারি উদ্যোগের দ্বারা চালিত হচ্ছে। নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এ শিল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাজারে গুরুত্বপূর্ণ এই পণ্যের (ইলেকট্রিক ক্যাবল) বাজার সমীক্ষা কার্য সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এ বিষয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট সমীক্ষা দল গঠন করা হয়। উক্ত সমীক্ষা দল সংশ্লিষ্ট ট্রেডের প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি ডাটা সংগ্রহের মাধ্যমে কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত প্রতিবেদন যাচাই, বাছাই ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে ১৫-০৬-২০২৩ তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে একটি ভ্যালিডেশন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন। এছাড়া কমিশনের সদস্য জনাব সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান, জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সমীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জনাব সারাওয়াত মেহজাবীন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। প্রধান অতিথি, কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং সদস্যবৃন্দ উক্ত সেমিনারে উপস্থিত থেকে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর তাঁদের মূল্যবান মতামত ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

ফলাফল:

১. দেশের ইলেকট্রিক ক্যাবলের বাজারে বি আর বি ক্যাবলস ও বিবিএস ক্যাবলস এর শেয়ার যথাক্রমে ৩০% ও ১০% এছাড়া পারটেক্স গ্রুপ এবং অ্যালকো গ্রুপও এ খাতে বিনিয়োগ করেছে।

২. সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত HHI অনুযায়ী বাংলাদেশ ইলেকট্রিক ক্যাবলের বাজার Low Concentrated অর্থাৎ মার্কেটে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।

৩. ইলেকট্রিক ক্যাবল তৈরির মূল উপরকরণ কপারের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ইলেকট্রিক ক্যাবলের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুপারিশ:

১. বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে বড় বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে শুরু করে মেগা প্রকল্পগুলোতে দেশে উৎপাদিত ক্যাবলের ব্যবহার বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

২. PVC (Polyvinylchloride) নিরোধকের পরিবর্তে XLPE (Cross linked polyethylene) নিরোধক ব্যবহারের বিষয়ে গণসচেনতা বৃদ্ধি করা। এটি ক্যাবলের পণ্য থেকে কার্বন নিঃসরণ কমানোর পাশাপাশি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

৩. কন্ডাক্টরের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবলের ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে। এটি তামার দামের প্রায় এক-চতুর্থাংশ হলেও একই মানের।

চিত্র : ইলেকট্রিক ক্যাবলের বাজার বিষয়ে সম্পাদিত সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর ভ্যালিডেশন সেমিনারে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

(৪) বোতলজাত খাবার পানি বিষয়ে সম্পাদিত বাজার সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর চূড়ান্ত ভ্যালিডেশন সেমিনার আয়োজন

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ৮ (জ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬ টি পণ্যের সমীক্ষা কাজ সম্পাদন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ৬ টি পণ্যের মধ্যে 'বোতলজাত খাবার পানির বাজার' সমীক্ষা সম্পাদন করার জন্য কমিশন ০৩ সদস্য বিশিষ্ট সমীক্ষা দল গঠন করে। সে প্রেক্ষিতে উক্ত সমীক্ষা দলের দাখিলীয় প্রতিবেদন যাচাই বাছাই ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে ১৫-০৬-২০২৩ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে এক ভ্যালিডেশন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য জনাব সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান এঁর সভাপতিত্বে উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল) জনাব মোঃ সাইফুর রহমান। এছাড়াও কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জনাব এস. এম. তারিকুজ্জামান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। প্রধান অতিথি, কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং সদস্যবৃন্দ উক্ত সেমিনারে উপস্থিত থেকে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর তাঁদের মূল্যবান মতামত ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন এবং মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি সংশোধন ও পরিমার্জন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

ফলাফল :

১. বোতলজাত পানির বাজারটি ওলিগপলিস্টিক প্রকৃতির অর্থাৎ ১০-১৫ টি প্রতিষ্ঠান বাজারে প্রতিযোগিতা করছে।

২. বোতলজাত পানির মাত্র ২.৩০ শতাংশ সরবরাহ করা হয় কাঁচের বোতলে। পানির সঙ্গে বিক্রি হওয়া প্লাস্টিকের বোতলের মাত্র ৯ শতাংশ পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা হয় এবং বাকি অংশ রূপান্তরিত হয় বর্জ্যে যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করতে বিশেষ অনুঘটকরুপে কাজ করছে।

৩. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক বোতলজাত পানির মান ও উপাদান নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বাজারে বিদ্যমান বোতলজাত খাবার পানির মান ও উপাদানের তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে উপাদানের মাত্রার পরিমাণও সুনির্দিষ্ট নয়।

৪. বোতলজাত খাবার পানির মান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণে যথাযথ কর্তৃপক্ষের পর্যাপ্ত তদারকির আবশ্যকতা রয়েছে।

৫. ফ্যাক্টরি মূল্য কম-বেশি হওয়া সত্ত্বেও সকল কোম্পানির পানির খুচরামূল্য সমান। তদুপরি, ভিন্ন ভিন্ন হারে ডিস্ট্রিবিউটর ও খুচরা বিক্রেতার কমিশন প্রদান করা হচ্ছে।

৬. সরকারি প্রতিষ্ঠানের বোতলজাত পানি 'শান্তি' ও 'মুক্তা' এর যথেষ্ট বাজার সম্ভাবনা রয়েছে। ভোক্তা সাধারণের চাহিদামতে এসব পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে ক্রেতা সন্তুষ্টির পাশপাশি বাজার ভারসাম্য রক্ষায় এসব পানি ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

৭. ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমাগতভাবে নিম্নমুখী হচ্ছে যা আশংকাজনক।

৮. দীর্ঘমেয়াদে ভূগর্ভস্থ পানির সংকটের পেছনে মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলনই দায়ী।

৯. অতিরিক্ত ব্যবহার এবং দূষণের কারণে পানির সংকট স্থায়ী হয়ে যাচ্ছে।

১০. নির্ভরযোগ্য তথ্য (ড্যাটা) প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমস্যা বিদ্যমান।

সুপারিশঃ

১. উৎপাদন খরচ বিবেচনায় বোতলজাত পানির খুচরা মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. বোতলের লেভেলে উপাদানের পরিমাণ কম-বেশী অর্থাৎ অনুমান নির্ভর লেখার কোন সুযোগ নেই। বোতলের লেভেলে উপাদানের পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে।

৩. বোতলজাত খাবার পানি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট বর্জ্য পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তাই এ প্লাস্টিক বর্জ্য সঠিকভাবে পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪. বোতলজাত খাবার পানির মান ও মূল্যের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাজার তদারকি কার্যক্রম বাড়ানো প্রয়োজন এবং যেসকল কোম্পানির পানির মান ঠিক থাকবে না তাদেরকে কঠোর আইনের আওতায় আনা যেতে পারে।

৫. বাজারে বিদ্যমান ওলিগোপলি (Oligopoly) চিহ্নিতকরণের নিমিত্ত বাংলাদেশে বোতলজাত পানির ক্রেতাগণের জেলা ভিত্তিক ক্রয় ক্ষমতা, ক্রয়ের ধরণ ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে Market Demography Analysis করা যেতে পারে।

৬. অনিরাপদ পানি পানে সৃষ্ট রোগের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা যেতে পারে।

৭. ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারে জোর দেয়া।

৮. ন্যাশনাল ড্যাটা ব্যাংক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

চিত্র : 'বোতলজাত খাবার পানি' বিষয়ে সম্পাদিত সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর ভ্যালিডেশন সেমিনারে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

(৫) কাগজের বাজার বিষয়ে সম্পাদিত সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর চূড়ান্ত ভ্যালিডেশন সেমিনার আয়োজন

'কাগজের বাজার' শীর্ষক বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক চলতি অর্থবছরে সমীক্ষা কাজ পরিচালিত হয়। এ বিষয়ে কমিশন কর্তৃক ০৩ সদস্য বিশিষ্ট সমীক্ষা দল গঠন করা হয়। সমীক্ষা দল কর্তৃক প্রণীত সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর গত ১৫-০৬-২০২৩ তারিখে ভ্যালিডেশন সেমিনার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী এঁর সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত ভ্যালিডেশন সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন। এছাড়া কমিশনের সদস্য জনাব সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান, জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সমীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জনাব র.হ.ম. আলাওল কবির, উপপরিচালক, সিনিয়র সহকারী সচিব বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। প্রধান অতিথি, কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং সদস্যবৃন্দ উক্ত সেমিনারে উপস্থিত থেকে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর তাঁদের মূল্যবান মতামত ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন এবং মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি সংশোধন ও পরিমার্জন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

ফলাফল:

১. কাগজের বাজারটি ওলিগপলিস্টিক প্রকৃতির অর্থাৎ শীর্ষ ০৪ টি প্রতিষ্ঠানই এ বাজারে প্রভাব বিস্তার করছে।

২. করোনা মহামারির সময় টিস্যু ও হাইজেনিক পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। কিছু উদ্যোক্তা এসময় চাহিদার সাথে সমন্বয় করে বৈচিত্র্যময় কাগজ পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়েছে।

৩. ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত কাগজের 'র' মেটেরিয়াল আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. বিগত ০২ অর্থবছরের চেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কাগজ রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. লেখা ও বই ছাপার কাগজ, প্রিন্টিং কাগজ, লেজার কাগজ ইত্যাদির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. বাজারে কাগজ মজুত করে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কাগজের দাম বাড়ানো হয়েছে বলে বিভিন্ন বিক্রেতা মতামত প্রদান করেছেন।

৭. বন্ড সুবিধার আওতায় আমদানি করা কাগজের কাঁচামাল অতিরিক্ত মুনাফায় খোলা বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। যার ফলে কাগজের বাজারে এর একটি নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে।

সুপারিশ:

১. দেশের সব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কাগজকে রিসাইক্লিং কাজে ব্যবহার করার ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া পরিবেশবান্ধব কাগজের তৈরি দ্রব্যাদি (ডিসপজিবল আইটেম) ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে।

২. আমাদের শিক্ষা ও দৈনন্দিন সবকিছু কাগজের সাথে জড়িত। বিধায় স্বল্প শুল্কে কাগজ বা এর কাঁচামাল আমদানি করার সুযোগ প্রদানের বিষয়টি সরকার ভেবে দেখতে পারে।

৩. কাগজের বাজারে দাম বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কাগজ শিল্পের উন্নতিকল্পে ভর্তুকি বা প্রণোদনা প্রদান করা যেতে পারে।

৪. বন্ড সুবিধার অপব্যবহার রোধকল্পে বন্ড লাইসেন্স রহিত করে ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধা পুনঃপ্রবর্তন করা যেতে পারে।

৫. আমদানিকারক, উৎপাদক, পাইকারি ও খুচরা বাজারে মনিটরিং জোরদারকরণ অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

চিত্র : কাগজের বাজার বিষয়ে সম্পাদিত সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর ভ্যালিডেশন সেমিনারে উপস্থিত কমিশনের চেয়ারপার্সন, সেমিনারের প্রধান অতিথি ও কমিশনের সদস্য

(৬) 'বোতলজাত এলপিজির বাজার' বিষয়ে সম্পাদিত বাজার সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর চূড়ান্ত ভ্যালিডেশন সেমিনার আয়োজন

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ৮ (জ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬ টি পণ্যের সমীক্ষা কাজ সম্পাদন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ৬ টি পণ্যের মধ্যে বোতলজাত এলপিজির বাজার সমীক্ষা সম্পাদন করার জন্য কমিশন ০৩ সদস্য বিশিষ্ট সমীক্ষা দল গঠন করে। সে প্রেক্ষিতে উক্ত সমীক্ষা দলের দাখিলীয় প্রতিবেদন যাচাই বাছাই ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে ১৮-০৬-২০২৩ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে এক ভ্যালিডেশন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী এঁর সভাপতিত্বে উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নূরুল আমিন। এছাড়াও কমিশনের সদস্য জনাব সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান, জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সমীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জনাব নূর উদ্দিন যোবায়ের, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।

ফলাফল:

১. বোতলজাত এলপিজি'র বাজারটি ওলিগপলিস্টিক প্রকৃতির অর্থাৎ শীর্ষ ১০ টি প্রতিষ্ঠানই এ বাজারে আধিপত্য বিস্তার করছে।

২. সঠিক অবকাঠামো গড়ে তুলে সব ধরনের আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রেখে এলপিজি বোতলজাত করা সম্ভব হলে ত্রিপুরার পাশাপাশি ভারতের অন্যান্য রাজ্য ও নেপালেও সরাসরি বোতলজাত এলপিজি রপ্তানি করা সম্ভব হবে।

৩. পর্যাপ্ত স্টোরেজ সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে বিশ্ববাজারে দাম বাড়লেও তা দেশে এলপিজি'র দামের উপর প্রভাব ফেলবে না।

৪. দেশে এলপিজি'র বার্ষিক চাহিদার তুলনায় কোম্পানিগুলোর সরবরাহ ক্ষমতা বেশি।

সুপারিশ:

১. একটি এলপিজি মাস্টার প্ল্যান এবং একটি বিস্তৃত গাইড লাইন প্রস্তুত করা যেতে পারে যা শক্তি সুরক্ষা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং ভিশন ২০৪১ অর্জনের জন্য সহায়ক হবে।

২. একটি একক নিয়ন্ত্রকের অধীনে একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেট-আপ করা যেতে পারে যারা লাইসেন্স প্রদানে সহায়তা প্রদান করতে পারে।

চিত্র : বোতলজাত এলপিজির বাজার বিষয়ে সম্পাদিত সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর ভ্যালিডেশন সেমিনারে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

সপ্তম অধ্যায়

আইন ও বাস্তবায়ন বিভাগের কার্যক্রম

আইন ও বাস্তবায়ন বিভাগ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রকার বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ, আইনগত বিষয়ে মতামত প্রদান, বিনিয়োগকারীদের বাজারে প্রবেশ (Entry) ও বের হওয়া (Exit) সংক্রান্ত বাঁধা দূর করা, প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি পর্যালোচনা, কমিশন কর্তৃক স্বপ্রণোদিতভাবে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনা, অনুসন্ধান প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযোগ গঠন, মামলার বিবাদীদের নিকট নোটিশ জারিকরন, মামলা সংক্রান্ত কাগজাদি, হালনাগাদ তথ্য, পক্ষবৃন্দ কর্তৃক দাখিলীয় ডকুমেন্ট ইত্যাদিসহ মামলার নথি সংরক্ষণ, মামলার আদেশের সার্টিফাইড কপি প্রদান করা, উচ্চতর আদালতে কমিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট পিটিশন পরিচালনা করা এবং পরিচালনার নিমিত্তে আইনজীবী মনোনয়ন দেওয়া, ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

৭.১ ২০২২-২৩ অর্থবছরে স্বপ্রণোদিত, দায়েরকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ

৭.১.১ স্বপ্রণোদিত মামলা: প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ লংঘনের কারণে কমিশন কর্তৃক স্বপ্রণোদিতভাবে ৪৮ টি মামলা রুজু করা হয়।

৭.১.২ দায়েরকৃত মামলা: অভিযোগের ভিত্তিতে ০৬ টি মামলা দায়ের হয়।

৭.২ নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

ক্রমিক	মামলা নং	অভিযোগকারী	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
০১	০৭/২০২০	জনাব পরিতোষ কান্তি সাহা, সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ লবণ মিল মালিক গ্রুপ	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য ৯ (নয়) প্রতিষ্ঠান	অত্যাবশ্যকীয় পণ্য লবণের বাজারে সুষম প্রতিযোগিতা সৃষ্টিকরণ	২৯-০৮-২০২২
০২	০৩/২০২১	জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি	চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)	মুদ্রণ শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশে প্রতিযোগিতা আইনের যথাযথ প্রয়োগ বিষয়ে আনীত অভিযোগ	৩১-০৮-২০২২
০৩	৫৬/২০২২	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম চৌধুরী, শো-রুম ইনচার্জ, ওয়ালটন প্লাজা, রোকেয়া স্মরণী, শেওড়াপাড়া, ঢাকা-১২১৬	জনাব মোঃ কালাম হোসেন, প্রোপ্রাইটর, এফ ইলেকট্রনিক্স, ৬৭৩, উত্তর কাফরুল, ঢাকা-১২০৬	ওয়ালটন কোম্পানির বিভিন্ন পণ্য বিশেষ করে মার্সেল/ ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর কোম্পানির নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অত্যধিক কম মূল্যে রেফ্রিজারেটর বিক্রয় করার বিষয়ে আনীত অভিযোগ	০৭-১২-২০২২

ক্রমিক	মামলা নং	অভিযোগকারী	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
০৪	৬৩/২০২২	জনাব মোঃ ছাইফুল ইসলাম, শো-রুম ইনচার্জ, ওয়ালটন প্লাজা, সায়েদাবাদ, ২৩, ধলপুর (নিউ রোড), উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	জনাব মোঃ ইমরান হোসেন মোল্লা, প্রোপ্রাইটর, সোহাগী এন্টারপ্রাইজ, ১৭ নং ধলপুর (জাপানী বাড়ি), যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	ওয়ালটন কোম্পানির বিভিন্ন পণ্য বিশেষ করে ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর কোম্পানির নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অত্যধিক কম মূল্যে রেফ্রিজারেটর বিক্রয় করার বিষয়ে আনীত অভিযোগ	০৭-১২-২০২২
০৫	৬৪/২০২২	অধ্যক্ষ জনাব মোঃ আবদুল মজিদ, স্বত্বাধিকারী, পপি লাইব্রেরি, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০	জনাব মো. আরিফ হোসেন, সভাপতি, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতিসহ মূল প্রতিপক্ষ ১২ (বারো) জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এবং মোকাবেলা প্রতিপক্ষ ১২ (বারো) জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১), (২) ও (৩); ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) ও (২); ধারা ২১ এর উপ-ধারা (১) এবং ধারা ৩৫ লংঘনের অভিযোগ	২৭-০২-২০২৩
০৬	৬৫/২০২২	জনাব মোঃ ফাহিম তানভীর, এ্যাডভোকেট, জেলা জজ আদালত, ঢাকা	১। অধ্যক্ষ, প্লেপেন স্কুল, প্লট: ৫৪৫/এ, রোড: ১৯, ব্লক: জে, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২২৯ ২। জনাব মোঃ আসিফ ইমরান খান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও), এঞ্জেলিনা টেইলর, দোকান নং-১৯, প্যালাডিয়াম মার্কেট, গুলশান-২, ঢাকা	বিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত দোকান থেকে বিভিন্ন পণ্য ও সেবা গ্রহণে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা	০৬-০৬-২০২৩
০৭	২৭/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বসুন্ধরা ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ১২৫/এ, ব্লক- এ, বসুন্ধরা আর/এ, রোড- ২, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯	চালের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি ও বাজারে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	১৮-০৬-২০২৩

৭.২.১ অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ও বর্তমান অবস্থা: [৩০-০৬-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত]

মামলার সংখ্যা সর্বমোট	৬৬ টি
শুনানি পর্যায়ে	৪৭ টি
তদন্তাধীন	১৯ টি

৭.২.২ অনিষ্পন্ন এবং চলমান মামলাসমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্রসার [৩০-০৬-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত]

ক্রমিক	মামলা নং	অভিযোগকারী	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
০১	০৩/২০২০	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইভ্যালি ডট কম লিমিটেড, বাসা নং ৮ (২য় তলা), রোড ১৪, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩)(ক) এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
০২	০৬/২০২০	জনাব রাফেল কবির, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডিএনএস সফটওয়্যার লিমিটেড	রবি এজিয়াটা ও অন্যান্য ২ (দুই) প্রতিষ্ঠান	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ধারা ১৬ এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
০৩	০১/২০২১	জনাব এ এস এম শরিফুল সাঈদ, হেড অব ফাইনান্স, এম জি এইচ রেস্টুরেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, জাহাঙ্গীর টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা), ১০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা - ১২১৫	ফুডপান্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড এর প্রতিনিধি জনাব আম্বারিন রেজা, সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নাভানা প্রিস্টন পেভিলিয়ন (লেভেল-৮) প্লট-১২৮, ব্লক-সিইএন, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
০৪	০৪/২০২১	জনাব এম. সাইফুল আনাম, লিগ্যাল স্পেশালিস্ট, ইউনাইটেড ঢাকা টোবাকো কোম্পানি লিমিটেড	ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড, নিউ ডিওএইচএস রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ধারা ১৬ এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
০৫	০১/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	আলেশা মার্ট, রুপসা টাওয়ার, ফ্লাট ১০/বি, প্লট-৭, রোড-১৭, বনানী বা/এ, ঢাকা- ১২১৩	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ১৬ এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
০৬	০২/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	সিরাজগঞ্জ শপ ডট কম, রহমতগঞ্জ কাঠেরপুল, এম. এ মতিন রোড, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ১৬ এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
০৭	০৩/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ধামাকা শপিং ডট কম, গ্রীন ডেলটা টাওয়ার, লেভেল ১১-১২, মহাখালী, ঢাকা	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ১৬ এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
০৮	০৪/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	কিউকুম ডট কম, লেভেল-০২, বাসা-৮৬, রোড-১০/১, ব্লক- ডি নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা- ১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ ও ১৬ এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে

ক্রমিক	মামলা নং	অভিযোগকারী	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
০৯	০৫/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	বসুন্ধরা মাল্টিফুড প্রডাক্টস লিমিটেড, বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেড কোয়ার্টার-২ প্লট নং- ৫৬/এ, ব্লক- সি, উম্মে কুলসুম রোড, ২য় এভিনিউ, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা- ১২২৯	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
১০	০৬/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	মেঘনা ও ইউনাইটেড এডিবল অয়েলস রিফাইনারি লিমিটেড, ফ্রেশ ভিলা, হাউজ নং- ১৫, রোড নং- ৩৪, গুলশান- ০১, ঢাকা- ১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
১১	০৭/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	সিটি এডিবল অয়েল লিমিটেড, সিটি হাউজ, প্লট# এন ডব্লিউ (জে) ০৬, রোড# ৫১, গুলশান- ২, ঢাকা-১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
১২	০৮/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিমিটেড, ল্যান্ড ভিউ কমার্শিয়াল সেন্টার (১০ম তলা), ২৮ গুলশান উত্তর সি/এ, গুলশান সার্কেল ২, ঢাকা- ১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
১৩	০৯/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	গ্লোব এডিবল অয়েল লিমিটেড, প্লট ০৩/ক নিউ তেজগাঁও, শিল্প নগর, ঢাকা-১২০৮	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
১৪	১০/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	এস আলম সুপার এডিবল অয়েল লিমিটেড, এস. আলম ভবন, ২১১৯, আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
১৫	১১/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, টি. কে. ভবন (২য় তলা), ১৩, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে

ক্রমিক	মামলা নং	অভিযোগকারী	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৬	১২/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	প্রাইম এডিবল অয়েল লিমিটেড, নাভানা টাওয়ার, ৪৫ গুলশান এভিনিউ (১৬ তলা), ফ্লাট নং- ১৬/এ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এবং ধারা ৮ এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
১৭	১৩/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ, স্বত্বাধিকারী, রশিদ এগ্রো ফুড প্রোডাক্ট লিঃ, আকাশ টাওয়ার (৭ম ফ্লোর), রোড-১৩২, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২ এবং বল্লভপুর, আইলচারা, থানা - কুষ্টিয়া, সদর, কুষ্টিয়া	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	তদন্ত পর্যায়ে
১৮	১৪/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	জনাব মোঃ বেলাল হোসেন, স্বত্বাধিকারী- বেলকোন কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, পার নওগাঁ, আলুপট্টি, নওগাঁ সদর, নওগাঁ	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	তদন্ত পর্যায়ে
১৯	১৫/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	জনাব মোঃ এরফান আলী, স্বত্বাধিকারী- এরফান গ্রুপ, কর্পোরেট অফিস- নূর টাওয়ার (লেভেল-১৪), ১১০ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ঢাকা-১২১২ এবং হেড অফিস- এরফান সেন্টার, আতাহার, বুলনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
২০	১৬/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	জনাব ব্রজেন মজুমদার, প্রোপ্রাইটর- মজুমদার অটো রাইস মিল, বাইপাস মোড়, বিসিক শিল্প নগরী, নওগাঁ	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
২১	১৭/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান, প্রোপ্রাইটর- জহুরা অটো রাইস মিল, আব্দুল হান্নান শিল্পাঞ্চল, পীরগঞ্জ রোড, ভররা, সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে

ক্রমিক	মামলা নং	অভিযোগকারী	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২২	১৮/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	জনাব মোঃ আলাল আহমেদ, আলাল এগ্রো ফুড প্রোডাক্টস লিঃ, কর্পোরেট অফিস- এইচ # ০৮, ঈশা-খাঁ এভিনিউ, সেক্টর # ৬, উত্তরা, ঢাকা এবং হেড অফিস- হাজী ওয়াসিম উদ্দীন প্লাজা, ডাউন্ট রোড মোড়, শেরপুর, বগুড়া	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর লঙ্ঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
২৩	১৯/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া বাহার, স্বত্বাধিকারী- কিবরিয়া এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, কে. ডি. সি. রোড, পুরাণ বগুড়া, স্টেশন রোড, সাত মাথা, বগুড়া	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
২৪	২০/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	জনাব আলহাজ্ব তৌফিকুল ইসলাম বাবু, প্রোপ্রাইটর- মফিজউদ্দিন অটোমেটিক রাইচ মিল, জায়েদা মার্কেট, আলুপট্টি, পার নওগাঁ, নওগাঁ	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
২৫	২১/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	হাজী মোঃ জহিরুল ইসলাম, স্বত্বাধিকারী- নূরজাহান এগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ, পূর্ববাজার, আশুগঞ্জ, ব্রাক্ষ্মনবাড়িয়া	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
২৬	২২/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	জনাব মোঃ পুটু মিয়া/ প্রোপ্রাইটর- মোঃ নাছির উদ্দিন খাঁন, খান অটো রাইস মিলস্ লিমিটেড, তালোড়া বাজার, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
২৭	২৩/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	জনাব হাজী মোঃ আরশাদ আলী, প্রোপ্রাইটর, মেসার্স দাদা রাইচ মিল, খাজানগর, বিসিক (জগতি), কুষ্টিয়া	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
৩০	২৬/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড, স্কয়ার সেন্টার (৬ষ্ঠ ফ্লোর), কর্পোরেট হেড কোয়ার্টার, ৪৮, মহাখালী সি/এ, ঢাকা-১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে

ক্রমিক	মামলা নং	অভিযোগকারী	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৩১	২৮/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্র্যাক সিড এন্ড এগ্রো এন্টারপ্রাইজ, ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা-১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	তদন্ত পর্যায়ে
৩২	২৯/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বঙ্গ মিলারস্ লিমিটেড, প্রাণ সেন্টার, ১০৫ মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	তদন্ত পর্যায়ে
৩৩	৩০/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসিআই ফুডস লিমিটেড, এসিআই সেন্টার, ২৪৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
৩৪	৩১/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ম্যাবকো হাই-টেক রাইচ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, খন্দকার্ ম্যানশন, পার নওগাঁ, নওগাঁ-৬৫০০ কর্পোরেট অফিস- ৯ রাজউক এভিনিউ, আলী ভবন, ৮ম তলা, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
৩৫	৩২/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনারগাঁও ফ্লাওয়ার এন্ড ডাল মিলস্ লিমিটেড, বাড়ি-১৫, রোড-৩৪ (ফ্রেশ ভিলা), গুলশান-১, ঢাকা-১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
৩৬	৩৩/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বসুন্ধরা ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড, ১২৫/এ, ব্লক-এ, বসুন্ধরা আর/এ, রোড-২, বারিধারা, ঢাকা- ১২২৯	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে

ক্রমিক	মামলা নং	অভিযোগকারী	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৩৭	৩৪/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসিআই পিউর ফ্লাওয়ার লিমিটেড, এসিআই সেন্টার, ২৪৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	তদন্ত পর্যায়ে
৩৮	৩৫/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	চেয়ারম্যান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টিকে গ্রুপ, টিকে ভবন (৩য় তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
৩৯	৩৬/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	চেয়ারম্যান এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নূরজাহান গ্রুপ, ১৬২৮/১৬৭১, রামজয় মোহজন লেন, আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	তদন্ত পর্যায়ে
৪০	৩৭/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এস. আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এস. আলম ভবন, ২১১৯, আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
৪১	৩৮/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সম্পা ফ্লাওয়ার মিলস লিমিটেড, সিটি হাউজ, প্লট নং- এন ডব্লিউ (জে) ০৬, রোড নং- ৫১, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
৪২	৩৯/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডায়মন্ড এগ লিমিটেড, হাউজ-৪২৯, রোড-০৭, বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা- ১২০৬	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর লঙ্ঘনের অভিযোগ	তদন্ত পর্যায়ে
৪৩	৪০/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	প্রোপ্রাইটর, পিপলস ফিড/ পিপলস পোল্ট্রি এন্ড হ্যাচারি, ৩, তাজউদ্দিন রোড, মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর লঙ্ঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
৪৪	৪১/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	জনাব কাজী জাহেদুল হাসান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কাজী ফার্মস গ্রুপ, আহমেদ কাজী টাওয়ার, হাউজ # ৩৫, রোড # ২, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৫	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর লঙ্ঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে

ক্রমিক	মামলা নং	অভিযোগকারী	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪৫	৪২/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ম্যানেজিং ডিরেক্টর, প্যারাগন পোল্ট্রি লিমিটেড, প্যারাগন হাউজ (ফ্লোর-১০), মহাখালী সি/এ, ঢাকা- ১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর লঙ্ঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
৪৬	৪৩/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	জনাব আমানত উল্লাহ, আমানত উল্লাহ এন্টারপ্রাইজ, ২৭ স্টেশন রোড, তেজগাঁও, ঢাকা	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর লঙ্ঘনের অভিযোগ	তদন্ত পর্যায়ে
৪৭	৪৪/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ম্যানেজিং ডিরেক্টর/ সিইও, সিপি বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড, ই-২৩৬, ওয়ার্ড নং- ০৭, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর লঙ্ঘনের অভিযোগ	তদন্ত পর্যায়ে
৪৮	৪৫/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	জনাব কাজী জাহেদুল হাসান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কাজী ফার্মস গ্রুপ, আহমেদ কাজী টাওয়ার, হাউজ # ৩৫, রোড # ২, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৫	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর লঙ্ঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
৪৯	৪৬/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ম্যানেজিং ডিরেক্টর/ সিইও, সাগুনা ফুড এন্ড ফিডস বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড, হাউজ # ৭৬ (৪র্থ ফ্লোর), গাউসুল আজম এভিনিউ, সেক্টর #১৩, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর লঙ্ঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
৫০	৪৭/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আলাল পোল্ট্রি এন্ড ফিস ফিড লিমিটেড, চকপোতা, বাগড়া, শেরপুর, বগুড়া	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর লঙ্ঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
৫১	৪৮/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নারিশ পোল্ট্রি ও হ্যাচারী লিমিটেড, হাউজ # ৩৯, সোনারগাঁও জনপথ রোড, সেক্টর-০৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর লঙ্ঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে

ক্রমিক	মামলা নং	অভিযোগকারী	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৫২	৪৯/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ম্যানেজিং ডিরেক্টর, প্যারাগন পোল্ট্রি লিমিটেড, প্যারাগন হাউজ (ফ্লোর-১০), ৫, মহাখালী, সি/এ, ঢাকা- ১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর লঙ্ঘনের অভিযোগ	শুনানি পর্যায়ে
৫৩	৫০/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	প্রেসিডেন্ট, সিপি বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড, ই-২৩৬, ওয়ার্ড নং-০৭, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর লঙ্ঘনের অভিযোগ	তদন্ত পর্যায়ে
৫৪	৫১/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	চেয়ারম্যান/বিজনেস ডিরেক্টর, এসিআই লিমিটেড, এসিআই সেন্টার, ২৪৫, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা- ১২০৮	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
৫৫	৫২/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৮৭, শান্তা ফোরাম (১০ম তলা), ১৮৮/বি, বীর উত্তম মীর শাখাওয়াত সড়ক ঢাকা- ১২০৮	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) এর বিধান লংঘন	তদন্ত পর্যায়ে
৫৬	৫৩/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	হেড অফ অপারেশন, স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড, স্কয়ার সেন্টার, ৪৮, বীর উত্তম এ.কে খন্দকার সড়ক, মহাখালী, ঢাকা	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
৫৭	৫৪/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	চেয়ারম্যান, কোহিনুর কেমিক্যাল কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড, ৩৬, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি, তেজগাঁও আই/এ, ঢাকা- ১২০৮	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) এর বিধান লংঘন	তদন্ত পর্যায়ে
৫৮	৫৫/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেয়া গ্রুপ, নাভানা টাওয়ার (১৪ তলা), স্যুট-এ, পল্টন- ৪৫, গুলশান-০১, ঢাকা- ১২১২ কর্পোরেট অফিস- জারুন, কোনাবাড়ি, গাজীপুর	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) এর বিধান লংঘন	তদন্ত পর্যায়ে

ক্রমিক	মামলা নং	অভিযোগকারী	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৫৯	৫৭/২০২২	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যাসোসিয়েশন (বিসিএমএ), ওয়েস্ট ওয়াইন্ড পয়েন্ট, চ-৮৯/৪, প্রগতি সরণি, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা	কনভেনার, ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল, ৩৭ আগ্রাবাদ বা/এ, কাদেরী চেম্বার, ৫ম তলা, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম বন্দরে Stevendoring/Ship Handling লাইসেন্সের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক করা সংক্রান্ত	শুনানি পর্যায়ে
৬০	৫৮/২০২২		(১) চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ভবন, চট্টগ্রাম (২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিপ হ্যান্ডেলিং এন্ড বার্থ অপারেটরস্ এ্যাসোসিয়েশন, হোসাইন চেম্বার (১ম ফ্লোর), ১০৫, আগ্রাবাদ সি/এ, চট্টগ্রাম-৪১০০	চট্টগ্রাম বন্দরে Stevendoring/Ship Handling লাইসেন্সের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক করা সংক্রান্ত	শুনানি পর্যায়ে
৬১	৫৯/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	জনাব আবু জুবায়ের হোসেন রাব্বি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দালাল প্লাস ডট কম, ১১৪/২ জাফরাবাদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩)(ক) এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
৬২	৬০/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	জনাব মিজানুর রহমান সোহেল, পরিচালক, 24tkt.com	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩)(ক) এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
৬৩	৬১/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডিরেক্টর,আকিজ ফ্লাওয়ার মিলস্ লিমিটেড, আকিজ হাউজ, ১৯৮, বীর উত্তম মীর শওকত সড়ক, গুলশান লিংক রোড, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	তদন্ত পর্যায়ে
৬৪	৬২/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মজুমদার ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড, প্লানার্স টাওয়ার, লেভেল- ১২, ১৩/এ, বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, বাংলামোটর, ঢাকা	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লংঘনের অভিযোগ	তদন্ত পর্যায়ে

ক্রমিক	মামলা নং	অভিযোগকারী	প্রতিপক্ষ	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৬৫	০১/২০২৩	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও, ই-অরেঞ্জ, বাসা নং- ৫/এ, রোড নং- ১৩৬/ ১৩৭, গুলশান, ঢাকা-১২১২	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ), ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এবং দফা (ঙ) এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে
৬৬	০২/২০২৩	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (স্বপ্রণোদিত)	চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও, থলে ডট কম, ৪/সি ওয়াসি টাওয়ার, ইসিবি চত্বর, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২১৬	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ), ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এবং দফা (ঙ) এর বিধান লংঘন	শুনানি পর্যায়ে

৭.২.৩ নিষ্পত্তিকৃত কতিপয় মামলার অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণী, প্রার্থিত প্রতিকার ও সিদ্ধান্ত

<u>মামলা নং- ০৭/২০২০</u>

অভিযোগে বাদীর প্রার্থিত প্রতিকার-

(i) ভোজ্য লবণ এবং অন্যান্য লবণের প্রকৃত জাতীয় চাহিদা নির্ণয়/নির্ধারণ এবং যথাযথভাবে এবং সঠিকভাবে লবণ উৎপাদনের জন্য আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নেতৃত্বে নতুন কমিটি গঠন;

(ii) প্রতি বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে মিলারদের দ্বারা বোল্ডার/অপরিশোধিত লবণ আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা এবং জাতীয় লবণ নীতি ২০১৬-এ গণনা করা অনুপাতে স্থানীয় মিলগুলিকে আমদানির অনুমতি প্রদান করা;

(iii) সোডিয়াম সালফেটের (সালফেট) তুলনায় কম শুল্ক ও কর প্রদানের মাধ্যমে বোল্ডার লবণ আমদানিতে শুল্কের দ্বৈত নীতি অপসারণ;

(iv) বিষাক্ত সোডিয়াম সালফেট/সালফেটের অনুমোদিত এবং/অথবা অপ্রয়োজনীয় আমদানি রোধ করার জন্য স্থানীয় বন্দরে শক্তিশালী সতর্কতা এবং তাৎক্ষণিক রাসায়নিক পরীক্ষা নিশ্চিত করা;

আইন, ন্যায়নীতি ও ন্যায় বিচারে বাদী আর যে সকল প্রতিকারাদি পাবার হকদার বলে বিবেচিত হন সে সকল প্রতিকারাদিও বাদী বরাবরে মঞ্জুর করতে বিজ্ঞ কমিশনের মর্জি হয়।

কমিশনের রায়-

কমিশন কর্তৃক বিগত ২৯-০৮-২০২২ তারিখে প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপ:

১। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৭, ধারা ৮ এর উপধারা (১) এর দফা (ঙ) এর সহিত পঠিতব্য, এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ভোক্তার এবং বাজারে প্রতিযোগিতার স্বার্থ রক্ষার্থে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করার ও বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকারকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে আদেশ নং ৩-৯ এ বর্ণিত পরামর্শ প্রদান সাপেক্ষে মামলাটি ১, ২, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯ এবং ১০ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং ৩নং বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে আংশিকভাবে মঞ্জুরক্রমে নিষ্পত্তি করা হলো।

২। বাদীর প্রার্থিত প্রতিকারের ক্রমিক নং (i), (ii) এবং (iii) ইতোমধ্যে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক-

(ক) আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ০৮ নং আইন) প্রণয়ন করার মাধ্যমে;

(খ) আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ এর বিধান অনুসারে জাতীয় লবণ কমিটি গঠন করার মাধ্যমে;

(গ) ০২-০৩-২০২২ তারিখে জাতীয় লবণ নীতি জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশ করার মাধ্যমে;

(ঘ) ২০-০৪-২০২২ তারিখে এস.আর.ও নম্বর ৯২-আইন/২০২২ মূলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানি নীতি আদেশ, ২০২১-২০২৪ জারি করার মাধ্যমে;

(ঙ) ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সোডিয়াম সালফেট আমদানিতে মোট শুল্ক কর হার বা Total Tax Incidence (TTI) ৮৯.৩২% এবং বোল্ডার লবণ আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কর হার বা Total Tax Incidence (TTI) ৮৯.৩২% নির্ধারণের মাধ্যমে বোল্ডার লবণ আমদানিতে শুল্ক এর তারতম্য সমন্বয় করার মাধ্যমে সংশোধিত এবং পরিবর্তিত আকারে নতুনভাবে প্রণীত ও জারি হয়েছে বিধায় উহাদের উপর বিবেচ্য মামলায় আদেশ প্রদানের কোন আবশ্যকতা নেই।

৩। শুনানিতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী সোডিয়াম সালফেট ($Na_2 SO_4$) আমদানি করছে প্রায় ২৭১০ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান। এ সকল প্রতিষ্ঠানে কি পরিমাণ সোডিয়াম সালফেট প্রয়োজন, কী পরিমাণ আমদানি হয়, কী পরিমাণ অব্যবহৃত থাকে এবং কী পরিমাণ অব্যবহৃত সোডিয়াম সালফেট বাজারে খাবারের লবণের সঙ্গে ভেজাল হিসেবে মেশানো হচ্ছে ইত্যাদি তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট থেকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৪। বাদী বিদেশ থেকে ভোজ্য লবণ (NaCl) আমদানির সুযোগ রাখার বিষয়ে শুনানিকালে প্রতিকার চেয়েছে। লবণ আমদানির সঙ্গে দেশীয় লবণ শিল্পের সুরক্ষা এবং লবণ চাষী ও ভোক্তাদের স্বার্থের বিষয়টি সম্পৃক্ত। ভোজ্য লবণের বাজার পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে দেশে ভোজ্য লবণের প্রকৃত চাহিদা, উৎপাদন ও ব্যবহারের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন বিধায় ভোজ্য লবণের ঘাটতি থাকলে তা পূরণের জন্য আমদানি নীতি আদেশ, ২০২১-২০২৪ এবং জাতীয় লবণ নীতি, ২০২২ অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয় যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

৫। বাজারের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের লবণের প্যাকেটে আয়োডিনের স্বল্পতা সম্পর্কিত অভিযোগ নিরসনের লক্ষ্যে-

(ক) শিল্প মন্ত্রণালয় প্রথমত একটি ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে নিয়মিতভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে বাজারের সকল ব্র্যান্ডের ভোজ্য লবণের আয়োডিন পরীক্ষা সম্পন্ন করে আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ এর ধারা ১০ অনুযায়ী লবণের জাতীয় মান-মাত্রা নির্ধারণ এবং নিশ্চিতকরণের বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে পারে;

(খ) বাজারে সকল প্রকার ভোজ্য লবণে সোডিয়াম সালফেট ($Na_2 SO_4$) সহ অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিয়মিত নমুনা পরীক্ষা করতে পারে।

৬। সরকার অনুমোদিত পরীক্ষাগারের মাধ্যমে আমদানিকৃত লবণের নমুনা খালাসের পূর্বে পরীক্ষা করার বিষয়টি স্থানীয় বন্দর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করতে পারে।

৭। শুনানিতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেশে লবণ চাষের জন্য মোট উৎপাদন খরচের প্রায় ৬০% খরচ হয় জমি ভাড়া বাবদ। অভিযোগ অনুযায়ী ২০১১ সনে প্রতি একর জমির ভাড়া ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা (কম-বেশি) থেকে বর্তমানে তা প্রতি একরে প্রায় ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। লবণ চাষের জমি ভাড়া প্রক্রিয়ার সঙ্গে এক প্রকার মধ্যস্বত্বভোগী জড়িত থাকায় প্রকৃত লবণ চাষীদেরকে অনেক বেশি ভাড়ায় জমি নেয়ার কারণে লবণের উৎপাদন খরচ ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে।

বর্ণিত কারণে লবণের উৎপাদন খরচ কমানো, লবণ চাষীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা এবং ভোক্তাদেরকে সাশ্রয়ীমূল্যে লবণ কেনার সুযোগ দেয়ার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি বিবেচনায় নিতে পারে।

মামলা নং- ০৩/২০২১

অভিযোগে বাদীর প্রার্থিত প্রতিকার-

(১) এনসিটিবি'র পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের ক্ষেত্রে বিরাজমান অসম প্রতিযোগিতা প্রতিহত করার লক্ষ্যে বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধাদি বিলোপ করে প্রতিযোগিতা আইনের বিধান অনুসারে মুদ্রণ খাতে প্রকৃত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা।

(২) মুদ্রণ খাতে বিরাজমান বৈষম্য এবং কাগজ মিলগুলোর একচেটিয়া ব্যবসায়িক কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ করা।

কমিশনের রায়-

কমিশন কর্তৃক ৩১-০৮-২০২২ তারিখে প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপ:

১। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ৮ এর উপধারা (১) এর দফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করার ও বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকারকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে আদেশ নং ৩-৫ এ বর্ণিত পরামর্শ প্রদান সাপেক্ষে মামলাটি দোতরফাসূত্রে নিষ্পত্তি করা হলো।

২। আবেদনকারীর আবেদনে পরোক্ষভাবে আনীত প্রতিপক্ষ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর কোন ধারা লঙ্ঘন করার বিষয়টি প্রমাণিত না হওয়ায় অভিযোগকারী তার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পেতে পারে না।

৩। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) শিক্ষার্থীদের মাঝে সঠিক সময়ে বই সরবরাহের নিমিত্ত বই মুদ্রণের ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান নির্বাচনকালে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ যথাযথভাবে প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৪। দেশি-বিদেশি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানসমূহ টেন্ডারে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যাতে শিক্ষার্থীদের মাঝে মুদ্রিত বই সরবরাহ করতে পারে সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানসমূহ দায়িত্বশীল থাকবে।

৫। আদেশ নং ৩ এর ধারাবাহিকতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে মুদ্রণ শিল্প সম্পর্কিত ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় রাখা, মুদ্রণ শিল্পের প্রসার ঘটানো এবং উক্ত শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মাঝে মাঝে মুদ্রণ শিল্প সমিতি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে পলিসি ডায়ালগ এর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে।

মামলা নং- ৫৬/২০২২

পক্ষবৃন্দ কর্তৃক দাখিলীয় সোলেনামায় ৩টি শর্তের বিষয় উল্লেখ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

১। অভিযুক্ত ভবিষ্যতে অভিযোগকারীর কোম্পানির পণ্য কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত দাম/কোম্পানির নিকট থেকে ক্রয়কৃত মূল্য এর কম দামে কখনো বিক্রি করিবেন না।

২। ২য় পক্ষ/অভিযুক্ত অত্র মামলার দায় থেকে অব্যাহতি পেলে ১ম পক্ষ/অভিযোগকারী এর কোন আপত্তি নাই।

৩। অত্র মামলার পক্ষদ্বয় অভিযোগের বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে কোন প্রকার বক্তব্য উত্থাপন করিবে না।"

কমিশনের রায়-

কমিশন কর্তৃক ০৭-১২-২০২২ তারিখে প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপ:

১। ওয়ালটন কোম্পানির বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর বিশেষত: মার্সেল ফ্রিজ/ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর, ইত্যাদি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করার, নিশ্চিত ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এবং প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অভিযোগকারী কর্তৃক বিগত ২৩-০৬-২০২২ তারিখে দাখিলীয় অভিযোগ এবং পক্ষবৃন্দ কর্তৃক দাখিলীয় সোলেনামার শর্ত বিবেচনাক্রমে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) এর বিধানাবলী অনুসারে ৩নং এবং ৪নং আদেশে উল্লিখিত কতিপয় পরামর্শ ও নির্দেশনাসহ মামলাটি দোতরফাসূত্রে আপোষনামামূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

২। বিগত ৩০-১১-২০২২ তারিখে পক্ষবৃন্দ কর্তৃক স্বাক্ষরিত সোলেনামাটি আদেশের একাংশ হিসেবে গণ্য হবে।

৩। **অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ -**

(ক) সিটি কর্পোরেশন বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৈধভাবে ইস্যুকৃত লাইসেন্স, উক্ত লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্ত, ব্যবসার ধরণ এবং ব্যবসার সময়কাল, ইত্যাদি অনুসরণক্রমে তাদের স্ব-স্ব ব্যবসা পরিচালনা করবেন এবং ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুসারে যে কোন ধরনের প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে আবশ্যিকভাবে বিরত থাকবেন;

(খ) ওয়ালটন কোম্পানির বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর বিশেষত: মার্সেল ফ্রিজ/ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর, ইত্যাদি বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকভাবে পণ্যের মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধি করে জনসাধারণ তথা ভোক্তাগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করা থেকে বিরত থাকবেন;

(গ) সোলেনামার শর্ত ১ প্রতিপালনের বিষয়ে প্রতিপক্ষ সতর্ক এবং সচেতন থাকবেন এবং অভিযোগকারীর সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত লংঘন করবেন না।

৪। সোলেনামার শর্ত ২ এর মর্ম মোতাবেক প্রতিপক্ষকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সকল দায় থেকে অভিযোগকারীর বিনা আপত্তিতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। ৩নং এবং ৪নং আদেশে প্রদত্ত পরামর্শ এবং নির্দেশনা প্রতিপক্ষ বা ওয়ালটন কোম্পানির অন্য কোনো ডিস্ট্রিবিউটর বা অভিযোগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লজ্মন করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষ, ডিস্ট্রিবিউটর বা অভিযোগকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) এর বিধান অনুসারে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন থেকে যথাযথ আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মামলা নং- ৬৩/২০২২

পক্ষবৃন্দ কর্তৃক দাখিলীয় সোলেনামায় ৩টি শর্তের বিষয় উল্লেখ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

১। অভিযুক্ত ভবিষ্যতে অভিযোগকারীর কোম্পানির পণ্য কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত দাম/কোম্পানির নিকট থেকে ক্রয়কৃত মূল্য এর কম দামে কখনো বিক্রি করিবেন না।

২। ২য় পক্ষ/অভিযুক্ত অত্র মামলার দায় থেকে অব্যাহতি পেলে ১ম পক্ষ/অভিযোগকারী এর কোন আপত্তি নাই।

৩। অত্র মামলার পক্ষদ্বয় অভিযোগের বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে কোন প্রকার বক্তব্য উত্থাপন করিবে না।"

কমিশনের রায়-

কমিশন কর্তৃক ০৭-১২-২০২২ তারিখে প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপঃ

১। ওয়ালটন কোম্পানির বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী বিশেষতঃ ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করার, নিশ্চিত ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এবং প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অভিযোগকারী কর্তৃক বিগত ২৩-০৬-২০২২ তারিখে দাখিলীয় অভিযোগ এবং পক্ষবৃন্দ কর্তৃক দাখিলীয় সোলেনামার শর্ত বিবেচনাক্রমে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) এর বিধানাবলী অনুসারে ৩নং এবং ৪নং আদেশে উল্লিখিত কতিপয় পরামর্শ ও নির্দেশনাসহ মামলাটি দোতরফাসূত্রে আপোষনামামূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

২। বিগত ৩০-১১-২০২২ তারিখে পক্ষবৃন্দ কর্তৃক স্বাক্ষরিত সোলেনামাটি আদেশের একাংশ হিসেবে গণ্য হবে।

৩। **অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ -**

(ক) সিটি কর্পোরেশন বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৈধভাবে ইস্যুকৃত লাইসেন্স, উক্ত লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্ত, ব্যবসার ধরণ এবং ব্যবসার সময়কাল, ইত্যাদি অনুসরণক্রমে তাদের স্ব স্ব ব্যবসা পরিচালনা করবেন এবং ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুসারে যে কোন ধরনের প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে আবশ্যিকভাবে বিরত থাকবেন;

(খ) ওয়ালটন কোম্পানির বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী বিশেষতঃ ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকভাবে পণ্যের মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধি করে জনসাধারণ তথা ভোক্তাগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করা থেকে বিরত থাকবেন;

(গ) সোলেনামার শর্ত ১ প্রতিপালনের বিষয়ে প্রতিপক্ষ সতর্ক এবং সচেতন থাকবেন এবং অভিযোগকারীর সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত লংঘন করবেন না।

৪। সোলেনামার শর্ত ২ এর মর্ম মোতাবেক প্রতিপক্ষকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সকল দায় থেকে অভিযোগকারীর বিনা আপত্তিতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। ৩নং এবং ৪নং আদেশে প্রদত্ত পরামর্শ এবং নির্দেশনা প্রতিপক্ষ বা ওয়ালটন কোম্পানির অন্য কোনো ডিস্ট্রিবিউটর বা অভিযোগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লজ্ঝন করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষ, ডিস্ট্রিবিউটর বা অভিযোগকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) এর বিধান অনুসারে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন থেকে যথাযথ আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মামলা নং- ৬৪/২০২২

অভিযোগে বাদীর প্রার্থিত প্রতিকার-

(১) কমিশন আমাদের অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(২) কমিশন আমাদের উপর বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির বিষয়ে উল্লিখিত স্মারক ও তারিখের পত্রের মাধ্যমে জারিকৃত নিষেধাজ্ঞার ভয়াবহ প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারির ক্ষমতা প্রয়োগ করে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির উল্লিখিত পত্র (পত্র নং: ২০২২/নীতি/২০২১-২৩/নিষেধাজ্ঞা/৩২, তারিখ: ১৭-১১-২০২২) এর কার্যকারিতা স্থগিত করবেন;

(৩) বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির ভবিষ্যৎ সকল কার্যক্রমের প্রতিযোগিতা বান্ধব হওয়া নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল নির্দেশনা দেবেন; এবং

(৪) বাপুস পত্র নং: পুস্তক /২০২০/সভাপতি/৩৫, তারিখ: ০৫-১১-২০২০ সংযুক্তি-০৩; পত্র নম্বর: ২০২১/নীতিমালা /২০২১-২৩/০৪, তারিখ: ২১-১০-২০২১ (সংযুক্তি: ০৬); পত্র নং: পুস্তক/২০২২/সভাপতি /৪২, তারিখ: ২২-০৮-২০২২ সূত্রে জারিকৃত নির্দেশনা বেআইনি, অবৈধ ও অকার্যকর ঘোষণা করবেন।

কমিশনের রায়-

কমিশন কর্তৃক ২৭-০২-২০২৩ তারিখে প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপ-

১। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩নং আইন) এর ধারা ১৭ এর বিধান মোতাবেক বিবেচ্য মামলাটি পক্ষবৃন্দের অর্থাৎ অভিযোগকারী এবং ১১ জন মূল প্রতিপক্ষ ও ১২ জন মোকাবেলা প্রতিপক্ষের সম্মতিতে এবং স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যের/মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে দোতরফাসূত্রে এবং ৬নং মূল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে, আদেশ নং ২ থেকে ৬ এ উল্লিখিত কতিপয় পরামর্শ ও নির্দেশনাসহ নিস্পত্তি করা হলো।

২। **অভিযোগকারী-**

(ক) বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির, অতঃপর উক্ত সমিতি বলে উল্লিখিত, সদস্য হিসেবে বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ৯নং আইন) এর সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ এবং সমিতির জন্য প্রযোজ্য সংঘবিধি, সংঘস্মারক এবং নীতিমালা প্রতিপালনে যত্নশীল ও সতর্ক থাকবে;

(খ) সরকারের সিদ্ধান্ত/অনুমোদন ব্যতীত ভবিষ্যতে রাজধানী, বিভাগীয় শহর, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে বা অন্য কোনো স্থান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সম্মানি, আপ্যায়ন ইত্যাদির বিনিময়ে নতুন শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত আলোচনা ও মতবিনিময় সভা আয়োজন করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা সরকারি সিদ্ধান্ত/অনুমোদন ব্যতীত আর্থিক সম্মানি, আপ্যায়ন ইত্যাদির বিনিময়ে এ ধরণের আলোচনা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলুষিত করার এবং বই ব্যবসার ক্ষেত্রে তার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সাধনের বিষয়টি প্রশ্নাতীত নয়;

(গ) পুস্তক প্রকাশনা ও বাজারে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতামূলক দায়িত্ব পালন করবে;

(ঘ) পুস্তক প্রকাশনায় চলমান অসুস্থ প্রতিযোগিতা বন্ধ করে ডোনেশনমুক্ত পুস্তক ব্যবসার পরিবেশ নিশ্চিত এবং বাজারে উন্নতমানের পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে পূর্বের ন্যায় ঐতিহ্য বজায় রাখার বিষয়ে দায়িত্বশীল থাকবে।

৩। **প্রতিপক্ষগণ-**

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪০ এর বিধান প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয় এরূপ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ বা নির্দেশনা জারি করবে না;

(খ) বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সকল সদস্যের প্রতি এক এবং অভিন্ন মনোভাব পোষণ করবে, পক্ষপাতিত্বহীনভাবে আইনানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বদ্ধপরিকর থাকবে;

(গ) বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সকল সদস্য বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৯নং আইন) এর সংশ্লিষ্ট ধারা এবং উক্ত সমিতির জন্য প্রযোজ্য সংঘবিধি, সংঘস্মারক এবং নীতিমালা অনুসরণে ব্যবসায়িক কার্য সম্পাদন ও পরিচালনা করছে কিনা সে ব্যাপারে কঠোর নজরদারি রাখবে এবং এ দফায় উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট আইনগত দলিল (Legal Instruments) লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(ঘ) ব্যবসা পরিচালনা সংশ্লিষ্ট আইনগত দলিল (Legal Instruments) লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে শুধুমাত্র কোনো কাজ করা থেকে বিরত রাখার নির্দেশনা বা নিষেধাজ্ঞা জারি না করে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর থাকবে এবং সংঘবিধি, সংঘস্মারক ও নীতিমালার বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

(ঙ) বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সদস্য ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড সম্পাদনের মাধ্যমে বাজারকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে করণীয় বিধান, প্রয়োজনে, নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিতে পারে;

(চ) সরকারের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে যে সকল প্রকাশক বিভিন্ন নামে সহায়ক পুস্তক প্রকাশ করে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বাজারে ছেড়েছে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের কার্যক্রম বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪। কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরি বা প্রকাশনী সংস্থা বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সদস্য, হোক বা না হোক, বাংলাদেশের যে কোনো অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের প্রকাশিত বই সরবরাহ ও বাজারজাত করার ক্ষেত্রে নিজেদের বিরত রাখবে, এক্ষেত্রে সমিতির সংঘবিধি, সংঘস্মারক ও নীতিমালা লঙ্ঘিত হলে, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫। বিবেচ্য মামলার বিষয়বস্তুর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এরূপ কোনো সমিতি, লাইব্রেরি, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বই ক্রয়-বিক্রয় এবং সরবরাহকালে বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী অনুশীলনসমূহ নির্মূল এবং বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে সচেতন থাকবে।

৬। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ৯নং আইন) এর বিধান অনুসারে সরকার এর নিকট থেকে প্রাপ্ত লাইসেন্স এর শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকবে, অন্যথায় বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ধারা ৫ সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ধারা ও এতদ্‌সম্পর্কিত বিধিমালার বিধানানুসারে সরকার উক্ত লাইসেন্স বাতিল করতে পারবে।

৭। ২ থেকে ৬ নং আদেশে প্রদত্ত যে কোনো পরামর্শ বা নির্দেশনা পক্ষবৃন্দ বা সমজাতীয় বাণিজ্য সংগঠন বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লঙ্ঘন করা হলে উক্ত লঙ্ঘনকারী পক্ষ বা ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) এর বিধান অনুসারে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন থেকে যথাযথ আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৮। পক্ষগণ বরাবরে প্রদত্ত ২ থেকে ৬ নং নির্দেশনা/পরামর্শসমূহ প্রতিপালন হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ইহার পরিদর্শন ও তদারকি কার্যক্রম জোরদার করবে।

মামলা নং- ৬৫/২০২২

অভিযোগে বাদীর প্রার্থিত প্রতিকার-

প্লেপেন স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত অন্যান্য ভাতা আদায় করে থাকে এবং বিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত দোকান হতে বিভিন্ন পণ্য ও সেবা গ্রহণে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করে থাকে, যেমন-

(১) সকল প্রকার বই বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যালয় থেকে ক্রয় করতে হয়।

(২) বিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ১টি দোকান (এঞ্জেলিনা টেইলর, দোকান নং-১৯, প্যালাডিয়াম মার্কেট, গুলশান-২, ঢাকা) থেকেই বাধ্যতামূলকভাবে স্কুল ইউনিফর্ম বানাতে হয়, যদিও একই পোশাক অন্য দোকান থেকে অনেক কম খরচে বানানো সম্ভব।

(৩) স্টেশনারি দ্রব্যের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি সেমিস্টারে বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা প্রদান করতে হয় (শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও), প্রতি সেমিস্টারে বিভিন্ন স্টেশনারি দ্রব্য এমনকি স্কেল/কাঁচি/স্কচটেপ ইত্যাদির জন্যও অর্থ জমা প্রদান করতে হয়, যা প্রতি সেমিস্টারে কোন শিক্ষার্থীরই নতুনভাবে কেনার প্রয়োজন হয় না, প্রদেয় অর্থের বিপরীতে বিদ্যালয় থেকে কোন ব্যয়ের বিবরণ প্রেরণ করা হয় না এবং অব্যবহৃত অর্থ বা প্রদত্ত অর্থে ক্রয়কৃত অব্যবহৃত সামগ্রী কখনও ফেরৎ প্রদান করা হয় না।

(৪) প্রতি বছর নির্দিষ্ট সংখ্যক খাতা স্কুল থেকে কিনতে বাধ্য করা হয় (সেই পরিমাণ খাতার প্রয়োজন না থাকা এবং পূর্বে ক্রয়কৃত খাতা অব্যবহৃত থাকা সত্ত্বেও প্রতি সেমিস্টারে নির্দিষ্ট সংখ্যক খাতা কেনা বাধ্যতামূলক)।

এভাবে প্লেপেন স্কুল বিভিন্ন প্রকার একচ্ছত্র ও প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এবং অনৈতিকভাবে ও হিসাব বহির্ভূতভাবে শিক্ষার্থীদেরকে একচ্ছত্র ও প্রতিযোগিতা বিরোধী সেবা ও পণ্য ক্রয়ে বাধ্য করার মাধ্যমে ক্রমাগত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড করে চলেছে যা প্রতিযোগিতা আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

কমিশনের রায়-

কমিশন কর্তৃক ০৬-০৬-২০২৩ তারিখে প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপ-

(১) স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য পোশাক সংগ্রহ করা, পোশাক তৈরি করা, বই কেনা, স্পোর্টস ওয়্যার ইত্যাদি কোন নির্দিষ্ট দোকান বা সরবরাহকারীর নিকট হতে ক্রয় করার নির্দেশ দান হতে বিরত থাকা। বর্ণিত সামগ্রী সংগ্রহ কার্যক্রম যথাযথ প্রচারের মাধ্যমে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং এ সকল কার্যক্রমের ধারাবাহিক বিবরণ স্কুলের গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশনে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা।

(২) প্রয়োজন ব্যতিরেকে স্টেশনারি দ্রব্যের জন্য সেমিস্টার প্রতি যে কোন পরিমাণ অর্থ জমা প্রদানের রীতি পরিহার করা।

(৩) ফি বছর নির্দিষ্ট সংখ্যক খাতা স্কুল থেকে ক্রয় করার বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা থেকে বিরত থাকা।

(৪) উল্লিখিত পর্যবেক্ষণ ছাড়াও স্কুলের যে কোন কার্যক্রমে প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি সম্পাদন হতে বিরত থাকা।

(৫) প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষ এবং সেমিস্টার সমাপনান্তে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণসমূহের আলোকে স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহিত বাস্তবায়ন কার্যক্রমের উপর ফলোআপ প্রতিবেদন বাধ্যতামূলকভাবে কমিশনে জমা প্রদান করা।

(৬) উল্লিখিত পর্যবেক্ষণসমূহের বিষয়ে গৃহিত পদক্ষেপের উপর আগামী এক মাসের মধ্যে কমিশনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন জমা প্রদান করা।

মামলা নং- ২৭/২০২২

সাম্প্রতিক সময়ে চালের বাজারে অযৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধির বিষয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রচারিত হয়েছে। চালের মিলার এবং সরবরাহকারী কোম্পানিসমূহ সব ধরণের চালের মূল্য ০৭ টাকা থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছেন। চালের মিলার এবং বাজারজাতকারী কোম্পানিসমূহ প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। চালের (প্যাকেটজাত) বাজারে কৃত্রিম সংকট নিরুপণ বিষয়ক অভিযোগটি প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এবং দফা (খ) লঙ্ঘন করেছে।

কমিশনের রায়-

সার্বিক পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণান্তে কমিশন কর্তৃক বিগত ১৮-০৬-২০২৩ তারিখ গৃহিত পর্যবেক্ষনসমূহ নিম্নরূপ-

(ক) অত্র মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ও অনুসন্ধান প্রতিবেদনের অস্পষ্ট এবং দুর্বল পয়েন্টসমূহের প্রতি অনুসন্ধান দলের সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুসন্ধানমূলক কাজ এবং তদন্ত সংক্রান্ত কাজ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করার জন্য কমিশন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

(খ) প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে একটি অনলাইন নিউজের প্রতিবেদনে চালের বাজারে সিন্ডিকেট করার স্পষ্ট অভিযোগ আনয়ন করা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনরুপ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ না করার বিষয়ে বসুন্ধরা কর্তৃপক্ষ কমিশন বরাবর অনতিবিলম্বে উপযুক্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবে।

(গ) ইন্টারনেটে বসুন্ধরা ব্র্যান্ড সম্বলিত চালের প্যাকেট দৃষ্টিগোচর হয়েছে মর্মে তদন্ত দল কর্তৃক প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান তদন্ত দলকে জানান যে, বসুন্ধরা ফুড এ্যান্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃপক্ষ বাজারে অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। উক্ত অনুসন্ধান কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান কমিশনকে অবহিত করেনি। এ বিষয়ের অগ্রগতি অনতিবিলম্বে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান কমিশনকে অবহিত করবে। উপরিউক্ত পর্যবেক্ষণসমূহের আলোকে অত্র মোকদ্দমার কার্যক্রম নথিজাত করা হলো।

৭.৩ মহামান্য হাইকোর্টে চলমান রিট পিটিশন এবং কোম্পানি ম্যাটার সংক্রান্ত তথ্য

২০২২-২৩ অর্থবছরে-

(ক) মোট ১২ (বার) টি রিট পিটিশন চলমান রয়েছে।

(খ) ২ (দুই) টি কোম্পানি ম্যাটার (Company Matter) সংক্রান্ত আবেদন শুনানি পর্যায়ে রয়েছে।

(গ) ১ (এক) টি রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

ক অংশ: মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশনসমূহ (নিষ্পত্তির অপেক্ষায়)

ক্রমিক	রিট পিটিশন নং	পিটিশনার	রেসপনডেন্ট	পিটিশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সর্বশেষ অবস্থা (৩০ জুন, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত)	দায়িত্ব পালনকারী বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীর নাম
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	১৬৬০৫/ ২০১৭	জনাব এস এম খোরশেদুল আমিন	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৩ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	মামলার পিটিশনার চিটাগাং কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস এ্যাসোসিয়েশন (সিএন্ডএফ) ব্যবসা পরিচালনা করার প্রেক্ষাপটে সিএন্ডএফ সেবা প্রদানের জন্য আহুত দরপত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যথাযথ বিধি মোতাবেক অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে চিটাগাং কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস এ্যাসোসিয়েশন (সিএন্ডএফ) হতে পিটিশনার নীতিমালা ভঙ্গ করেছে বলে জানানো হলে পিটিশনার সংক্ষুব্ধ হয়ে বর্ণিত রিট পিটিশন দায়ের করেন।	শুনানি পর্যায়ে (শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ “Rule Injunction” জারি করেন)	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার তৌফিক আনোয়ার চৌধুরী
২	১৫৮৩২/ ২০১৮	জনাব এস এম খোরশেদুল আমিন, পিতা-মৃত এসএম রফিকুল আমিন	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৬ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	চিটাগাং কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস এ্যাসোসিয়েশন (সিএন্ডএফ) প্রতিযোগিতা আইনের পরিপন্থী তাদের সাধারণ নীতিমালার শিরোনামে বাধ্যতামূলক সি এন্ড এফ কমিশন হার নির্ধারণ করে বাস্তবায়নের জন্য সকল সদস্যকে নির্দেশ করার প্রেক্ষাপটে পিটিশনার সংক্ষুব্ধ হয়ে বর্ণিত রিট পিটিশন দায়ের করেন	শুনানি পর্যায়ে (শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ "Rule and direction" জারি করেন)	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা
৩	৩১৩২/ ২০২১	লিগ্যাল ভয়েস ফাউন্ডেশন, ঢাকা	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (৩ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	বাদী প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ২৯(১) (খ), ৩১(৩), ৩১(৪) এবং ৩১(৬) এর Legality Challenge করে রিট পিটিশন দায়ের করেন	শুনানি পর্যায়ে (শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ মহামান্য ১৫-০৩-২০২৩ তারিখে "Rule Nisi"জারি করেন)	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা
৪	৭৮৬২/ ২০২১	জনাব কামরুল ইসলাম	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৫ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	Challenging the inaction of the respondents to promote, ensure and sustain congenial atmosphere for the competition in trade and to prevent, control and eradicate collusion and monopoly and oligopoly, combination or abuse of dominant position or activities adverse to the competition	শুনানি পর্যায়ে (শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ "Only Rule" জারি করেন)	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা
৫	৯৫৬১/ ২০২১	জনাব এস.এম. খুরশেদুল আমিন	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০১ ও ০২ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	পিটিশনার বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এর ১৬/০৯/২০২১ তারিখে ইস্যুকৃত আদেশের বিরুদ্ধে রিট পিটিশন দায়ের করেছেন। শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট রুল নিশি জারি করেন।	শুনানি পর্যায়ে (মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের ওয়েব পোর্টালে আদেশের ফলাফল সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি)	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা

ক্রমিক	রিট পিটিশন নং	পিটিশনার	রেসপনডেন্ট	পিটিশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সর্বশেষ অবস্থা (৩০ জুন, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত)	দায়িত্ব পালনকারী বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীর নাম
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৬	১৩২১১/ ২০২১	জনাব মোঃ ইব্রাহীম মোল্লা	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৩ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	Challenging the Judgement and Order dated 02.11.2021 passed by the Ministry of Commerce/ Respondent no. 2 in Appeal Case no. 01 of 2021 cancelling the penalty imposed upon the petitioner and affirming the judgement and order dated 24.02.2021 passed by the Competition Commission in Competition Commission Case no. 1 of 2020. শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট রুল নিশি ও স্থগিত আদেশ জারি করেন	শুনানি পর্যায়ে (শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ "Rule and stay" জারি করেন)	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা
৭	৮২০৩/ ২০২১	ল' এন্ড লাইফ ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট এবং অন্যান্য	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৯ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	বাংলাদেশে ই-কমার্স ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ মনিটর ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভোক্তাদের ও ই-কমার্স সংস্থাসমূহের স্বার্থ (Interest) রক্ষা করার বিষয়ে রিট পিটিশন। শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট রুল নিশি জারি করেন।	০২ টি রিট পিটিশন একত্রে (analogously) শুনানি পর্যায়ে (শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ" Order passed and adjourned up to 08.11.2021" জারি করেন	প্যানেল আইনজীবী জনাব তাপস কান্তি বল
৮	৮২৯০/ ২০২১	জনাব মোঃ দিদার হোসেন বাবু	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (১২ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	বাংলাদেশে ই-কমার্স ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভোক্তাদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে রিট পিটিশন		
৯	৩২৮৮/ ২০২২	জনাব সৈয়দ মহীদুল কবিরসহ অন্যান্য ৪ জন	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৪ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	ভোজ্যতেল এর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায়, জনস্বার্থে, পিটিশনার রিট পিটিশন দায়ের করেছেন	শুনানি পর্যায়ে (শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ বিগত ২৯-০৮-২২ তারিখ "Rule and direction" জারি করেন)	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা
১০	৮০৭৭/ ২০২২	জনাব মোঃ মুরশেদ উদ্দিন নোমানসহ অন্যান্য ৪০ জন	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (১০ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	এসক্রো অ্যাকাউন্ট সার্ভিস এর পেমেন্ট গেটওয়েতে (যেমন: Nagad/ Bkash/ SSL Commerz/ Surjo Pay, UCBL) রক্ষিত বাদীগণ কর্তৃক অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ এবং বাদীগণ কর্তৃক ১৪ নং প্রতিপক্ষ (দালাল প্লাস) এর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রদত্ত অন্যান্য সকল অর্থ ৫ নং প্রতিপক্ষ (বাংলাদেশ ব্যাংক) এর নির্ধারিত সুদহার সমেত বাদীগণকে ফেরত প্রদান করার বিষয়ে রিট পিটিশনটি দায়ের করা হয়	শুনানি পর্যায়ে (শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট বিগত বিভাগ ০৮-০৮-২২ তারিখ "Rule Only" জারি করেন)	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা

ক্রমিক	রিট পিটিশন নং	পিটিশনার	রেসপনডেন্ট	পিটিশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সর্বশেষ অবস্থা (৩০ জুন, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত)	দায়িত্ব পালনকারী বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীর নাম
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১১	১৪৪৪০/ ২০২২	জনাব এস এম সানাউল্লাহ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স সেভারেল কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৫ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্যসহ মোট ১৪ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রেসপনডেন্ট	পিটিশনার চট্টগ্রাম কাস্টমস্ এজেন্টস এ্যাসোসিয়েশন এর হস্তক্ষেপ ছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য খালাস করতে রিট পিটিশনটি দায়ের করেন	শুনানি পর্যায়ে (মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের ওয়েব পোর্টালে আদেশের ফলাফল সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি)	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা
১২	৫৩২/ ২০২৩	জনাব মোঃ সুজন আলী	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে ০৩ নং প্রতিপক্ষ এবং সচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে ০৪ নং প্রতিপক্ষসহ মোট ০৪ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রেসপনডেন্ট	পিটিশনকারী বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের (প্রতিপক্ষ-৪) বিগত ১৩-১২-২০২২ তারিখের ২৬.১২.০০০০. ১০৪.১১.০১৬.১৮-১০২২ নং স্মারকমূলে প্রতিপক্ষ (২) এর নিকট সহকারী পরিচালক (৯ম গ্রেড) এর নিয়োগের জন্য ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট জারি সংক্রান্ত পত্রটিকে চ্যালেঞ্জ করেন। এছাড়াও, অপেক্ষমান তালিকা হতে সহকারী পরিচালক (৯ম গ্রেড) পদে প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য প্রতিপক্ষদের নির্দেশনা দেওয়ার জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নিকট প্রার্থনা করেন।	প্রাথমিক শুনানি পর্যায়ে (শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ বিগত ১২-০৬-২০২৩ তারিখ "out of list" জারি করেন)	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা

খ অংশ: মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত কোম্পানি ম্যাটার

ক্রমিক	কোম্পানি ম্যাটার	পিটিশনার	রেসপনডেন্ট	পিটিশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সর্বশেষ অবস্থা (৩০ জুন, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত)	দায়িত্ব পালনকারী বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীর নাম
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	২১২/ ২০২১	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (০৭ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্য	কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ২৪১, ২৪২ এবং ২৪৫ ধারা উল্লেখ করে ১ নং রেসপন্ডেন্ট ইভ্যালি ডট কম লিঃ এর বিরুদ্ধে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বিক্রয়, হস্তান্তর বা অন্যভাবে নিষ্পত্তি না করা সংক্রান্ত	শুনানি পর্যায়ে (মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের ওয়েব পোর্টালে আদেশের ফলাফল সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি)	প্যানেল আইনজীবী জনাব তাপস কান্তি বল
২	৪৯১/ ২০২২	বসুন্ধরা এলপিএস লিমিটেড	চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (১১ নং রেসপনডেন্ট) ও অন্যান্যসহ মোট ১২ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রেসপনডেন্ট	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ২২৮ এবং ২২৯ এর অধীনে ২ (দুই) টি কোম্পানির Amalgamation/Merger এর জন্য একটি আবেদন করেন	শুনানি পর্যায়ে (শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট বিগত ১৯-০৬-২০২৩ তারিখ "Allowed" জারি করেন)	প্যানেল আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদা শারমিন এশা

গ অংশ: মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে নিষ্পত্তিকৃত রিট পিটিশন

ক্রমিক	রিট পিটিশন নং	পিটিশনার	রেসপনডেন্ট	পিটিশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সর্বশেষ অবস্থা (৩০ জুন, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত)	দায়িত্ব পালনকারী বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীর নাম
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	৯১১/ ২০২৩	অধ্যাক্ষ মোঃ আব্দুল মজিদ, স্বত্বাধিকারী, পপি লাইব্রেরি	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে ০১ নং প্রতিপক্ষ ও চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে ০৪ নং প্রতিপক্ষসহ মোট ০৮ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রেসপনডেন্ট	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ৮ অনুযায়ী পিটিশনার কর্তৃক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে দায়েরকৃত মামলা নং ৬৪/২০২২ খারিজ ও বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও মুদ্রণ সমিতি কর্তৃক বিগত ০৫-১১-২০২০, ২১-১০-২০২১, ২২-০৮-২০২২ এবং ১৭-১১-২০২২ তারিখ জারিকৃত সিদ্ধান্ত/পত্র বেআইনি এবং নিষ্ক্রীয় ঘোষণা করার জন্য পিটিশনকারী রিট পিটিশন দায়ের করেন	শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ বিগত ০২-০২-২০২৩ তারিখ "discharged for non prosecution" জারি করেন। পরবর্তীতে মহামান্য আপিল বিভাগ কর্তৃক ২০-০২-২০২৩ তারিখ Civil Petition for Leave to Appeal No. 294 of 2023 এর বিষয়ে "Dismissed as being infractuous" আদেশ প্রদানের মাধ্যমে খারিজ (Dismissed) করা হয়েছে।	আইনজীবী মনোনয়ন করার পূর্বেই রিট পিটিশনটি নিষ্পত্তি করা হয়

৭.৪ বিধিমালা ও প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন ও উহা চূড়ান্তকরণ

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৩ এবং ধারা ৪৪ এর বিধান অনুসারে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বিধিমালা এবং প্রবিধানমালা প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে বিধিমালা এবং প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:-

৭.৫ বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্র

ধারা ৪৩ এর বিধান অনুসারে সরকার প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং কতিপয় ধারায় উল্লিখিত বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করবে। যে সব ধারায় বিধিমালা প্রণয়নের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	ধারা	বিষয়
১	৭ (২)	চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের চাকুরীর শর্তাবলী সংক্রান্ত
২	৮	কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংক্রান্ত
৩	১২ (৩)	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলী সংক্রান্ত
৪	৪৩	সার্বিকভাবে আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় বিধানাবলী

৭.৫.১ প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষেত্র

ধারা ৪৪ এর বিধান অনুসারে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কতিপয় ধারায় উল্লিখিত বিষয়ে প্রবিধানমালা প্রণয়ন করবে। যে সব ধারায় প্রবিধানমালা প্রণয়নের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা হল:

ক্রমিক	ধারা	বিষয়
১	২১ (১), ২১ (২)	জোটবদ্ধতা সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের অনুমোদন, অনুসন্ধান এবং তদন্ত ও পরবর্তী কার্যক্রম;
২	৪৪	সার্বিকভাবে, আইন ও বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা সাপেক্ষে, আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় বিধানাবলী

৭.৫.২ কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানমালা

(১) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (অনুসন্ধান, তদন্ত, পুনর্বিবেচনা ও আপিল) প্রবিধানমালা, ২০২২ শীর্ষক প্রবিধানমালা সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

(২) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (তহবিল) ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা, ২০২২ শীর্ষক প্রবিধানমালা সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

৭.৫.৩ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক পরীক্ষাধীন বিধিমালা ও প্রবিধানমালা

(১) ধারা ২১, ধারা ৪৪ এর সাথে পঠিতব্য, এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে “বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন জোটবদ্ধতা (Combination) প্রবিধানমালা, ২০২৩ শীর্ষক একটি প্রবিধানমালার খসড়া কমিশনের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

৭.৬ বিভিন্ন মামলায় আদায়কৃত ফি সংক্রান্ত তথ্য

৭.৬.১ বিভিন্ন আদেশ, তদন্ত প্রতিবেদন, ইত্যাদির সার্টিফাইড কপি

পক্ষ/পক্ষবৃন্দ বরাবরে সরবরাহ করে ২০২২-২৩ অর্থবছরে আদায়কৃত ফি প্রায় ৪৪,২০৩/- (চুয়াল্লিশ হাজার দুইশত তিন টাকা) এবং বিগত অর্থবছরে আদায়কৃত ফি ২৪,২৫০/- (চব্বিশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকাসহ সর্বমোট ৬৮,৪৫৩/- (আটষট্টি হাজার চারশত তিপ্পান্ন) টাকা কমিশনের তহবিলে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৭.৭ কোর্ট ফি সংক্রান্ত তথ্য

বিভিন্ন আবেদন, হাজিরা ও কাগজপত্র দাখিল প্রভৃতির মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোর্ট ফি বাবদ প্রায় ৪,২৯০/- (চার হাজার দুইশত নব্বই) টাকা এবং বিগত অর্থবছরে কোর্ট ফি বাবদ ৫,০৫৫/- (পাঁচ হাজার পঞ্চান্ন) টাকা আদায় করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগ

৮.১ ভূমিকা

অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। বাজারে বিদ্যমান ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি, ওলিগপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ডসমূহ অনুসন্ধান ও তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলে কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা এ বিভাগের দায়িত্ব।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বিঘ্নিত হলে অথবা বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকলে বিদ্যমান প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কমিশন বরাবরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বা সংক্ষুব্ধ যে কেউ আবেদন করতে পারেন। এরুপ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের **"অনুসন্ধান ও তদন্ত"** বিভাগ হতে প্রাথমিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা আইনের প্রযোজ্যতা যাচাই করা হয়। অনুসন্ধানের সত্যতার ভিত্তিতে যথাযথ তদন্তপূর্বক কমিশন কর্তৃক আনীত অভিযোগের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৮.২ অনুসন্ধান কার্যক্রম

সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা কমিশন কর্তৃক স্ব-প্রণোদিত হয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কমিশন প্রাথমিক অনুসন্ধান করে প্রতিযোগিতা আইন প্রয়োগের প্রযোজ্যতা প্রাথমিকভাবে যাচাই করে থাকে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে দায়েরকৃত/প্রাপ্ত ও স্ব-প্রণোদিত অভিযোগের বিপরীতে অনুসন্ধান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ:

৮.২.১ চলমান অনুসন্ধানের তালিকা

ক্রমিক	অভিযোগ নং	অভিযোগকারী/ অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিযোগের বিষয়	মন্তব্য
০১	৪২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম চাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	চালের বাজারে কোন প্রকার প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে কিনা	স্ব-প্রণোদিত
০২	৪৮	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম এম. এস রড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান	লাগামহীন রডের বাজার সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত

৮.২.২ দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদনের তালিকা:

ক্রমিক	অভিযোগ নং	অভিযোগকারী/ অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিযোগের বিষয়	মন্তব্য
০১	২০	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল (WTC)	চট্টগ্রাম বন্দরে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল কর্তৃক মনোপলি ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে শিপিং চার্জ বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
০২	২৮	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ই-অরেঞ্জ ও আদিয়ান মার্ট	ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ই -অরেঞ্জ ও আদিয়ান মার্ট অস্বাভাবিক মূল্য হ্রাসের মাধ্যমে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
০৩	৩২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম আনন্দের বাজার ও ফাল্গুনি শপ ডট কম	ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আনন্দের বাজার, ফাল্গুনি শপ ডট কম অস্বাভাবিক মূল্য হ্রাসের মাধ্যমে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
০৪	৩৩	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ১। থলে ২। শ্রেষ্ঠ	ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান থলে ও শ্রেষ্ঠ অস্বাভাবিক মূল্য হ্রাসের মাধ্যমে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
০৫	৩৫	বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যাসোসিয়েশন (বিসিএমএ) বনাম ওয়াটার ট্রান্সপোট সেল ও শিপ হ্যান্ডেলিং এন্ড বার্থ এসোসিয়েশন	শিপ হ্যান্ডেলিং লাইসেন্সের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক করণের লক্ষ্যে দায়েরকৃত অভিযোগ	স্ব-প্রণোদিত
০৬	৪১	ছাতক ব্যবসায়ী -শ্রমিক ঐক্য পরিষদ বনাম লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লি:	ছাতকস্থ কার খানায় অবৈধভাবে চুনাপাথর ক্রাশিং করে খোলাবাজারে বিক্রির ফলে অসম প্রতিযোগিতার বিরূপ প্রভাব বন্ধকরণের বিষয়ে	প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে
০৭	৪২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম চাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	চালের বাজারে কোন প্রকার প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে কিনা	স্ব-প্রণোদিত

ক্রমিক	অভিযোগ নং	অভিযোগকারী/ অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিযোগের বিষয়	মন্তব্য
০৮	৪৬	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম লঞ্চ মালিকগণ	সারাদেশে নৌপথের বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী লঞ্চ বা নৌযান এর রোটেশন পদ্ধতির ফলে কোন যোগসাজশ এবং বাজারে প্রবেশে কোন প্রকার বাঁধা রয়েছে কিনা তা চিহ্নিতকরণ	স্ব-প্রণোদিত
০৯	৪৭	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম নিউজপ্রিন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান	নিউজপ্রিন্টের বাজারে অস্থিরতা বিষয়ক	স্ব-প্রণোদিত
১০	৪৮	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম এম. এস রড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান	লাগামহীন রডের বাজার সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১১	৪৯	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম গম আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ	যুদ্ধের অজুহাতে গমের মূল্যবৃদ্ধির পাঁয়তারা সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১২	৫০	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম আটা-ময়দা উৎপাদন/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান	আটা-ময়দার বাজারে অস্থিরতা সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১৩	৫১	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মহাসচিব (BEEMEA) বনাম গণপূর্ত অধিদপ্তরসহ সকল সরকারি বিভাগ	সকল সরকারি বিভাগের ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয়নীতি যথাযথ ভাবে প্রতিপালনের জন্য সমান সুযোগসহ সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টিকরণ	প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে
১৪	৫২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি	মালয়েশিয়ায় শ্রমিক নিয়োগের বিষয়ে পারস্পরিক যোগসাজশে এজেন্টদের সুযোগ প্রদান হয়েছে কিনা	স্ব-প্রণোদিত
১৫	৫৩	এফ ইলেকট্রনিক্স বনাম সোহাগী এন্টারপ্রাইজ	ওয়ালটন কোম্পানির বিভিন্ন পণ্য বিশেষ করে ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর কোম্পানির নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অত্যাধিক কম মূল্যে বিক্রয়	প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে
১৬	৫৪	জনাব সৈয়দ মোশতাক আহমেদ, চেয়ারম্যান ও সিইও, এক্সপেক্টরা পিটিই লি: বনাম বিকাশ লিমিটেড	বিকাশ লিমিটেড কর্তৃক ডিস্ট্রিবিউটর চুক্তি বাতিল সংক্রান্ত	প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে

ক্রমিক	অভিযোগ নং	অভিযোগকারী/ অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিযোগের বিষয়	মন্তব্য
১৭	৫৫	জনাব মোঃ ফাহিম তানভীর, এ্যাডভোকেট, জেলা আদালত, ঢাকা বনাম প্লেপেন স্কুল	শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বেতনের অতিরিক্ত আরও অন্যান্য ভাতা আদায় এবং নির্ধারিত দোকান হতে বিভিন্ন পণ্য ও সেবা গ্রহণে বাধ্য করণ সংক্রান্ত	প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে
১৮	৫৬	জনাব শেখ আমিনুর রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নগদ; জনাব মোঃ ছালেহ আহাম্মদ, পরিচালক (পরিকল্পনা) ডাক অধিদপ্তর বনাম বিকাশ লিমিটেড	'বিকাশ' কর্তৃক 'নগদ' এর মার্চেন্ট পয়েন্টসমূহ থেকে ক্যাম্পেইন সংশ্লিষ্ট পয়েন্ট অব ম্যাটেরিয়াল সরিয়ে ফেলার নির্দেশ সংক্রান্ত	প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে
১৯	৫৭	মেসার্স হাসান এন্টার প্রাইজ, মেসার্স আলী এ্যাসোসিয়েটস ও আহসান এন্টারপ্রাইজ বনাম চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের খাদ্য ও পথ্য সরবরাহে দরপত্র জমাদানে অনিয়ম সংক্রান্ত	প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে

৮.৩ তদন্ত কার্যক্রম:

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ১৮ ধারামতে, সম্পাদিত কোনো চুক্তি বা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারের কারণে সংশ্লিষ্ট বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মর্মে কমিশনের প্রতীতি জন্মালে অথবা কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত হলে তা তদন্তের বিধান রয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে অভিযোগের নিবিড়, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বস্তুনিষ্ঠ তদন্তের নিমিত্ত কমিশনের সিদ্ধান্তক্রমে তদন্ত কর্মকর্তা/তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তকালে আনীত অভিযোগের আইনগত ভিত্তি নির্ধারণ, বাজার সংশ্লিষ্টতা যাচাই, বাজারে প্রতিযোগিতার বিরুপ প্রভাব নির্ধারণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব, ভোক্তা স্বার্থ রক্ষা এবং সর্বোপরি, অভিযোগ প্রমাণের জন্য উপাদান চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনা হয়।

অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য, সাক্ষ্য-প্রমাণাদি এবং সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও দালিলিক প্রমাণকসহ বিদ্যমান প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর আলোকে তদন্তকার্য সম্পাদন করে কমিশন বরাবরে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বস্তুনিষ্ঠ তদন্তের ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক আনীত অভিযোগের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তদন্ত কার্যক্রম প্রতিযোগিতা কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডগুলোর একটি, যা আইন এবং বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে দায়েরকৃত/প্রাপ্ত অভিযোগের বিপরীতে তদন্ত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ:

৮.৩.১ চলমান তদন্তের তালিকা:

ক্রমিক	অভিযোগ নং	অভিযোগকারী/ অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিযোগের বিষয়	মন্তব্য
০১	১০/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম চেয়ারম্যান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও এস. আলম, সুপার এডিবল অয়েল লি: অফিস ঢাকা/চট্রগ্রাম	ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে	স্ব-প্রণোদিত
০২	১৩/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম জনাব মোঃ আব্দুল রশিদ, স্বত্বাধিকারী, রশিদ এগ্রো ফুড প্রোডাক্টস লি:, হেড অফিস: আকাশ টাওয়ার (৭ম ফ্লোর, এন/ডব্লিউ), প্লট-৫৪, রোড-১৩২, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫	চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
০৩	১৪/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম জনাব মোঃ বেলাল হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বেলকোন কোম্পানি প্রাইভেট লি:, পার নওগাঁ, আলুপট্রি, নওগাঁ সদর, নওগাঁ	চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
০৪	২০/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম জনাব আলহাজ্ব মোঃ তৌফিকুল ইসলাম (বাবু), প্রো: মেসার্স মফিজ উদ্দীন অটোমেটিক রাইচ মিল, জায়েদা মার্কেট, আলুপট্রি, পার নওগাঁ, নওগাঁ	চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
০৫	২৮/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যাক সিড এন্ড এগ্রো এন্টারপ্রাইজ, ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা-১২১২	চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত

ক্রমিক	অভিযোগ নং	অভিযোগকারী/ অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিযোগের বিষয়	মন্তব্য
০৬	২৯/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বঙ্গ মিলারর্স লিঃ, প্রাণ-আরএফএল সেন্টার, ১০৫ মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২	চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
০৭	৩৪/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম বিজনেস ডিরেক্টর, এসিআই পিওর ফ্লাওয়ার লিঃ, এসিআই সেন্টার, ২৪৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮	আটা-ময়দার অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
০৮	৩৬/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তাসমিন ফ্লাওয়ার মিলস লিঃ, ১৬২৮/১৬৭১, রামজয় মহাজন লেন, আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম	আটা-ময়দার অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
০৯	৩৯/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডায়মন্ড এগ লিঃ, হাউজ-৪২৯, রোড-৭, বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা-১২০৬	ডিমের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১০	৪৩/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম জনাব মোঃ আমানত উল্লাহ, প্রোপ্রাইটর, আমানত এন্টারপ্রাইজ, ২৭ স্টেশন রোড, তেজগাঁও, ঢাকা	ডিমের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১১	৪৪/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সিপি বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড, ই-২৩৬, ওয়ার্ড নং-০৭, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	ডিমের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত

ক্রমিক	অভিযোগ নং	অভিযোগকারী/ অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিযোগের বিষয়	মন্তব্য
১২	৪৮/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম পরিচালক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নারিশ এগ্রো লিঃ হাউজ-৩৯, সোনারগাঁও জনপথ রোড, সেক্টর-০৭, উত্তরা	মুরগির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১৩	৫০/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম প্রেসিডেন্ট, সিপি বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড, ই-২৩৬, ওয়ার্ড নং-০৭, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	মুরগির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১৪	৫২/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড, শান্তা ফোরাম (১০তলা-১৪তলা), ১৮৭-১৮৮/বি, বীর উত্তম মীর শাখাওয়াত সড়ক, ঢাকা-১২০৮	টয়লেট্রিজ সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১৫	৫৩/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম হেড অব অপারেশন, স্কায়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড, স্কয়ার সেন্টার, ৪৮ বীর উত্তম এ কে খন্দকার সড়ক, মহাখালী, ঢাকা	টয়লেট্রিজ সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১৬	৫৪/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম চেয়ারম্যান, কোহিনুর কেমিক্যাল কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ, ৩৬, শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮	টয়লেট্রিজ সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত

ক্রমিক	অভিযোগ নং	অভিযোগকারী/ অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিযোগের বিষয়	মন্তব্য
১৭	৫৫/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম চেয়ারম্যান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড কর্পোরেট অফিসঃ জারুন, কোনাবাড়ী, গাজীপুর	টয়লেট্রিজ সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১৮	৬১/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আকিজ ফ্লাওয়ার মিলস লিঃ, আকিজ হাউজ, ১৯৮ বীর উত্তম মীর শওকত সড়ক, গুলশান লিংক রোড, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮	আটা-ময়দার অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১৯	৬২/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মজুমদার প্রোডক্টস লিঃ, কর্পোরেট অফিসঃ প্ল্যানার্স টাওয়ার, লেভেল-১২, ১৩/এ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, বাংলামটর, ঢাকা	চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত

৮.৩.২ দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের তালিকাঃ

ক্রমিক	অভিযোগ নং	অভিযোগকারী/ অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিযোগের বিষয়	মন্তব্য
০১	০৪/২০২২	ইউনাইটেড ঢাকা টোবাকো লিমিটেড বনাম ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো লিমিটেড	পণ্য সরবরাহের বাধা প্রদান সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
০২	০৩/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ধামাকা শপিং ডট কম	ধামাকা শপিং ডট কম এর কার্যক্রম সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
০৩	০৫/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম হেড অব ডিভিশন, বসুন্ধরা মাল্টি ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড	ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে	স্ব-প্রণোদিত

ক্রমিক	অভিযোগ নং	অভিযোগকারী/ অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিযোগের বিষয়	মন্তব্য
০৪	০৬/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম মেঘনা এডিবল অয়েলস রিফাইনারি লিমিটেড	ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে	স্ব-প্রণোদিত
০৫	০৭/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম সিটি এডিবল অয়েল লিমিটেড	ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে	স্ব-প্রণোদিত
০৬	০৮/২০২১	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিমিটেড	ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে	স্ব-প্রণোদিত
০৭	০৯/২০২১	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম গ্লোব এডিবল অয়েল লিমিটেড	ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে	স্ব-প্রণোদিত
০৮	১১/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম শবনম ভেজিটেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে	স্ব-প্রণোদিত
০৯	১৫/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম জনাব মোঃ এরফান আলী, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স রাজু অটো রাইস মিল, এরফান সেন্টার, আতাহার, বুলনপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাপাইনবাবগঞ্জ	চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১০	১৬/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডিরেক্টর/পরিচালক নওগাঁ স্পেশাল এগ্রো ইকোনমিক জোন লিমিটেড, বাইপাস মোড়, বিসিক শিল্প নগরী, নওগাঁ সদর, নওগাঁ	চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১১	১৭/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান, প্রোপ্রাইটর, মেসার্স জহুরা অটো রাইস মিলস্, ভররা, সেতাবগঞ্জ, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর	চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত

ক্রমিক	অভিযোগ নং	অভিযোগকারী/ অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিযোগের বিষয়	মন্তব্য
১২	১৮/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম জনাব মোঃ আলাল আহম্মেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আলাল এগ্রো ফুড প্রডাক্টস্ লিমিটেড, হাজী ওয়াসিম উদ্দিন প্লাজা, ডাউন্ট রোড মোড়, শেরপুর, বগুড়া	চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১৩	১৯/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কিবরিয়া এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, কে. ডি. সি রোড, তিনমাথা, বগুড়া	চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১৪	২১/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম জনাব হাজী মোঃ জহিরুল ইসলাম, স্বত্বাধিকারী, নূরজাহান এগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ, পূর্ববাজার, আশুগঞ্জ, ব্রাক্ষণবাড়িয়া	চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১৫	২২/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন খাঁন, প্রোঃ খাঁন অটো রাইচ মিলর্স লিঃ, তালোড়া বাজার, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া	চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১৬	২৩/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম জনাব হাজী মোঃ আরশাদ আলী, প্রোঃ মেসার্স দাদা রাইচ মিল, খাজানগর, জগতি, কুষ্টিয়া	চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১৭	২৪/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিটি অটো রাইস এন্ড ডাল মিলস লিঃ, সিটি হাউজ, প্লট নং এন ডব্লিউ (জে), ০৬, রোড নং, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২	চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
১৮	২৫/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ব্যবস্থাপনা প্ররিচালক, বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিমিটেড, ল্যান্ড ভিউ কমার্শিয়াল সেন্টার (১১তলা), ২৮ গুলশান উত্তর সি/এ, গুলশান সার্কেল ২, ঢাকা-১২১২	চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত

ক্রমিক	অভিযোগ নং	অভিযোগকারী/ অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিযোগের বিষয়	মন্তব্য
১৯	২৬/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও), স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড, স্কয়ার সেন্টার, ৪৮ বীর উত্তম এ কে খন্দকার সড়ক, মহাখালী, ঢাকা	চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
২০	৩০/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম বিজনেস ডিরেক্টর, এসিআই ফুডস লিঃ, এসিআই সেন্টার ২৪৫, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮	চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
২১	৩১/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ম্যাবকো ফুড লিঃ, খন্দকার ম্যানসন, পার নওগাঁ, নওগাঁ-৬৫০০	চালের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি ও বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
২২	৩২/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনারগাঁও ফ্লাওয়ার এন্ড ডাল মিলর্স লিঃ, হাউজ নং-১৫, রোড নং-৩৪ (ফ্রেশ ভিলা), গুলশান-১, ঢাকা-১২১২	আটা-ময়দার অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
২৩	৩৮/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সম্পা ফ্লাওয়ার মিলস লিঃ, সিটি হাউজ, প্লট নং এন ডব্লিউ (জে), ০৬, রোড নং-৫১, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২	আটা-ময়দার অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
২৪	৪০/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিপলস পোল্ট্রি এন্ড হ্যাচারি লিঃ, ৩, শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ রোড, মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭	ডিমের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
২৫	৪১/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম জনাব কাজী জাহেদুল হাসান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কাজী ফার্মস গ্রুপ, আহমেদ কাজী টাওয়ার, হাউজ-৩৫, রোড-২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫	ডিমের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত

ক্রমিক	অভিযোগ নং	অভিযোগকারী/ অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিযোগের বিষয়	মন্তব্য
২৬	৪২/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর, প্যারাগন পোল্ট্রি লিমিটেড, প্যারাগন হাউজ (ফ্লোর-১০)৫, মহাখালী সি/এ, ঢাকা-১২১২	ডিমের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
২৭	৪৫/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম জনাব কাজী জাহেদুল হাসান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কাজী ফার্মস গ্রুপ, আহমেদ কাজী টাওয়ার, হাউজ-৩৫, রোড-২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫	মুরগির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
২৮	৪৬/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম পরিচালক, সাগুনা ফুড এন্ড ফিডস বাংলাদেশ প্রাইভেট লিঃ, হাউজ-৭৬ (৪র্থ ফ্লোর), গাউসুল আজম এভিনিউ, সেক্টর-১৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০	মুরগির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
২৯	৪৭/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আলাল পোল্ট্রি এন্ড ফিস ফিড লিমিটেড, চকপোতা, বাগড়া, শেরপুর, বগুড়া	মুরগির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
৩০	৪৯/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর, প্যারাগন পোল্ট্রি লিমিটেড, প্যারাগন হাউজ (ফ্লোর-১০)৫, মহাখালী সি/এ, ঢাকা-১২১২	মুরগির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত
৩১	৫১/২০২২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম বিজনেস ডিরেক্টর, এসিআই লিঃ, এসিআই সেন্টার, ২৪৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮	টয়লেট্রিজ সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত	স্ব-প্রণোদিত

প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে অনুসন্ধান ও তদন্ত সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা, ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস ইত্যাদি বিষয়ে কমিশনকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করে থাকে **"অনুসন্ধান ও তদন্ত"** বিভাগ।

নবম অধ্যায়
কমিশনের অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

৯.১ কমিশনের অর্জন

বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে একনজরে কমিশনের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

- অনুসন্ধান, তদন্ত, পুনর্বিবেচনা ও আপিল সংক্রান্ত প্রবিধানমালা এবং তহবিল ও সভা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা দুটি চূড়ান্ত হয়েছে এবং সকলের অবগতির জন্য বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। জোটবদ্ধতা বিষয়ক প্রবিধানমালার খসড়া প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে;
- ০৭ (সাত) টি মামলার রায়/আদেশ প্রদান করা হয়েছে;
- ০২ টি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের অনুসন্ধান, ৩২ টি গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্ত চলমান রয়েছে। এছাড়াও, বিগত অর্থবছরে ২০ টি অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও ৩২ টি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল হয়েছে;
- বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ০৬ টি সেমিনার এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ০৫ টি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়েছে;
- সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ২৯ টি বিষয়ে (আইন, বিধিমালা, অনুসন্ধান ও তদন্ত এবং প্রশাসনিক) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবার ডাটাবেজ তৈরির লক্ষ্যে ০৬ টি পণ্য ও সেবার বাজার সমীক্ষা (Market Study) চলমান রয়েছে এবং ০৬ টি পণ্য ও সেবার বাজার সমীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে।
- বাজার মনিটরিং সেল গঠনের মাধ্যমে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম প্রচার করার জন্য অনলাইন ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সংবাদ প্রচার, বিভিন্ন বাজারে বাজার মনিটরিং সেলের মাধ্যমে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ও জনগণের সাথে মতবিনিময়, লিফলেট-আইন পুস্তিকা বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

৯.২ চ্যালেঞ্জ

বাজার অর্থনীতির যুগে ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তা বজায় রাখা বড় চ্যালেঞ্জ। কমিশন বর্তমানে যে সকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন সেগুলো হচ্ছেঃ

৯.২.১ দেশব্যাপী জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতা সংস্কৃতি গড়ে তোলা

দেশের সাধারণ জনগণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার অধিকাংশ মানুষের কাছে এখনো প্রতিযোগিতা আইন এবং প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যপরিধি তেমন একটা পরিচিতি লাভ করেনি। এ বিষয়ে দেশব্যাপী ব্যাপক জনসচেতনতা কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে অবহিতকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সর্বত্র প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা কমিশনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

৯.২.২ আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন

প্রতিযোগিতা আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য ভোক্তা, ব্যবসায়ী, সাধারণ জনগণ ও সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সহযোগিতা প্রয়োজন। এছাড়াও, মাঠ প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতাও একান্তভাবে কাম্য।

৯.২.৩ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

কমিশনের জনবলের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে বিদেশে নিবিড় প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। একটি কার্যকর ও গতিশীল কমিশনের জন্য দক্ষ মানব সম্পদের বিকল্প নেই।

৯.২.৪ ফরেনসিক এনালাইসিস, কার্যকর অনুসন্ধান ও তদন্ত টুলস প্রণয়ন

বাজারে বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কর্মকান্ড চিহ্নিত করা সহ আলামত ও প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও ফরেনসিক এনালাইসিস, কার্যকর অনুসন্ধান ও তদন্ত টুলস প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এতে তদন্তের প্রক্রিয়া আরও কার্যকর ও বেগবান হবে।

৯.৩ কমিশনের করণীয়

৯.৩.১ আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ কে আরও যুগোপযোগী ও ভোক্তাবান্ধব করার লক্ষ্যে উক্ত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন প্রয়োজন। বিশেষ করে বৈশ্বিক উত্তম চর্চার আলোকে Dawn Raid, Damage Compensation, Leniency ইত্যাদি বিষয় সংযোজন করা প্রয়োজন।

৯.৩.২ বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রণয়ন

এ যাবৎ কমিশনের ০২ (দুই) টি বিধিমালা ০২ (দুই) টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। কমিশনকে গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৯.৩.৩ জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণ

কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম জনবল কাঠামো বিন্যাস করা প্রয়োজন।

৯.৩.৪ জনবলের উত্তম প্রশিক্ষণ

কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের আইন ও বিধি বিধান এবং অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে কর্মচারীগণ কমিশনকে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপদানে সক্ষম হবেন। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মচারীগণের বিদেশে প্রশিক্ষণেরও সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ট্রেনিং মডিউল তৈরি করা প্রয়োজন।

৯.৩.৫ দেশব্যাপী এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম জোরদারকরণ

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য আইনের সুফল এবং কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা ও উপজেলা সহ দেশব্যাপী ব্যাপক অবহিতকরণ ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করতে হবে। এছাড়া সকল অংশীজন সমন্বয়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার/মতবিনিময় সভা ইত্যাদি আয়োজন করা প্রয়োজন।

৯.৩.৬ কমিশনের নিজস্ব হটলাইন চালু করা

দেশের জনসাধারণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুকূলে কমিশনের সেবা কার্যক্রম সহজ ও দ্রুত করার লক্ষ্যে একটি হটলাইন চালু করা প্রয়োজন।

৯.৩.৭ তথ্য ভাণ্ডার স্থাপন

প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাজারে বিদ্যমান ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট (পণ্য ভিত্তিক) ধারাবাহিক ও হালনাগাদ তথ্য প্রয়োজন। গবেষণা, অনুসন্ধান, তদন্ত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয় ভিত্তিক বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যে একটি সফটওয়ার ভিত্তিক আধুনিক ও সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৯.৩.৮ বাজার নির্ধারণ (Market Definition) সংক্রান্ত গাইডলাইন তৈরি

প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড চিহ্নিত ও নির্মূলের জন্য পণ্য ও সেবার বাজার নির্ধারণের লক্ষ্যে গাইডলাইন তৈরি করা অত্যন্ত জরুরী।

৯.৩.৯ কর্তৃত্বময় অবস্থান ও মার্জার-একুইজিশনের Threshold নির্ধারণ

বিশ্বের অনেক দেশেই কর্তৃত্বময় অবস্থান ও মার্জার-একুইজিশনের Threshold নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার ও মার্জার-একুইজিশনের Threshold নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৯.৩.১০ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদন

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সংস্থা সমূহ এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন দেশের উত্তম চর্চা (Best Practice), নতুন নতুন কর্মকৌশল এবং অভিজ্ঞতাসমূহ নিজস্ব পরিমণ্ডলে যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখবে। পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ ও তথ্য বিনিময় এবং MoU সম্পাদনের মাধ্যমে এ ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৯.৩.১১ সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের সাথে কার্যক্রম বৃদ্ধি

বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর/বিধিবদ্ধ সংস্থার সঙ্গে কমিশনের সহযোগিতামূলক ও পরামর্শমূলক কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

Competition for growth

Bangladesh Competition Commission

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

ই-মেইল : chairmancc2012@gmail.com

www.ccb.gov.bd